NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ সপ্তাহের শেষে পড়ল শেয়ার বাজার সূচক

গৌড় কলেজের অধ্যক্ষকে ঘেরাও ৬

কলকাতা ৯ অগস্ট ২০২৫ ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ৬১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.08.2025, Vol.19, Issue No. 61, 8 Pages, Price 3.00

জনজীবন স্বাভাবিকে কঠোর ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্ন অভিযানের দিন এবং অভয়া-র হত্যার বিচারের দাবিতে এক বছর পূর্তিতে আজ রাস্তায় নামছে তাঁর বাবা ও না। তাঁদের ডাকে অনুষ্ঠিত হবে অরাজনৈতিক মিছিল। সেই আবহেই জননিরাপত্তা ও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে ও সংলগ্ন রুটে পণ্যবাহী গাড়ির চলাচলে বিশেষ বিধিনিষেধ জারি করল হাওড়া সিটি পুলিশ। কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী এক আদেশে জানান, ১০ অগস্ট থেকে ছয় লেনের উড়ালপুল নির্মাণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়ম বলবৎ থাকবে।

প্রধান নিষেধাজ্ঞা ও রুট পরিবর্তন হল- সকাল ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত কোনা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে কলকাতাগামী ও হাওড়াগামী পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাত ১১টা থেকে সকাল ৬টার মধ্যে নির্দিষ্ট বিকল্প রুট ব্যবহার করা যাবে, তবে গাড়ির উচ্চতা সর্বোচ্চ ৪.৫ মিটার হতে হবে। নিবেদিতা সেতু, বিদ্যাসাগর সেতু, আন্দুল রোড, জিটি রোড, শালিমার, কাজিপাড়া, সলাপ, শানপুর, আলমপুর-সহ একাধিক প্রবেশপথে সময়সীমা অনুযায়ী বা সারাদিনের জন্য চলাচল বন্ধ। সব পণ্যবাহী গাড়ির সামনের উইন্ডশিল্ডে গন্তব্য লেখা বাধ্যতামূলক, যাতে ট্রাফিক পুলিশ প্রয়োজনে সঠিক পথে পাঠাতে পারে। প্রয়োজনে কর্তব্যরত পুলিশ যেকোনো সময় রুট পরিবর্তনের নির্দেশ দিতে পারবেন। পুলিশ জানিয়েছে, এই বিধিনিষেধ চলমান নির্মাণকাজ, নিরাপত্তা ও জনসুবিধা, সবই নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয়। স্বাভাবিক সময়ের অন্যান্য ট্রাফিক নিয়মও বহাল থাকবে।

নবান্ন অভিযানের অনুমতি হাইকোর্টের, ‘না’ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের এক বছরে, শনিবার নবান্ন অভিযান বা কালীঘাট অভিযান করা যাবে না। শুক্রবার এ কথা স্পষ্ট জানিয়েছে কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশ। পরিবর্তে বিক্ষোভ-প্রতিবাদের জন্য তারা দু’টি বিকল্প জায়গার কথাও বলে দিয়েছে। এমনকি, জানানো হয়েছে, নিয়ম না-মানলে এবং বিধিনিষেধ অমান্য করলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

পুলিশ জানিয়েছে, নবান্ন অভিযান আটকাতে দু’টি মামলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। তার মধ্যে একটি মামলার রায় সম্পর্কে তারা অবগত। ‘শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মৌলিক অধিকার’ জানিয়েও হাইকোর্ট বলেছে, হিংসা যেন না হয়, সরকারি সম্পত্তি যাতে নষ্ট না হয়। পুলিশের বক্তব্য, রাজ্য প্রশাসন প্রয়োজনে বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, সরকারের তরফে দাবি করা হয়েছিল, গত বছর নবান্ন অভিযানকে ঘিরে ব্যাপক হিংসা ছড়িয়েছিল। ৪০-এর বেশি পুলিশ কর্মী জখম হয়েছিলেন। একটি চোখ হারিয়েছিলেন এক পুলিশ কর্মী। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বহু সরকারি সম্পত্তিও। আর এরই প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের নির্দেশ, হিংসা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ মিছিল করতে হবে। পাশাপাশি বিচারপতিরা এও জানান, সরকারি আধিকারিক, পুলিশ, সরকারি ভবন এবং সাধারণের সম্পত্তির ক্ষতি না করে যে কোনও নাগরিক শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে অংশ নিতে পারেন। সংবিধানের ৫১এ অনুচ্ছেদের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আদালত। ওই অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে, সাধারণের সম্পত্তি রক্ষা করা এবং হিংসা থেকে দূরে থাকা সকল নাগরিকের কর্তব্য।

উল্লেখ্য, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে শুক্রবার ফের শহরজুড়ে রাত দখল কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। শনিবার আবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছেন নির্যাতিতার মা-বাবা। ওই কর্মসূচিকে সমর্থন করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশ জানায়, নবান্ন অভিযানের আয়োজকেরা এখনও কর্মসূচির জন্য কোনও অনুমতি চায়নি। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ সংবাদমাধ্যম এবং সমাজমাধ্যম থেকে যা জানতে পেরেছে, তার ভিত্তিতে পদক্ষেপ করা শুরু করেছে।

অভয়া-কাণ্ডের বর্ষপূর্তি

কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা জানিয়েছেন, শনিবার বিকেলে অভয়া মঞ্চের কালীঘাট অভিযান হওয়ার যে কথা ছিল, তা-ও করা যাবে না। সে কথা আয়োজকদের জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্যেও বিকল্প জায়গা চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। সিপি মনোজ বলেছেন, ‘এখন সিসি ক্যামেরা, ড্রোন ইত্যাদি থাকে। ফলে কেউ আইন ভাঙলে বা কিছু করলে চিহ্নিত করা সম্ভব। পুলিশের বলে দেওয়া বিকল্প জায়গা ছাড়াও অন্যত্র ব্যবস্থা থাকবে।’

রাজ্য পুলিশের এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার বলেন, ‘বিকল্প জায়গা ছাড়া অন্য জায়গায় জমায়েত হলে পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে। কিন্তু এটুকু স্পষ্ট যে, নবান্ন বা সংলগ্ন এলাকায় জমায়েত করা যাবে না।’ তিনি জানান, নবান্নের আশেপাশে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি রয়েছে। তাই যেকোনও জমায়েত নিষিদ্ধ। মন্দিরতলা বাসস্ট্যান্ড, বঙ্কিম সেতুর নিচে এবং হাওড়া ময়দানে জমায়েত করা যাবে। ৩টি জায়গা মিলিয়ে ১২০০ জন থাকতে পারেন মিছিলে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশমতো বিকল্প জায়গা হিসাবে সাঁতরাগাছি বাসস্ট্যান্ডকে বেছে দেওয়া হয়েছে। সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। সেক্ষেত্রে প্রশাসনও মিছিলকারীদের পূর্ণ সহযোগিতা করবে। তবে কোনও সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা যাবে না। সেক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পুলিশ বাধ্য হবে বলেই জানান পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা।

রাত জেগে রাজপথে। মশাল মিছিলে প্রতিবাদে।

‘বন্ধু’ পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা মোদীর

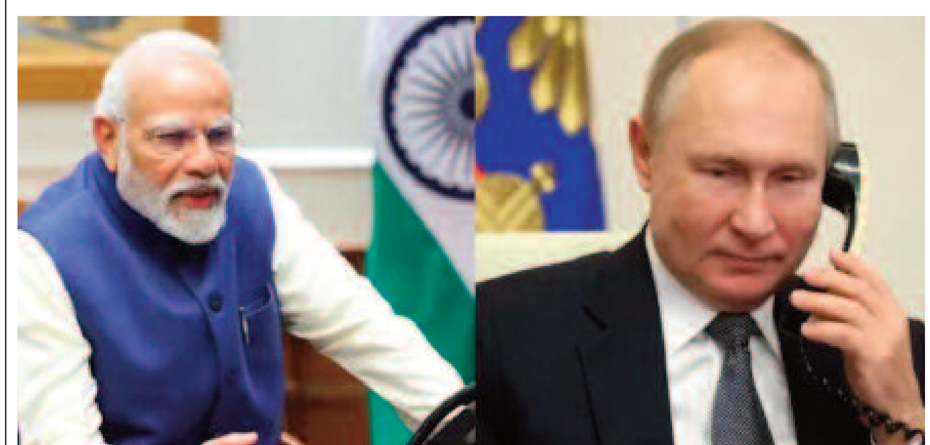

নয়াদিল্লি, ৮ অগস্ট: আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক নিয়ে চাপানউতর চলছে ভারতের। রাশিয়ার থেকে তেল কেনার ‘অপরাধে’ ভারতীয় পণ্যের উপর জরিমানা-সহ ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই আবহে শুক্রবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। পরে তিনি সমাজমাধ্যমে সেই ফোনালাপের কথা জানিয়েছেন। পুতিনকে নিজের ‘বন্ধু’ বলে উল্লেখ করে মোদী লিখেছেন, তাঁরা দু’জনেই ভারত-রাশিয়ার সম্পর্ক আরও মজবুত করার উপর জোর দিয়েছেন।

শুক্রবার মোদী এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, ‘বন্ধু পুতিনের সঙ্গে খুব ভাল এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ কথোপকথন হয়েছে। ইউক্রেনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে জানানোর জন্য ওঁকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের দ্বিপাক্ষিক এজেন্ডা নিয়ে পর্যালোচনা করেছি। ভারত এবং রাশিয়ার বিশেষ কৌশলগত অংশীদারি বৃদ্ধি নিয়েও আলোচনা করেছি। চলতি বছরে পুতিনকে এ দেশে স্বাগত জানানোর জন্য মুখিয়ে রয়েছি।’

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় গিয়ে পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। সূত্রের খবর, তার পরেই মোদীর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে পুতিনের। বুধবার ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর আরও ২৫ শতাংশ জরিমানা আরোপ করেছেন। এখন ভারত থেকে আমেরিকায় রপ্তানি করা পণ্যে মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক বসানো হচ্ছে। চলতি মাসের ২৭ তারিখ থেকে তা কার্যকর হওয়ার কথা।

এই আবহে রাশিয়া সফরে গিয়েছেন ডোভাল। তিনি বৃহস্পতিবার রাশিয়া থেকে পুতিনের ভারতের সফরের কথা জানান। চলতি মাসের শেষে ভারত সফরে আসার কথা পুতিনের। তবে কবে, সেই তারিখ স্পষ্ট করা হয়নি। আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক নিয়ে টানাপড়েনের আবহে পুতিনের এই ভারত সফর ‘তাৎপর্যপূর্ণ’ বলেই মনে করা হচ্ছে।

পরামর্শ দিতে চান নেতানিয়াহু

■ ট্রাম্পকে কী ভাবে সামলাতে হয়, তা নিয়ে গোপনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কিছু পরামর্শ দিতে চান তিনি। শুল্ক নিয়ে ভারত-মার্কিন সম্পর্কে টানাপড়েনের আবহে এমনই দাবি করলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সাংবাদিকদের একটি দলের সঙ্গে আলাপচারিতা করেন নেতানিয়াহু। ৪৫ মিনিটের কথোপকথনে নানা বিষয় উঠে আসে। আসে গাজা এবং ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর প্রসঙ্গও। নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে নেতানিয়াহু বলেন, ‘ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুবই শক্তিশালী। এটা আমি হৃদয় থেকে বলছি।’

নিজেকেই ধন্যবাদ ট্রাম্পের

■ গত ৬ মাসে একাধিক দেশের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি করিয়েছেন তিনি। সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও দুই দেশ আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান। শুক্রবার দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে হোয়াইট হাউসে বৈঠকে বসেন ট্রাম্প। এদিন সোশাল মিডিয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্প লিখেছেন, ‘এই দুই দেশ (আর্মেনিয়া-আজারবাইজান) বহু বছর ধরে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত। যার জেরে হাজার হাজার সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বহু দেশের নেতা এই যুদ্ধ থামাতে অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু কেউই এখনও সফল হননি। অবশেষে আমরা সফল হলাম, এর জন্য ‘ট্রাম্প’কে ধন্যবাদ।’

এসআইআর বিতর্কে কমিশনে চিঠি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন শুরু হচ্ছে বলে সংবাদমাধ্যমে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল নবান্ন। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি দিয়েছেন। সেখানে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট উল্লেখ করে এসআইআর নিয়ে কমিশনের অবস্থান স্পষ্ট করার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

স্বরাষ্ট্র সচিব চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, ৮ অগস্টের বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও ৭ অগস্ট বাংলা সংবাদ চ্যানেলগুলির খবর অনুযায়ী জানা যাচ্ছে, সিইও দপ্তর নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে যে রাজ্য বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু রাজ্যের দাবি, এই বিষয়ে সিইও দপ্তর থেকে সরকারের সঙ্গে কোনওরকম পরামর্শ করা হয়নি। আগে থেকে এ বিষয়ে কিছু জানানোও হয়নি। স্বরাষ্ট্র সচিব অনুরোধ করেছেন, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের সত্যতা যাচাই করে যেন ভুল তথ্যের অবসান ঘটানো হয়। চিঠির সঙ্গে সংবাদপত্রের কাটিংও সংযুক্ত করা হয়েছে।

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই সিইও দপ্তর বাংলায় এসআইআর নিয়ে সরাসরি ঘোষণা না করলেও জানিয়েছিল, তারা যে কোনও কিছুর জন্য প্রস্তুত। কিন্তু রাজ্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এখনই তা সম্ভব নয়। সূত্রের খবর, নবান্নের চিঠির পাল্টা চিঠি পাঠিয়েছে সিইও অফিসও। সেখানে জানানো হয়েছে, বিহারের এসআইআর-এর সময় প্যারা ১০-এ সব রাজ্যে এসআইআর হবে উল্লেখ করে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছিল, তাই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

এই ইস্যুতে রাজনৈতিক চাপানউতোরও চরমে। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, ‘এ সব বিজেপির নাটক। রাহুল গান্ধি ভোট চুরির তথ্য দিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের আগে তার জবাব দেওয়া উচিত।’ লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সাংসদরা শুক্রবার সংসদের বাইরে এই ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

কলকাতায় ফিরে অভিষেক হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘বাংলার একটা নাম বাদ গেলে লক্ষ মানুষকে নিয়ে কমিশনের অফিস ঘেরাও করব।’ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁর অভিযোগ, ‘এই এসআইআর আসলে বিজেপি নেতাদের কথা মতো চলা। কমিশনের একাংশ সেটাই করছে। এই কারচুপি আমরা বরদাস্ত করব না।’ রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে সমন্বয় এবং উদ্দেশ্য, দু’টিই এখন তীব্র বিতর্কের কেন্দ্রে।

চার অফিসারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপে মুখ্যসচিবকে ডেডলাইন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তির ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগে রাজ্যের চার সরকারি অফিসারের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে এবার সময়সীমা বেঁধে দিল নির্বাচন কমিশন। সোমবার বিকেল ৩টার মধ্যে বরখাস্ত ও এফআইআর সংক্রান্ত পদক্ষেপের অগ্রগতি জানাতে বলা হয়েছে।

কমিশন সূত্রে খবর, এর আগে ৫ অগস্ট মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠিয়ে বারুইপুর পূর্বের ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার দেবোত্তম দত্ত চৌধুরী, সহকারী ইআরও তথাগত মণ্ডল, ময়নার ইআরও বিপ্লব সরকার এবং ওই কেন্দ্রের ইআরও সুদীপ্ত দাসকে সাসপেন্ড ও এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সুরজিৎ হালদার নামে এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধেও। কিন্তু নবান্নের পক্ষ থেকে এখনও সেই নির্দেশ

কার্যকর হয়নি বলে অভিযোগ।

এদিন মুখ্যসচিবকে পাঠানো নতুন চিঠিতে কমিশন জানিয়েছে, চার অফিসারকে নিয়ে কোনও পদক্ষেপের খবর কমিশন পায়নি। তাই দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। এই ইস্যুতে সরাসরি কমিশনকে আক্রমণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তিনি বলেন, ‘সরকারি কর্মচারীদের ভয় দেখানো হচ্ছে। কালকে আমার ২ অফিসারকে নোটিস পাঠানো হয়েছে, সাসপেন্ড করা হয়েছে। আমরা বলি, তোমার নির্বাচন এখনও ঘোষণা হয়েছে? কোন আইনের বলে তুমি নোটিস পাঠাচ্ছ? সাসপেন্ড করছ, আর বলছ এফআইআর করতে হবে? হবে না। আমি কারও শাস্তি হতে দেব না।’ কমিশনকে ‘হরিদাস’ ও ‘ক্রীতদাস’ বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই সুরে অভিযোগ করেন, ‘বিজেপির কথা ও ইশারায় কাজ করছে কমিশন।’

রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে দ্বন্দ্ব এক নতুন মাত্রায় পৌঁছে গেল। এখন নজর সোমবার বিকেল ৩টার দিকে। মুখ্যসচিবের জবাবে এই বিরোধ আরও গভীর হয় কিনা, নাকি সমাধানের ইঙ্গিত মেলে।

ভোটের ভাতা বাড়াল কমিশন

নয়াদিল্লি, ৮ অগস্ট: নির্বাচনী কাজে যুক্ত কর্মীদের ভাতা ও সাম্মানিক বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, সরকারি সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পিএসইউ-সহ বিভিন্ন বিভাগ থেকে নেওয়া কর্মীরা ভোট চলাকালীন দীর্ঘ সময় কঠিন ও সংবেদনশীল দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৪ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে সর্বশেষ বড় সংশোধনের পর এবার ভাতা ও সম্মানীর হার বৃদ্ধি করা হল।

প্রিসাইডিং অফিসার ও কাউন্টিং সুপারভাইজারের দৈনিক ভাতা ৩৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা বা এককালীন ২০০০ টাকা করা হয়েছে। পোলিং অফিসারের ভাতা ২৫০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা দৈনিক বা এককালীন ১৬০০ টাকা, কাউন্টিং অ্যাসিস্ট্যান্টের ভাতা ২৫০ টাকা থেকে ৪৫০ টাকা দৈনিক বা এককালীন ১৩৫০ টাকা করা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের জন্য ভাতা ২০০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা দৈনিক বা এককালীন ১৪০০ টাকা, আর কল সেন্টার বা কন্ট্রোল রুমে কর্মরতদের জন্য এককালীন ১০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ভিডিও নজরদারি, ভিডিও ভিউয়িং, অ্যাকাউন্টিং টিম, কন্ট্রোল রুম, কল সেন্টার, মিডিয়া সার্টিফিকেশন ও মনিটরিং কমিটি, ফ্লাইং স্কোয়াড, স্ট্যাটিক নজরদারি টিম, ব্যয় মনিটরিং সেলের ক্ষেত্রে শ্রেণি কর্মীদের জন্য ১২০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা এবং শ্রেণি কর্মীদের জন্য ১০০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা এককালীন করা হয়েছে। মাইক্রো অবজার্ভারের ভাতা ১০০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা এককালীন করা হয়েছে।

খাবারের ভাতা হিসেবে পোলিং ও কাউন্টিং কর্মী, পুলিশ, মোবাইল পার্টি, হোম গার্ড, বনরক্ষী, গ্রাম রক্ষক দল, এনসিসি, প্রাক্তন সেনা, স্বেচ্ছাসেবক-সহ নির্বাচনী কাজে যুক্তদের জন্য ১৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা দৈনিক করা হয়েছে।

সাম্মানিকের ক্ষেত্রেও বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। ডেপুটি ডিইও-র জন্য আগে কোনও ভাতা ছিল না, এবার সংশ্লিষ্ট কর্মীর এক মাসের মৌলিক বেতনের কম নয় এমন সাম্মানিক দেওয়া হবে।

সংশোধনে শুভেন্দুর কড়া পদক্ষেপের দাবি

যে রাজনৈতিক দল চোর, ডাকাত, লম্পট আর ধর্ষক দিয়ে তৈরি, একজন তরুণ নেতার মন্তব্য ধার করে, তাদের হাত থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে রক্ষা করতে হলে সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতি অপরিহার্য। সম্ভব হলে পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকেও কর্মী এনে এই কাজ করাতে হবে।

শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ ও নিবিড় পরিমার্জন কার্যকরভাবে সম্পন্ন করতে হলে কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন বলে মত দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে তিনি জানান, এই কাজের আগে প্রতিটি জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও ও সহকারী নির্বাচনী রেজিস্ট্রেশন আধিকারিকদের হাতে সার্ভিস থেকে বরখাস্তের নোটিস ধরিয়ে রাখতে হবে, যেমন ২০১০ সালে তৎকালীন ডিইসি বালাসুব্রহ্মণিয়ম মিটিং করে করেছিলেন।

তাঁর বক্তব্য, ‘যে রাজনৈতিক দল চোর, ডাকাত, লম্পট আর ধর্ষক দিয়ে তৈরি একজন তরুণ নেতার মন্তব্য ধার করে, তাদের হাত থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে রক্ষা করতে হলে সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতি অপরিহার্য। সম্ভব হলে পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকেও কর্মী এনে এই কাজ করাতে হবে।’

প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু দাবি করেন, সারা রাজ্যে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ঢোকানো হয়েছে। তাঁর অনুমান, অন্তত ২ কোটি অবৈধ ভোটার বাদ পড়বে, যার মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং কলকাতা মিলিয়ে প্রায় ১ কোটিরও বেশি। তাঁর মতে, প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে।

শুভেন্দুর এই মন্তব্যে এসআইআর-কে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৬/০৮/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৪২৫ নং এফিডেভিট বলে Sourabh Kumar Ghosh S/o. Debi Prosad Ghosh ও Sourabh Kr. Ghosh S/o. D Pd Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৮/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭১৭৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Akhil Singha Roy (old name) S/o. Late Kalipada Singha Roy, R/o. Uttar Narayanpur, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123m W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Akhil Kumar Singha Roy (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Akhil Singha Roy & Akhil Kumar Singha Roy S/o. Late Kalipada Singha Roy উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Amit Singha Roy.

নাম-পদবী

গত ০৫/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Rabindra Shaw ঘোষণা করিয়াছি যে,আমার পিতা Harinandan Shaw ও Sukhlal Shaw সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Rafikul Sekh পিতা Late Arman Ali Sekh গ্রাম বালিয়া ডাঙ্গা পোস্ট দিগনগর থানা কোতয়ালী জেলা নদিয়া পিন ৭৪১৪০১, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেট যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৪৩ তারিখ ২৯/১১/২০১০, যেখানে আমার নাম রয়েছে Sofidul sekh, গত ০৬/০৮/২০২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর প্রথম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর affidavit বলে Rofikul Sekh ও Sofidul Sekh একই ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, ISHRAT ALI KHAN, S/o Late Shaukat Ali, residing at Vill-Khodar Bazar (Nischintapur), P.O. & P.S.-Baruipur, Dist.-24 Pgs. (S), Kolkata-700144 do hereby declare that Ishrat Ali & Ishrat Ali Khan is the same and one identical person vide Affidavit No.-18394, dated : 03.02.2020 sworn before the Ld. 1st class Judicial Magistrate, Baruipur.

NAME CHANGE

I, Baby Gazi, W/O Abdulla Gazi, residing at Vill.-Haripur, P.O.-Takipur, P.S.-Hasnabad, Dist.-North 24 Parganas, do hereby declare that in my Voter Card and Aadhar Card my name has been recorded **"Baby Gazi".** But in my minor son Ashikbulla Gazi, in his birth cirtificate my name had been inadvertently written as **"Baby Bibi"** in place of my actual name **"Baby Gazi"**. So **"Baby Gazi"** and **"Baby Bibi"** is the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Court Basirhat, 24 Pgs(N) dt. 07.08.2025.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

শ্রী বাদল মজুমদার, পিতা- হরিমোহন মজুমদার গোকুলপুর নিবাসী, পোঃ- কাঁটাগঞ্জ, নদীয়া বিগত ইংরেজি ০৬.০৩.২০০৩ তারিখে কল্যানী A.D.S.R অফিসের ৪ নং (IV) বহির ১৩ নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রী দিলীপ কুমার মজুমদার পিতা- হরিমোহন মজুমদার-এর নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত হয়। আমমোক্তারকৃত জমির তপশীল- ৭৩ নং গোকুলপুর মৌজা, L.R. খতিয়ান- ১৮১/১, L.R. দাগ- ১৭৪, পরিমান- ০৫ শতক জমি। উপরিক্ত জমির বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্য চাকদহ B.L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় পরবর্তীকালে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।
ইতি- নারায়ণ চন্দ্র মজুমদার, পিতা- মনরঞ্জন চন্দ্র মজুমদার, সাং- গোকুলপুর, কাঁটাগঞ্জ, নদীয়া।

।। সংশোধনী ।।

গত ইং ১৯/০৬/২০২৫ তারিখে এই সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তি কলমে প্রকাশিত আমার মক্কেল **শ্রী সুভাষ পরামানিক** পিতা ৺জীবন পরামানিক, মহাশয়ের আমমোক্তারনামা শীর্ষক নোটিস বিজ্ঞপ্তিটিতে ভ্রমবশতঃ 'রেজিস্ট্রিকৃত I-813/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে' লেখা হইয়াছে, ইহার পরিবর্তে **"রেজিস্ট্রিকৃত I-10813/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে"** পড়িতে হইবে। বাকী অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। ছাপাগত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।
মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমার মক্কেল অজয় সী, পিতা ৺চন্ডীচরণ সী মহাশয়, গত ইং ১৬.০৫.২০২৪ তারিখে ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রি অফিস-১, হাওড়া অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত বুক নং- ১, ভল্যুম নং- ০৫০১-২০২৪, পাতা নং ৮৩৫২১ হইতে ৮৩৫৩৫, বিয়িং নং- ০৫০১০২৭২৬ নং, আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা শ্রীমন্ত হড়, পিতা নিত্যানন্দ হড় মহাশয়ের নিকট হইতে কোনা মৌজায় জে.এল. নং-১০৭, আর.এস. ৯৫৭ নং হাল ৮৫৬০ নং খতিয়ানে সাবেক ৬২৮ নং হাল ৬৫৪ নং দাগের অংশে ৫ কাঠা ২ ছটাক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও অভিযোগ ও আপত্তি থাকিলে তিনি বালী-জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী গনেশ চন্দ্র ভড়** পিতা ৺হৃষিকেশ ভড় সাকিম হরিপাল মশাইমোড়, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, মহাশয় বিগত ইং 22/01/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-0331/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাদেরকে **(১)শ্রী মিলন পাল** পিতা শ্রী মহাদেব পাল সাকিম হিজুলী, জাগলগড়ী, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী-৭১২৪০৩ ও **২)মনিরুল মন্ডল** পিতা মরহুম মতিয়ার রহমান মন্ডল সাকিম কালুবাটী ভগবতীপুর, হরিপাল, হুগলী, পিন ৭১২৪০৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমরা বিগত ইং 21/02/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-798/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী রুকাইয়া বেগম** স্বামী খন্দকার মোহম্মদ সাদিক, ও **২)রোকেয়া খাতুন**, স্বামী খোন্দকার মোহম্মদ হানিফ, উভয়ের সাকিম ফুরফুরা, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী-৭১২৭০৬, মহাশয়াদ্বয়কে ৪.৯৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা চন্ডীনগর, 69 নং জে.এল ভুক্ত, ১)হাল এল.আর. 376 নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. 392 নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় 24 শতক মধ্যে 22.56 শতক তন্মধ্যে ০১ শতক ও ২)হাল এল.আর. 1503 ও 1502 নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. 391 নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় 35 শতক তন্মধ্যে 3.96 শতক, একুনে দুইটি বন্দে ৩ কাঠা বা ৪.৯৬ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী রুকাইয়া বেগম** স্বামী খন্দকার মোহম্মদ সাদিক, ও **২)রোকেয়া খাতুন**, স্বামী খোন্দকার মোহম্মদ হানিফ, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি-**মিলন পাল ও মনিরুল মন্ডল (আমমোক্তার)**

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী আশীষ পাকিরা** পিতা ৺জটাধর পাকিরা, ২)শ্রীমত্যা মাধবী পাকিরা, স্বামী ৺জটাধর পাকিরা, উভয়ের সাকিম নালিকুল, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭, **৩)শ্রীমতী রীনা মান্না**, স্বামী শ্রী অরুন মান্না, সাকিম কামারকুন্ডু, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৭, **৪)শ্রীমতী মানসী কোলে**, স্বামী বাসুদেব কোলে, সাকিম বালিয়া, বাহিরখণ্ড, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, **৫)শ্রীমত্যা নিলীমা দে**, স্বামী ৺সঞ্জয় দে, সাকিম কৃষ্ণবাটী, নালিকুল, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭, **৬)শ্রীমত্যা সীমা দাস**, স্বামী ৺শৈলেন্দ্র নাথ দাস, সাকিম খাসেরচক্, ডিহিরতনপুর, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২১/০৯/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৯২৯৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী প্রশান্ত কুমার পাকিরা** পিতা ৺জটাধর পাকিরা, সাকিম নালিকুল, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ০৪/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-403/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **রুকসানা বেগম** স্বামী আয়ুব খান, সাকিম এনায়েৎপুর প্রকাশ্য মহিষগোট, নালিকুল, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭ মহাশয়াকে ০২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা নালিকুল, জে. এল. নং ১৪৭, হাল এল.আর. ১২৫ নং কৃষি খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৮৪/৭০৪ নং দাগে দোকান ষোল আনায় ০২ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **রুকসানা বেগম** স্বামী আয়ুব খান, মহাশয়া তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা দিপালী বিশ্বাস** স্বামী ৺সিতাংশু বিশ্বাস, সাকিম ৮এ, নিরোদ বিহারী রোড, মানিকতলা, কলকাতা-৭০০০০৬, **২)শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা বোস** স্বামী শ্রী শুভ্রনাথ বসু, পিতা ৺সিতাংশু বিশ্বাস, সাকিম পি ৬৬ নং প্রগতি পল্লী, লেকটাউন, কলকাতা-৭০০০৮৯, **৩)শ্রীমত্যা শ্যামলী বোস** স্বামী ৺দিব্যেন্দু বোস, সাকিম ৪৩ডি, উল্টোডাঙ্গা রোড, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৭০০০০৪, **৪)শ্রীমতী সুমিতা বসু** স্বামী শ্রী সুশান্ত বসু, ৩/৪এর পিতা ৺শচীন্দ্র কুমার বিশ্বাস, সাকিম ৩১৫, তেঁতুল বেড়িয়া রোড, এম.এ. প্লাজা এ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক-সি, ফ্ল্যাট নং-পি২৯, সোনারপুর, কলকাতা-৭০০০৮৪, মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৮/০৬/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., শিয়ালদহ, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-423/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেলদ্বয় **১)শ্রী সুদীপ বিশ্বাস** পিতা ৺সীতাংশু বিশ্বাস ও **২)সুজাতা বিশ্বাস** পিতা ৺শচীন্দ্র কুমার বিশ্বাস, উভয়ের সাকিম বড়গাছিয়া, নালিকুল, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭, মহাশয়/মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেলদ্বয় উক্ত সম্পত্তির অপর শরিকদ্বয় **শ্রী সুভাষ বিশ্বাস ও স্মৃতি বিশ্বাস** মহাশয়/মহাশয়ার সহিত যৌথভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৩/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-164/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র মালিক** পিতা ৺গোপাল চন্দ্র মালিক সাকিম বড়গাছিয়া, নালিকুল, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭ মহাশয়কে ১০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা পূর্ব গোপীনাথপুর, ১১৭ নং জে.এল ভুক্ত, এল.আর ৫১৫ নং কৃষি খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩৭৭ নং দাগে শালি জমি, ষোল আনায় ৫৭ শতক তন্মধ্যে ১০ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেলদ্বয় উক্ত সম্পত্তির অপর শরিকদ্বয় **শ্রী সুভাষ বিশ্বাস ও স্মৃতি বিশ্বাস** মহাশয়/মহাশয়ার সহিত যৌথভাবে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র মালিক** পিতা ৺গোপাল চন্দ্র মালিক তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**, পিতা ৺সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম ১৪নং কালীতলা রোড, কসবা, কলিকাতা-৭০০০৭৮, **২)শ্রী অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** পিতা ৺সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম ৩৩সি ওল্ড বালিগঞ্জ ফার্স্ট লেন, কড়েয়া, কলিকাতা-৭০০০১৯, **৩)শ্রী সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**, পিতা ৺শরৎ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম ১২নং এস.আর.দাস রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৭০০০২৬, **৪)শ্রী সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়**, পিতা ৺সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম পি-৩৪, রাজা বসন্ত রায় রোড, লেক, কলিকাতা-৭০০০২৯ মহাশয়গণ বিগত ইং ৩১/০১/১৯৯৬ তারিখে ডি.এস.আর., আলিপুর, দঃ ২৪পরগণা, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-20/1996 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী অসীম ভট্টাচার্য্য** পিতা ৺মহাদেব ভট্টাচার্য্য, সাকিম দমদমা, আয়মা নবাবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিগত ইং ২৬/০২/২০০৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-552/2003 নং দলিল মূলে **"দমদমা নরেন্দ্র মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়"** সাকিম দমদমা, আয়মা নবাবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী পক্ষে সভাপতি **শ্রী জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য** পিতা নিয়তি রঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও সম্পাদক **সেখ সামসের আলি মন্ডল** মহাশয়গণকে ৬৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা গোপালনগর, জে.এল নং ৮১, আর.এস. ১৫২৭, ১৫৯৫, ১৫৯৮ তথা হাল এল.আর. ১২, ৪০/১ ও ১২৮৪ নং কৃষি খতিয়ানে, এল.আর. ৩৬৮৮ নং দাগে খেলার মাঠ ষোল আনায় ১৩৪ শতক, ইহার মধ্যে ৬৬ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **"দমদমা নরেন্দ্র মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়"** সাকিম দমদমা, আয়মা নবাবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী পক্ষে সভাপতি **শ্রী জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য** পিতা নিয়তি রঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও সম্পাদক **সেখ সামসের আলি মন্ডল**, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি-**শ্রী অসীম ভট্টাচার্য্য (আমমোক্তার)**

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**, পিতা ৺সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম ১৪নং কালীতলা রোড, কসবা, কলিকাতা-৭০০০৭৮, **২)শ্রী অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** পিতা ৺সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম ৩৩সি ওল্ড বালিগঞ্জ ফার্স্ট লেন, কড়েয়া, কলিকাতা-৭০০০১৯, **৩)শ্রী সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**, পিতা ৺শরৎ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম ১২নং এস.আর.দাস রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৭০০০২৬, **৪)শ্রী সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়**, পিতা ৺সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম পি-৩৪, রাজা বসন্ত রায় রোড, লেক, কলিকাতা-৭০০০২৯ মহাশয়গণ বিগত ইং ২৮/১১/১৯৯৪ তারিখে ডি.এস.আর., আলিপুর, দঃ ২৪পরগণা, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-23/1994 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী অসীম ভট্টাচার্য্য** পিতা ৺মহাদেব ভট্টাচার্য্য, সাকিম দমদমা, আয়মা নবাবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিগত ইং ০৫/১২/১৯৯৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ক)I-2299/1994 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়** স্বামী ৺মুকুল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাকিম দমদমা, পান্ডুয়া, হুগলী মহাশয়াকে ০৩ শতক ও খ)I-2388/1994 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য্য** পিতা শ্রী জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য সাকিম দমদমা, পান্ডুয়া, হুগলী মহাশয়কে ১৪ শতক, একুনে দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা আয়মা নবাবপুর, জে.এল নং ৮৪, আর.এস. ৩২৯ তথা হাল এল.আর. ৪, ১১, ২৩৪, ২৪৫, ৬৯ ও ২২৭ নং অঃকৃঃ খতিয়ানে, ক)এল.আর. ১৫৩ নং দাগে পুকুর প্রকাশ্য খিড়কী পুকুর ষোল আনায় ৯২ শতক, ইহার মধ্যে **শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়** মহাশয়াকে ০৩ শতক সম্পত্তি ও খ)এল.আর. ৫৯ নং দাগে পুকুর প্রকাশ্য তিলি পুকুর ষোল আনায় ৭৩ শতক, ইহার মধ্যে **শ্রী দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য্য** মহাশয়কে ১৪ শতক সম্পত্তি, আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **ক)শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়** ও **খ)শ্রী দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য্য** তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি-**শ্রী অসীম ভট্টাচার্য্য (আমমোক্তার)**

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)
বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় **বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ** ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।
বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।
M-9830508955/ 8972034019

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ ই আগস্ট, শনি বার। ২৩ শে শ্রাবন। পুর্নিমা তিথি মুহূর্ত সকাল ১/৪১ মিঃ পর্যন্ত। পরে কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ তিথি। জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি, ও বিংশোত্তরী ও চন্দ্র র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যের সহযোগিতা করা মহাপুণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ।বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র। ত্রিপত্র বেলপাতা শুভ।

মিথুন রাশি : রোমান্টিক ভাব ।স্বজন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু প্রাপ্তি। শুভ ব্যাক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কর্কট রাশি : সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। নারী র সাথে আলোচনা ও সুন্দর ব্যবহারে কিছু প্রাপ্তি।রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ ।শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য বিবাহীত জীবনে শান্তি লাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : বাণিজ্যে শুভ। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে লাভ প্রাপ্তি।। বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

তুলা রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈয্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

ধনু রাশি : গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

মকর রাশি : নৈরাশ্য হতাশা কিছুটা দুশ্চিন্তার জায়গায় থাকবে পরিবার-পরিজন এবং স্বজন বান্ধবদের সঙ্গে সতর্ক থাকুন। একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

কুম্ভ রাশি : আইনি বিষয়ে জটিলতা থাকবে আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া শুভ। ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

মীন রাশি : আজকের দিনটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে চলতে হবে। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্রঃ

(রাখী বন্ধন। রাখী পুর্নিমা তিথি। ঝুলন পুর্নিমা। স্বামী নিগমা নন্দ সরস্বতী র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজ্য স্বাস্থ্য নিয়োগ পর্ষদের মাধ্যমে চিকিৎসক ও নার্সের শূন্যপদে নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও কার্যকর ও সহজলভ্য করতে বড় পদক্ষেপ নিল সরকার। স্বাস্থ্য দপ্তরের সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৮ হাজার চিকিৎসক ও নার্সের শূন্যপদ পূরণে রাজ্য স্বাস্থ্য নিয়োগ পর্ষদের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৮৪৮ জন চিকিৎসক এবং ৫ হাজারের বেশি নার্স নেওয়া হবে। চিকিৎসক পদের মধ্যে ১ হাজার ২২৭টি পদ জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসারের জন্য এবং বাকি ৬২১টি পদে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ করা হবে।

ডব্লিউবিএইচআরবি'র চেয়ারম্যান ডাঃ সুদীপ্ত রায় জানান, ৪৭ ধরনের চিকিৎসাবিদ্যার শাখায় ডাক্তার নিয়োগ করা হবে। আরও কিছু পদ যোগ হওয়ায় মোট সংখ্যা ৮ হাজারেরও বেশি হবে। যত দ্রুত সম্ভব নিয়োগ সম্পন্ন করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

বোর্ড সূত্রে খবর, ৫০১৮টি গ্রেড-টু স্টাফ নার্স পদের মধ্যে বেসিক বিএসসি নার্সিং-এ ২৩৩০ জন, পোস্ট বেসিক বিএসসি-তে ২৫২ জন, জিএনএম মহিলা নার্স ২০৯২ জন এবং জিএনএম পুরুষ নার্স ৩৪৪ জন নিয়োগ করা হবে। সহকারী অধ্যাপক তথা বিশেষজ্ঞ পদে ৪৭টি চিকিৎসাবিদ্যার শাখা মিলিয়ে ৬২১ জনকে নেওয়া হবে। এর মধ্যে জেনারেল মেডিসিন (৪৮), অ্যানাসথেসিওলজি (৪৭) ও জেনারেল সার্জারির (৪৩) সহকারী অধ্যাপক পদে সবচেয়ে বেশি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ হবে।

চিকিৎসক ও নার্স পদে অনলাইনে আবেদন করার সময়সীমা ১৩ অগস্ট সকাল ১০টা থেকে ৩ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

এছাড়া, বেলুড়ে চালু হওয়া রাজ্যের প্রথম সরকারি যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ, বিভিন্ন নার্সিং কলেজ, রাজ্য ড্রাগ ল্যাবরেটরির একাধিক শূন্যপদ, জলপাইগুড়ির ফার্মাসি কলেজের প্রফেসর, সরকারি হাসপাতালের ফেসিলিটি ম্যানেজার (পূর্বতন ওয়ার্ডমাস্টার), অডিওলজিস্ট ও স্পিচ প্যাথোলজিস্ট পদেও কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে বোর্ড সূত্রে জানা গেছে।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া নারীশক্তি সম্মান ফিরিয়ে দিলেন অভয়ার মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এক বছর অতিক্রান্ত। অথচ এখনও অভয়ার বিচার মেলেনি। ক্ষোভে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার দেওয়া নারী শক্তি সম্মান ফিরিয়ে দিলেন অভয়ার মা। দিল্লি থেকে ফিরে শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভয়ার মা বলেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা তাঁকে নারী শক্তি সম্মান পুরস্কার দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই পুরস্কার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি জানিয়েছেন, যেদিন মেয়ের ন্যায় বিচার পাবে, সেদিন তিনি ওই পুরস্কার গ্রহণ করবেন। অভয়ার মা জানান, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, ন্যায় বিচার নিশ্চয়ই পাবেন। অভয়ার মা আরও বলেন, অনেকগুলো প্রশ্ন লেখা একটা প্ল্যাকার্ড সিবিআইয়ের ডিরেক্টরের হাতে তিনি তুলে দিয়েছিলেন এবং ওই প্ল্যাকার্ডের পিছনে লেখা ছিল 'সিবিআই স্পাইনলেস'। যদিও কিছুক্ষণ বাদে সিবিআইয়ের ডিরেক্টর ওই প্ল্যাকার্ডটি ফিরিয়ে দেন। সিবিআইয়ের ডিরেক্টর দাবি করেন, তারা মেরুদণ্ডহীন নন। সিবিআইয়ের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ অভয়ার মা জানান, সিবিআই কোনও কাজ করবে না। তাই রাস্তাতেই তাঁদের আন্দোলন আরও জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি তারা আইনি লড়াইও জারি রাখবেন। অভয়ার মায়ের সংযোজন, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের দুর্নীতির সমস্তটাই মেয়ে জানত। ওর কাছে টাকা-পয়সা চাওয়া হয়েছিল। আসলে এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেওয়াই মেয়ের বড় ভুল হয়েছিল। অপরদিকে অভয়ার বাবা বলেন, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে গিয়ে সিবিআইয়ের ডিরেক্টরের সঙ্গে তারা অনেকক্ষণ কথা বলেন। সিবিআইয়ের ডিরেক্টর বলেছেন, এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে তাঁরা চার্জশিট জমা দেবেন। অভয়ার বাবা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সিবিআই তাদের প্রশ্নের একটাও উত্তর দিতে পারেনি। কার্যত বিরক্ত হয়ে সিবিআইয়ের ডিরেক্টর বলেই ফেললেন, তাঁরা এই মামলা ছেড়ে দেবেন। তখন তিনি পাল্টা সিবিআইকে বলেছেন, এটা তাকে বলে লাভ নেই। এটা আদালতে গিয়ে বলুন। অভয়ার বাবার কথায়, ১৪০ কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা একটি তদন্তকারী সংস্থা এক বছর ধরে মামলা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলছে। তাহলে কি এক বছর ধরে তারা ঘাস কাটছিলেন? প্রশ্ন অভয়ার বাবার। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সিবিআইয়ের মতো অফিস তুলে দেওয়া উচিত। নবান্ন অভিযান নিয়ে অভয়ার বাবা বলেন, সর্বদল এবং সাধারণ মানুষজনকে নবান্ন অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁরা আহ্বান করছেন। যারা প্রশাসনকে দলের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, সেই মমতা ব্যানার্জি সরকারকে নবান্নের ১৪ তলা থেকে নামানোর জন্যই এই অভিযান।

অবৈধ বালি খাদান রুখতে চেকপয়েন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য জুড়ে অবৈধ বালি খাদান এবং পাচার ঠেকাতে রাজ্য সরকার বিশেষ অভিযান শুরু করছে। রাজ্যের খনিজ উন্নয়ন এবং বিপণন নিগমের উদ্যোগে ২০২১ সালের বালি খাদান নীতি মেনে এই অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর আওতায় রাজ্যের ১৭ জেলায় কৌশলগতভাবে চেকপয়েন্ট গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি চেকপয়েন্ট পরিচালনার জন্য চেকপয়েন্ট অপারেটর নিযুক্ত করা হবে। তাঁদের কাজ হবে নদীর তলদেশ থেকে উত্তোলিত বালি-সহ অন্যান্য খনিজের গাড়ি পরীক্ষা, নথি যাচাই এবং বৈধ পারমিট ও ই-চালান ছাড়া কোনও গাড়ি যাতে ছাড়পত্র না পায় তা নিশ্চিত করা। চেকপয়েন্টে সিসিটিভি, ওজন মাপার যন্ত্র বা ডিজিটাল জরিপ ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ বসানো বাধ্যতামূলক। মাল পরিবহণ বা নথি ঘাটতির মতো নিয়মভঙ্গ ধরা পড়লে জরিমানা আদায় করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোষাগারে জমা করতে হবে।

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ১৪৪ তম প্রতিষ্ঠাতা দিবসে স্যার সরাবজি পোচখানওয়ালার আদর্শকে সম্মান জ্ঞাপন করা হল।

বর্ষায় জলমগ্ন ক্লাসঘর, নির্মীয়মাণ বাড়িতে ঠাঁই পড়াশোনার

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা বৃষ্টিতে পড়াশোনা কার্যত ভেসে গেল হাওড়ার বাঁকড়ার মুন্সিডাঙা শেখপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ক্লাসঘরে কোমরসমান জল, বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ড সব ডুবে। বাধ্য হয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা পাশের একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে নিয়ে গিয়েছেন ছাত্রছাত্রীদের। সেখানে নেই কোনও বসার আসন বা লেখার বোর্ড, মেঝেতে শতরঞ্জি পেতে চলছে পাঠদান। কোণেই চুলোর ধোঁয়ায় রান্না হচ্ছে মিড ডে মিল। শৌচাগারের ব্যবস্থা না থাকায় চরম অসুবিধা ছোটদের। প্রধান শিক্ষক পল্টু দাস জানান, প্রায় এক দশক ধরে বর্ষাকালে অন্তত দুই মাস এই অবস্থা থাকে। একসময় এই স্কুলে ছিল ৪২০ জন ছাত্রছাত্রী, বর্তমানে তা নেমে এসেছে ৮১-তে। অভিভাবকদের অভিযোগ, নোংরা জল পেরিয়ে আসতে গিয়ে শিশুরা জ্বর, সর্দি, চর্মরোগে ভুগছে, তাই অনেকেই সন্তানদের আর পাঠাচ্ছেন না। স্থানীয় পঞ্চায়েত, বিডিও ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েও সমাধান মেলেনি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ ঘোষ অবশ্য দাবি করেছেন, এই সমস্যার কথা তাঁদের আগে জানানো হয়নি। সংবাদমাধ্যম থেকে খবর পেয়ে দ্রুত খোঁজ নিয়ে পাম্প বসিয়ে জল বের করার ব্যবস্থা করা হবে।

১১ অগস্ট থেকে মেট্রোর সময়সূচি ও পরিষেবা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রোযাত্রীদের জন্য সুখবর। আগামী ১১ অগস্ট, সোমবার থেকে গ্রিন লাইন ১, গ্রিন লাইন ২ এবং পার্পল লাইনে মেট্রো পরিষেবা ও সময়সীমা বাড়ানো হচ্ছে। যাত্রীদের চাহিদা মেটাতে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গ্রিন লাইন ১-এ এখন থেকে মোট ১০৮টি (৫৪ আপ ও ৫৪ ডাউন) পরিষেবা চলবে, যেখানে আগে ছিল সোমবার থেকে শনিবার অবধি ১০৬টি (৫৩ আপ ও ৫৩ ডাউন) পরিষেবা। এই পরিষেবা সকাল ৬টা ৩৫ মিনিট থেকে রাত ১০টা করা হয়েছে, যা আগে ছিল সকাল ৬টা ৫৫ মিনিট থেকে রাত ১০টা অবধি।

যার মধ্যে প্রথম মেট্রো শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ অবধি সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটে (আগে ৬টা ৫৫ মিনিট) এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ অবধি সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে (আগে ৭টা) ছাড়বে। শেষ মেট্রো শিয়ালদহ থেকে রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে ছাড়বে (সময় অপরিবর্তিত)। রবিবার কোনও পরিষেবা থাকবে না।

গ্রিন লাইন, ২-এ এখন থেকে মোট ১৩৪টি (৬৭ আপ ও ৬৭ ডাউন) পরিষেবা চলবে, যা আগে ছিল ১৩০টি (৬৫ আপ ও ৬৫ ডাউন) সোমবার থেকে শনিবার অবধি। পরিষেবা সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ৯টা ৫৩ মিনিট করা হয়েছে, যা আগে ছিল সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা ৫৩ মিনিট। প্রথম মেট্রো হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে (আগে ৭টা) এবং এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে (আগে ৭টা) ছাড়বে। শেষ মেট্রো হাওড়া ময়দান ও এসপ্ল্যানেড উভয় দিক থেকেই রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে ছাড়বে (সময় অপরিবর্তিত)। রবিবার পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে।

পার্পল লাইনে এখন থেকে মোট ৮০টি (৪০ আপ ও ৪০ ডাউন) পরিষেবা চলবে, আগে ছিল ৭২টি (৩৬ আপ ও ৩৬ ডাউন) সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি। পরিষেবা সময় সকাল ৬টা ৫০ মিনিট থেকে রাত ৯টা ১৪ মিনিট করা হয়েছে, যা আগে ছিল সকাল ৭টা ৫৭ মিনিট থেকে রাত ৮টা ৩২ মিনিট। প্রথম মেট্রো জোকা থেকে মাঝেরহাট সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে (আগে ৮টা) এবং মাঝেরহাট থেকে জোকা সকাল ৭টা ১৪ মিনিটে (আগে ৭টা ৫৭ মিনিট) ছাড়বে। শেষ মেট্রো জোকা থেকে রাত ৮টা ৩৬ মিনিটে (আগে ৮টা ১৫ মিনিট) এবং মাঝেরহাট থেকে রাত ৮টা ৫৭ মিনিটে (আগে ৮টা ১৫ মিনিট) ছাড়বে। শনিবার ও রবিবার কোনও পরিষেবা থাকবে না।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, একটি হস্তান্তর দলিল ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স -৩, কলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৯০৩, পৃষ্ঠা ৩৮৭৫১ থেকে ৩৮৭৭৪, দলিল নং ১৯০৩০১০২১-২০২৪ **(উক্ত দলিল)**, অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ইউনিট নং ৩জি, ৪র্থ তলে, টাওয়ার-৫, সাধারণভাবে পরিচিত ভবন সাউথ সিটি গার্ডেনস, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯২০ বর্গফুট কমবেশি, সমপরিমাণ কার্পেট এরিয়া ৭৩০ বর্গ ফুট, কমবেশি, এবং তৎসহ বেসমেন্টে কার পার্কিং স্পেস এরিয়া ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি উভয়ই অবস্থিত উক্ত প্রেমিসেসে, অর্থাৎ প্রেমিসেস ৬১, বি এল সাহা রোড, পো এবং থানা : বেহালা, ওয়ার্ড নং ১১৬, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, পিন কোড : ৭০০০৩৪ **(উক্ত সম্পত্তি)** স্থানান্তরিত এবং হারিয়ে গিয়েছে। শেক্সপিয়র সরণি থানা, কলকাতায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি জেনারেল ডায়েরি নং ১৪৮৩ তারিখ ২৪ জুলাই ২০২৫ দায়ের করা হয়েছে। উক্ত সম্পত্তির মালিক শ্রী রাজেশ বাহেতি, ১৪/সি, উডল্যান্ডস, ৬৭, পেড্ডার রোড, মুম্বই -৪০০০২৬, মহারাষ্ট্র। উক্ত সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেন, যদি হয়, সকল সময়েই অবৈধ বলে গণ্য হবে। কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল অধীনে সম্পত্তির সম্পর্কে কোনও তথ্য জানা থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিকিতা খৈতান
অ্যাডভোকেট
৪, গভর্নমেন্ট প্লেস উত্তর,
চেম্বার ৩(বি), চতুর্থ তল, কলকাতা -৭০০০০১
(# ৮৪২০২৫৫২৬২)

মুজফফর আহমেদ ভবনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর স্মরণ সভা।

হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ নয়

■ এসএসসির নতুন বিজ্ঞপ্তিতে বয়সের ছাড় নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট। বয়সে ছাড় চেয়ে যে আবেদন করা হয়েছিল শীর্ষ আদালতে তা খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মার বেঞ্চ। একইসঙ্গে বেঞ্চ এও জানায়, মানবিকতার খাতিরে সোমা রায়ের চাকরি রাখা হয়েছিল। ওই ধরনের কোনও চাকরিপ্রার্থীকে বয়সের ছাড় দেওয়া যেতে পারে। সবাইকে নয়। সঙ্গে এও জানানো হয়, রায়ে স্পষ্ট বলা রয়েছে। যে কেউ বয়সে ছাড় চেয়ে আবেদন করতে পারেন না। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এই মামলার মামলাকারী ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় উত্তীর্ণ হননি। তাঁরা বয়সে ছাড় চেয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ওই আবেদন খারিজ করে দেয়। হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান ওই চাকরিপ্রার্থীরা। কিন্তু তা খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত।

ভুয়ো পাসপোর্ট, গ্রেপ্তার বাংলাদেশি

■ ভুয়ো পাসপোর্ট নিয়ে কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ধরা পড়ল এক বাংলাদেশি। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে আটক করে অভিবাসন দপ্তর। জানা গিয়েছে, ওই বাংলাদেশি নিজেকে ভারতীয় পরিচয় দিয়ে ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরি করে জার্মানিতে যাচ্ছিল। তার আগেই কলকাতা বিমানবন্দর থেকে তাঁকে প্রথমে আটক ও পরে গ্রেপ্তার করে অভিবাসন দপ্তর। ইমিগ্রেশন চেকিংয়ের সময়ই প্রথমে ওই ব্যক্তির বক্তব্যে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপর তাঁকে আটক করা হয়। দীর্ঘক্ষণ জেরা চলে। বক্তব্যে অসঙ্গতি ছিল বলেও জানানো হয়েছে অভিবাসন দপ্তরের তরফ থেকে। শুধু তাই নয়, ওই ব্যক্তির মোবাইল খুলতেই তার ভিতর থেকে বাংলাদেশি পাসপোর্টের সফট কপি পাওয়া যায়। এতেই পর্দাফাঁস হয়ে যায়। জানা যায়, এই ব্যক্তির ভারতীয় পাসপোর্ট থাকলেও আগে তাঁর বাংলাদেশি পাসপোর্ট ছিল। সেখানে অভিবাসন দপ্তরের আধিকারিকদের নজরে আসে দুই পাসপোর্টে আলাদা আলাদা নাম ব্যবহার করেছেন তিনি। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ওই বাংলাদেশি নাগরিকের পাসপোর্টে নাম সৌমিক বড়ুয়া। এদিকে ভারতীয় পাসপোর্টে নাম রয়েছে পরেশ রায়। এরপরই ওই বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত

■ খড়দা পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রিজেন্ট পার্ক এলাকায় একটি বহুতল আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে বিপুল অস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধারের ঘটনায় গত ৪ অগস্ট ৬৬ বছরের মধুসূদন মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা ধৃত অস্ত্র কারবারিকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জেরা করে আরেকজন অস্ত্র পাচারকারীর হদিস পায়। শুক্রবার ভোরের দিকে তদন্তকারীরা হানা দেয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার বিষ্ণুপুর থানার বেতবেরিয়া গ্রামে। সেখান থেকে ৫৮ বছরের কংস প্রামাণিককে অস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার করেছে তদন্তকারীরা। ধৃতের কাছ থেকে পুলিশ দুটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং আট রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করেছে। প্রসঙ্গত, রহড়া থানার রিজেন্ট পার্ক এলাকার বাসিন্দা ধৃত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ ছাড়াও নগদ টাকা-সহ সোনা ও রুপা এবং অস্ত্র মেরামতির কিছু সরঞ্জামও পুলিশ উদ্ধার করেছে।

দীর্ঘদিন ধরেই চলত নির্যাতন

বেলেঘাটা বধূ হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেলেঘাটা: বেলেঘাটায় গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনায় স্বামী রোহিত কুমার সাউকে গ্রেপ্তার করল নারকেলডাঙা থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে বধূ নির্যাতন ও খুনের অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত গৃহবধূর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেপ্তার করা হয় রোহিত সাউকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, শ্বেতাকে বেল্ট ও লোহার রড দিয়ে আঘাত করে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়। গোটা বিষয়টি তদন্ত করছে নারকেলডাঙা থানার পুলিশ। তন্তে নেমে পুলিশ আধিকারিকেরা এও জানতে পারেন, পুত্র সন্তান না হওয়ায় বেধড়ক মারধর। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরেই চলত নির্যাতন। এই ঘটনায় বুধবার মৃত্যু হয় বেলেঘাটার ওই গৃহবধূর। এরপরই শ্বেতার পরিবারের তরফে অভিযোগ, তাঁদের মেয়েকে পরিকল্পনা করেই খুন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি নারকেলডাঙা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিল শ্বেতার পরিবার। দীর্ঘদিন ধরে এই

সমস্যা চলছিল এবং এর আগেও এই ঘটনায় একাধিকবার মারধর করেছে তাঁর স্বামী। শ্বেতার মৃত্যুর আগে বাবা ও মেয়ের মধ্যে ফোনে কী কথা হয়েছিল, সেই কল রেকর্ডও সামনে এসেছে। বুধবার নতুন করে ঝামেলা শুরু হলে, শ্বেতার বাবা তাঁর শ্বশুরবাড়ি বেলেঘাটায় যখন যান, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি মেয়েকে। এরপর প্রায় জোর করেই দরজা খুলে যখন ঘরে ঢোকেন তিনি, দেখতে পান খাটের মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন শ্বেতা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য, দশ বছর হয়েছে শ্বেতার সঙ্গে রোহিতের বিয়ের। কয়েক বছর আগে রোহিতের অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেওয়ার জন্য কথা উঠেছিল যা নিয়েও সমস্যা তৈরি হয়। এদিকে পরিবারের লোকেদের থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে ২০১৫ সালে শ্বেতা আর রোহিতের বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের দুই মেয়েও রয়েছে। কিন্তু গত দু'বছর ধরে তাঁদের মধ্যে দাম্পত্যকলহ চলছিল। সাম্প্রতিক বিবাদ বাধে মেঘালয় ঘুরতে যাওয়া নিয়ে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি...। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সেজে উঠেছে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। এদিন মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

ছবি: অদিতি সাহা

‘ওয়ার্কহোলিক ডাক্তার দিদি’র স্মৃতিচারণ করলেন তাঁর সহকর্মীরা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৪-এর ৯ অগস্ট— আরজি করে নৃশংস ভাবে প্রাণ যায় এক জুনিয়র মহিলা চিকিৎসকের। এরপর নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে কেটে গেছে একটা বছর। ২০২৫-এর ৯ অগস্টের প্রাক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ওই জুনিয়র চিকিৎসকের স্মৃতিচারণা করলেন তাঁর সহকর্মীরা। জানালেন, ওঁকে দেখেছি ১২ ঘণ্টা, কোনও কোনও সময়ে একটানা ২৪ ঘণ্টা কাজ করতে'। সঙ্গে এও জানান, ‘ওয়ার্কহোলিক ডাক্তার দিদি’ অল্প দিনেই মন কেড়ে নিয়েছিলেন হাসপাতালের সকলেই। একইসঙ্গে তাঁরা এও জানান, এক বছর আগের সেই ভয়াবহ কাণ্ডের কথা আজও ভুলতে পারছেন না তাঁরা। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে মধ্যমগ্রামের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস স্পেশ্যালাইজড হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার অর্থাৎ মধ্যমগ্রাম মাতৃসদনে কর্মরত ছিলেন নির্যাতিতা। হাসপাতালের আরএমও পদের দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

মাতৃসদনের ওয়ার্ড মাস্টার সুশান্ত পাল তাঁর স্মৃতিচারণ করে বলেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত দায়িত্বশীল চিকিৎসক। ২৪ ঘণ্টা, রাত-দিন এক করে পরিষেবা দিতে দেখেছি। আক্ষেপের কণ্ঠে তিনি বলেন, ওই দিনে যে ঘটনা ঘটেছে, তা নৃশংস বললেও কম হবে। সিবিআই একটা সময় পরে আটকে গেল। নতুন কিছু পাওয়া গেল না। শুধু শুধু সময় অপচয়।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ওই তরুণী চিকিৎসক আরজি কর হাসপাতালে যোগদানের পরে তাঁর আগের কর্মস্থল মধ্যমগ্রাম মাতৃসদনে আইসিইউ, বেড, এইচডিইউ বেড়েছে। ওপিডি পরিষেবাও বেড়েছে অনেকটাই। বিল্ডিংও নতুন করে তৈরি হয়েছে। নির্যাতিতার একসময়ের সহকর্মীদের আক্ষেপ, যিনি মাতৃসদনের জন্য প্রাণপাত করেছিলেন, তিনিই এই উন্নতি দেখে যেতে পারলেন না।

শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গে উঠে আসে ডাক্তারদের হাতের লেখার কথাও। কারণ, তাঁদের এই হাতের লেখা নিয়ে বদনাম রয়েছে বিভিন্ন মহলে। কিন্তু নির্যাতিতার হাতের লেখা ছিল নজরকাড়া, এমনটাই দাবি মধ্যমগ্রাম মাতৃসদনের নার্স মঞ্জুরি দত্ত ধরের। পাশাপাশি ১৬ বছরের চাকরিজীবনে এত পরিশ্রমী সহকর্মী খুবই কম পেয়েছি। আরজি করের নির্যাতিতা তরুণীর সহকর্মীদের একটাই দাবি, যে বা যারা ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে তাদের কঠোর শাস্তি হোক।

উল্লেখ্য, গত বছরে ৯ অগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এক তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণের পরে খুন করা হয়। এই ঘটনায় সঞ্জয় রায় নামে কলকাতা পুলিশের এক প্রাক্তন সিভিক ভলান্টিয়ারকে আমৃত্যু কারাবাসের শাস্তি দিয়েছে আদালত। ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই।

গরিব ও বাঙালি ভোটারদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা, অভিযোগ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ প্রক্রিয়া বা এসআইআর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ আনলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার দিল্লি থেকে ফিরে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, এই প্রক্রিয়ার

আড়ালে বাংলার গরিব ও বাঙালি ভোটারদের নাম পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তাঁর হুঁশিয়ারি; একজন বাঙালির নামও যদি তালিকা থেকে মুছে যায়, লক্ষ মানুষ নিয়ে কমিশন ঘেরাও করব। অভিষেকের মতে, ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলায় নানা রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করেও তারা ব্যর্থ হয়েছে। এবার ভোটাধিকার খর্ব করাই আসল উদ্দেশ্য। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, এসআইআর আসলে ‘স্যার’, বিজেপি নেতৃত্বের নির্দেশেই চলছে কমিশনের একাংশ।

এই বিষয়ে সংসদে আলোচনার দাবি জানালেও কেন্দ্র তা এড়িয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। পাশাপাশি ১০০ দিনের কাজ, জল জীবন মিশন সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ আটকে দেওয়ার প্রসঙ্গও টেনে আনেন অভিষেক। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও টাকা না দেওয়া আদালত অবমাননা বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বাংলা ভাষা ও পরিচয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে অভিষেক বলেন, বাংলা আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। বাংলার স্বার্থে যে পাশে থাকবে, আমরাও তার পাশে থাকব। যদিও বাঙালি ইস্যুতে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, উর্দু-আরবি মুক্ত বাংলা ভাষা চাই।

তৃণমূলের ডিএনএতেই বাঙালি অবমাননা: শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলা ভাষা নিয়ে ফের তৃণমূল কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শুক্রবার তিনি বলেন, কবি মঞ্চে তুমি কি শুধুই ছবি! তুমি শুধু আজ পঁচিশে বৈশাখ আর ২২ শ্রাবণ। ফিরহাদ হাকিম বলছেন, সেদিন আর বেশি দেরি নেই যেদিন এই রাজ্যে ৫০ শতাংশ মানুষ উর্দুতে কথা বলবে, তাহলে ওনাকে আজ ইতিহাসটা জানানোর জন্য

বলছি। শমীক স্মরণ করান, ব্রিটিশ ভারতে বাংলায় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমে মাতৃভাষায় বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, যেদিন এই উদ্যোগ নেওয়া হয়, সেদিন ফিরহাদ হাকিমপন্থীরা, যারা তখন উর্দুতে বক্তৃতা দিতেন, পুরো অনুষ্ঠান বয়কট করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, বাংলা দেবভাষা থেকে জন্ম, তাই বাংলায় আমরা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য গ্রহণ করব না। তারা সভাস্থল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। ফিরহাদ হাকিমকে ব্যক্তিগত কটাক্ষ করে শমীক বলেন, তিনি বড় দুর্গাপুজো করেন, নামাজি হিন্দু, তাঁর মন এত উদার, তার একই অঙ্গে এত রূপ কীভাবে দেখি, বুঝে উঠতে পারছি না। তৃণমূলের সংস্কৃতিবোধ নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, তৃণমূল রবীন্দ্রনাথের কথা বলছে! অথচ তারা আগেই রবীন্দ্রনাথকে চ্যালেঞ্জ করে দিয়েছে; গীতাঞ্জলির জায়গায় কথাঞ্জলি, গীতবিতানের জায়গায় কবিতাবিতান, বিশ্বভারতীর সামনে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়। রবীন্দ্রনাথ তো এমন কথা শুনে চমকে উঠছেনই। জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে শমীক বলেন, সেদিন রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেস নেতৃত্বকে জানিয়েছিলেন তিনি সভাপতিত্ব করে একটি প্রতিবাদ সভা করবেন, যদিও সেই সভা হয়নি। এরপরেই রবীন্দ্রনাথ নিজের নাইট উপাধি ত্যাগ করে প্রতিবাদ জানান। তৃণমূলের সমালোচনায় বিজেপি রাজ্য সভাপতির দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের ডিএনএ-তেই বাঙালিকে অবমাননা করা রয়েছে। তাই তারা যখন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কথা বলে, তখন মানুষ হাসে। বাঙালি মূর্খ বা ইতিহাস-বিস্মৃত নয়, এটা তৃণমূল বুঝতে পারেনি।

রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স ইস্যুতে শীর্ষ আদালতে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জয়েন্টের ফলপ্রকাশ নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা। কারণ, কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, ওবিসি এ এবং বি ক্যাটেগরি অনুযায়ী জয়েন্টের যে মেধাতালিকা তৈরি হয়েছে তা প্রকাশ করা যাবে না। এবার এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছ রাজ্য সরকার, শুক্রবার এমনটাই জানান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

ব্রাত্য বসু এই প্রসঙ্গে এও বলেন, রাজ্য জয়েন্টের ফল প্রকাশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। এর বিরুদ্ধে আমরা সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করব। প্রসঙ্গত, ৭ অগস্ট অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাজ্য জয়েন্টের ফল প্রকাশের কথা ছিল। কিন্তু আদালতের নির্দেশে তা স্থগিত হয়ে যায়। নতুন ওবিসি তালিকাতেই আপত্তি তুলেছেন হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ। ২০১০ সালের আগের ওবিসি শংসাপত্র অনুযায়ী তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বিচারপতি বলেন, গত বছর ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডকে তালিকা পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। ২০১০ সালের আগের ৭ শতাংশ বা ৬৬টি সংরক্ষিত প্রার্থীদের নিয়ে করতে হবে নতুন তালিকা।

বাংলা ভাষা নিয়ে প্রশ্ন করতেই রবি ঠাকুরের গান রাজ্যপালের গলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ যখন বাংলা-বাঙালি ও জাতি অস্মিতা বিতর্কের শেষ নেই। ভিন রাজ্যে গিয়ে হেনস্তার মুখে পড়তে হচ্ছে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের। এমনকী এমনও ঘটছে যে সেখানে তাদের জুটেছে বাংলাদেশি তকমা। এর উপরে অমিত মালব্য ‘বাংলা কোনও ভাষা নয়’ এমনও বলতে শোনা গেছে। এরই প্রেক্ষিতে শুক্রবার রাজভবনে সাংবাদিক বৈঠকের সময় অমিত মালব্যর এই দাবি নিয়ে রাজ্যপালকে প্রশ্ন করা হতেই তিনি গেয়ে ওঠেন রবি ঠাকুরের গান।

প্রথমে তিনি গোটা ব্যাপারটাকে ‘রাজনৈতিক’ বললেও পরক্ষণেই বাংলার রাজ্যপাল হিসাবে বলে ওঠেন, ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্য হোক, পুণ্য হোক, পুণ্য হোক, হে ভগবান।’ এই গান কিন্তু ‘প্রতিবাদের’। পাশাপাশি, ভিন রাজ্যে বাঙালি হেনস্তা নিয়েও মুখ খোলেন তিনি। তাঁর কথায়, এটি এমন একটি ঘটনা যার জাতীয় স্তরে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। গণতন্ত্রে গ্রহণযোগ্যভাবে এর সমাধান প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস এক্ষেত্রেও ন্যায়বিচার হবে।

বাংলা-বাঙালি ইস্যুর পাশাপাশি রাজ্যপাল মুখ খোলেন এসআইআর ইস্যুতেও। শুক্রবার তাঁকে যখন বাংলায় কমিশনের বিশেষ ও নিবিড় পরিমার্জন প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে। তার ক্ষণিক আগেই নবান্ন থেকে কমিশনের সিইও দপ্তরে চিঠি পাঠিয়ে মুখ্যসচিব জানিয়ে দেন, বাংলা এখনও এসআইআর-এর জন্য প্রস্তুত নয়। এদিন রাজ্যপালকেও এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে ভিন্ন মত থাকতেই পারে। আমার মনে হয়, আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সহমত গঠন প্রয়োজন। যাতে দেশের মানুষ সুষ্ঠ ও স্বাভাবিক নির্বাচন পেতে পারে। আমার ধারণা এটা কমিশনের নিয়মমাফিক কাজের মধ্যে পড়ে। শুধু এসআইআর-ই নয়, বাংলার ‘ইআরও’ সাসপেনশনেও রাজ্যপাল বলেছেন ‘সহমতের ভিত্তিতে সমাধানের’ কথা। এরই পাশাপাশি কোচবিহারে হওয়া শুভেন্দু অধিকারির গাড়িতে হামলার ঘটনায় রাজ্যের কাছে চেয়েছেন রিপোর্ট ও দ্রুত পদক্ষেপ।

রাজ্যের প্রশাসন ‘ভাড়াটে কর্পোরেট কর্মীদের’ হাতে, বিস্ফোরক অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন, রাজ্যের প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব এখন কার্যত বেসরকারি কর্পোরেট সংস্থা আই-প্যাক-এর হাতে তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, কোনও সাংবিধানিক পদে না থাকা একঝাঁক কর্পোরেট কর্মী রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত আমলাদের নির্দেশ দিচ্ছে, যা প্রশাসনিক নীতির চরম লঙ্ঘন।

শুভেন্দু জানান, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ডিরেক্টর মর্যাদার এক ডাব্লুবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) অফিসারকে একটি বেসরকারি সংস্থার সাধারণ কর্মচারী নির্দেশ দিচ্ছে; এমন নজির ভারতবর্ষে আর নেই। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ডাব্লুবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন আইএএস অ্যাসোসিয়েশন এর পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের কর্মকর্তারা এই অবৈধ হস্তক্ষেপ নিয়ে কেন নীরব? অভিযোগ, তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রচার ও সাংগঠনিক পরিকল্পনায় যুক্ত এই সংস্থাকে রাজ্য সরকার প্রকাশ্যে প্রশাসনিক কাজে প্রবেশাধিকার দিয়েছে। শুভেন্দুর প্রশ্ন, এই ‘পরিষেবা’-র জন্য কত টাকা দেওয়া হচ্ছে এবং সেই অর্থ কি রাজ্যের কোষাগার থেকেই যাচ্ছে? তাঁর মতে, এর সঙ্গে সুপরিকল্পিত আর্থিক দুর্নীতি জড়িত। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পচন ধরেছে। সরকার জনগণের জন্য নয়, শাসক দলের স্বার্থে কাজ করছে। শুভেন্দু জানান, তিনি এই ‘অনৈতিক আঁতাত’-এর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

সন্দেহজনক কাস্ট সার্টিফিকেট, তদন্ত শুরু লালবাজারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেহজনক কাস্ট সার্টিফিকেটে নিয়োগ, বিভাগীয় তদন্ত শুরু লালবাজারের এক কনস্টেবলের বিরুদ্ধে। ২০১২ সালে কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগে চাকরি প্রার্থীদের একাংশের এসটি সার্টিফিকেট ‘সন্দেহজনক’ বলে অভিযোগ। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধানে নেমেছে লালবাজার।

জেলা থেকে আসা রিপোর্টে কলকাতা পুলিশে কর্মরত এক কনস্টেবলের কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন অনেকেই। এরপরই ওই কনস্টেবলের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে লালবাজার। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির তরফে ৯৪ জন কনস্টেবলের এসটি সার্টিফিকেট নিয়ে অভিযোগ জানানো হয় লালবাজারে। সেই অভিযোগ পাওয়ার পর একাধিক জেলার জেলা প্রশাসনের কাছে কাস্ট সার্টিফিকেট সংক্রান্ত রিপোর্ট চাওয়া হয়। জানতে চাওয়া হয়েছিল কাস্ট সার্টিফিকেট গুলো আসল না কি নকল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এমন ৭৮ জনের রিপোর্ট ইতিমধ্যেই পেয়েছে লালবাজার।

বাংলাদেশে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি দুই বঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সক্রিয় রয়েছে মৌসুমী অক্ষরেখা। একইসঙ্গে মধ্য বাংলাদেশে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশার ওপর রয়েছে আরও একটি আপার এয়ার সার্কুলেশন। ফলে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ, সর্বত্রই চলবে বৃষ্টি। এর জেরে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে কলকাতাতেও। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার হালকা ঝড়ো হওয়া বইতে পারে। দিনভর মূলত মেঘলা আকাশই থাকবে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃহস্পতিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ঘোরাফেরা করছে ৮২ থেকে ৯৫ শতাংশের মধ্যে। বৃষ্টিপাত খুব বেশি হয়নি। গত ২৪ ঘণ্টায় মাত্র ০.৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে বলে জানাচ্ছে আলিপুর।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আজ শনিবারও মোটের উপর একই ছবি দেখা যাবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া ও

মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশে। তবে রবিবার ও সোমবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা কমে যাবে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গেও। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। সোমবারে ফের অতি ভারী বৃষ্টি। অর্থাৎ আগামী তিনদিন একই ছবি দেখা যাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। সোমবারে তো একাধিক জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। অতি ভারী বৃষ্টি হবে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ারে। ভারী বৃষ্টি হবে কোচবিহারেও।

সম্পাদকীয়

ব্যাক্তিস্বার্থের চোরাস্রোতেই কি হারিয়ে গেল আরজি কর আন্দোলন?

আরজি কর হাসপাতালের সেই হাড়হিম করা ঘটনা। তরুণী চিকিৎসক-পড়ুয়াকে প্রথমে ধর্ষণ ও তারপর খুন। রহস্যজনক এই ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা সামনে আসতেই নজিরবিহীন ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল গোটা বাংলা। ন্যায় বিচারের শ্লোগান তুলে পথে নেমেছিল প্রতিবাদী মানুষ। রাত দখলের নামে আমরা দেখেছিলাম এক বেনজির জমায়েত। স্বাধীনতার পর এ রাজ্যের বুকে একটা খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নেতৃত্ববিহীন এই রকম জমায়েত আর কখনও দেখা যায়নি। সবটাই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। শাসকের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ, আশা জাগিয়েছিল একাংশের মনে। কিন্তু এই রকম আন্দোলনের এই পরিণতি হতে পারে তখন কে ভেবেছিল। আরজি কর আন্দোলনের অকালমৃত্যু নেপথ্যে কি শুধুই শাসকের ভূমিকা, নাকি রয়েছে অন্য কারণ। গত এক বছর ধরে চলছে তার ময়নাতদন্ত। উঠে আসছে অনেক কারণই। নেতৃত্বহীনতা থেকে শুরু করে ভিত্তিহীন গুজব। রয়েছে অনেক ফ্যাক্টরই। তবে আন্দোলনে যুক্ত একাংশের মত, ব্যক্তিস্বার্থের চোরাস্রোতই আন্দোলন হারিয়ে যাওয়ার অন্যতম বড় কারণ। আন্দোলনের মুখ জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশের বিরুদ্ধে যে ভাবে আন্দোলনকে সামনে রেখে প্রচারের আলোয় আসার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল তা অনেকেরই চোখ এড়ায়নি। সঙ্গে আন্দোলনের জন্য তৈরি অভয়া মঞ্চ-র নামে টাকা তোলা নিয়েও রয়েছে একাধিক অভিযোগ। অভিযোগ যাবতীয় নিয়ম নীতি ভেঙে বিপুল অঙ্কের টাকা তুলছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশ। হাসপাতালের হস্টেলের ঠিকানায় অভয়ার নামে সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন করে সেই সংগঠনের নামে টাকা তোলা। কখনও সংগঠনের অ্যাকাউন্টে, কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টেও ঢুকেছে টাকা। ধর্মতলায় অনশনের নামে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে নিয়োগ করার মত খবরগুলো ধীরে ধীরে যত সামনে এসেছে তত ঝিমিয়ে পড়েছে আন্দোলন। ফলে আজও ন্যায় বিচারের দাবিতে কলকাতা থেকে দিল্লি প্রশাসন থেকে আদালতের দরজার দরজায় ঘুরছেন অভয়ার হতভাগ্য বাবা-মা।

শব্দবাণ-৩৫৪

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. সমাদর, আপ্যায়ন ৩. নাটক-রচয়িতা ৬. শয্যাগার ৭. সিংহদ্বার।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. চার ভাগের এক ভাগ ২. কোশাগার, অর্থভাণ্ডার ৪. কঠিন শাস্তি ৫. প্রতিরক্ষা বা আত্মরক্ষায় নিযুক্ত অংশ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৫৩

পাশাপাশি: ১. রাজগি ২. প্রবাসী ৫. কামিন ৮. গ্রহণ ৯. ধৈবত।

উপর-নীচ: ১. রাজর্ষি ৩. সীবন ৪. ভূমিজা ৬. দীর্ঘাগ্র ৭. আড়ত।

জন্মদিন

আজকের দিন

দীপা কর্মকার

১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সমীর পুততুন্ডুর জন্মদিন।*
১৯৯৩ *বিশিষ্ট জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকারের জন্মদিন।*
১৯৯৩ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় প্রীতম কোটালের জন্মদিন।*

শাড়ির পাড় ছিঁড়ে শ্রীকৃষ্ণের তর্জনীতে দ্রৌপদীর বেঁধে দেওয়াটাই ছিল রাখিবন্ধনের সূচনা

সিদ্ধার্থ সিংহ

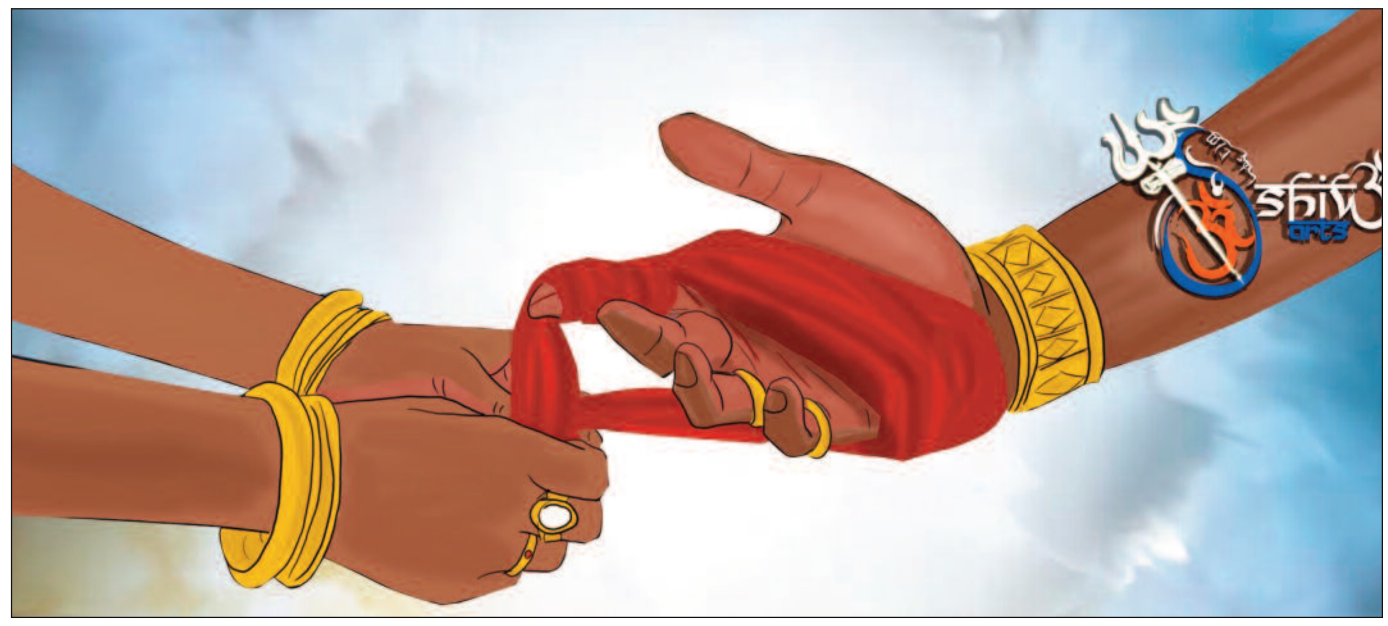

মহাভারতে কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ যখন সুদর্শনচক্র দিয়ে শিশুপালকে বধ করেছিলেন তখন তাঁর তর্জনীতে চোট লেগে রক্তপাত হয়েছিল। সেই সময় দ্রৌপদী নিজের শাড়ির পাড় ছিঁড়ে প্রিয় সখার আঙুলে বেঁধে দিয়েছিলেন।

এতে কৃষ্ণ অভিভূত হয়ে যান। দ্রৌপদী তাঁর অনাত্মীয়া হলেও, তিনি দ্রৌপদীকে নিজের বোন বলে ঘোষণা করেন এবং দ্রৌপদীকে এর প্রতিদান দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

বহু বছর পরে, পাশাখেলায় শেষ পর্যন্ত তাঁদের পাঁচ ভাইয়ের একমাত্র স্ত্রী দ্রৌপদীকে বাজি রেখে পাণ্ডবরা যখন হেরে যান, তখন কৌরবরা দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করে তাঁর বস্ত্রহরণ করতে গেলে, এই শ্রীকৃষ্ণই*দ্রৌপদীর*সম্মান রক্ষা করে সেই প্রতিদান দেন।

দ্রৌপদী যে দিন নিজের শাড়ির পাড় ছিঁড়ে শ্রীকৃষ্ণের তর্জনীতে বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই দিনটি ছিল শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিন। তাই এই দিনটিকেই পুরাণে রাখীবন্ধন হিসেবে গণ্য করা হয়।

রাখীপূর্ণিমা ভারতের একটি উৎসব হিন্দু, জৈন ও শিখরা এই উৎসব পালন করে। এই দিন দিদি বা বোনেরা তাদের ভাই বা দাদার হাতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়।

এই রাখীই ভাই বা দাদার প্রতি দিদি বা বোনের ভালবাসা এবং অবশ্যই নিরাপত্তার ঢাল। এই রাখী পরাবার সময় বোনেরা তাদের ভাইদের দীর্ঘায়ু, সাফল্য ও সমৃদ্ধির কামনা করেন। মঙ্গলকামনা তো বটেই। এই একই সঙ্গে এটা দিদি বা বোনকে আজীবন রক্ষা করার ভাই বা দাদার শপথের প্রতীকও।

হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব পালিত হয়।

রাখীবন্ধন শুরু হওয়ার পিছনে শ্রীকৃষ্ণ এবং দ্রৌপদীর কাহিনির পাশাপাশি আরও অনেক গল্প প্রচলিত আছে।

ভগবত পুরাণের একটি গল্পে রয়েছে, স্বর্গে তখন দাপটের সঙ্গে রাজত্ব চালাচ্ছে অসুররাজ বলি। অসুরদের দাপটে ভীত ইন্দ্র একদিন ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। তখন বিষ্ণু বামন অবতার সেজে রাজা বলির কাছে ভিক্ষে চান তিন পা জমি।

রাজা বলি সেই জমি দিতে রাজি হলে বামন অবতার বিশাল চেহারা ধারণ করে এক পায়ে স্বর্গ আর এক পায়ে মর্ত্য অধিকার করে নেন। তৃতীয় পা রাখার আর জায়গা নেই। অথচ বলি কথা দিয়েছেন, তিনি তিন পা জমি দেবেন। তাই তিনি তৃতীয় পা রাখার জন্য নিজের মাথা পেতে দেন।

বলির এই কাজে খুশি হয়ে বিষ্ণু তাঁকে বর দিতে চান। অসুররাজ বলি তখন ভগবান বিষ্ণুর কাছে বর চান, তাঁর সঙ্গে পাতালে গিয়ে বসবাস করার। যেহেতু বিষ্ণু বর দিতে চেয়েছেন এবং বালি ওই বর চেয়েছেন তাই ভগবান বিষ্ণু পাতালে গিয়ে থাকতে শুরু করেন।

বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী তাঁর স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য এক অতি সাধারণ মেয়ের ছদ্মবেশে বলিরাজের কাছে আসেন। তিনি বলিকে বলেন, তাঁর স্বামী নিরুদ্দেশ। যত দিন না তাঁর স্বামী ফিরে আসছেন, তত দিন যেন বলি তাঁকে আশ্রয় দেন।

বলিরাজা ছদ্মবেশী লক্ষ্মীকে আশ্রয় দিতে রাজি হন। ওখানে থাকার সময় এক শ্রাবণ পূর্ণিমার উৎসবে বলিরাজার হাতে একটি রাখী বেঁধে দেন লক্ষ্মী। বলিরাজা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে লক্ষ্মী আত্মপরিচয় দিয়ে সব কথা খুলে বলেন।

এতে বলিরাজা মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণুকে বৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর জন্য বলিরাজা সর্বস্ব ত্যাগ করেন। সেই থেকেই শ্রাবণ পূর্ণিমা তিথিতে ভাইদের হাতে রাখী বাঁধতে শুরু করে বোনেরা।

সংস্কৃত শব্দ 'রক্ষাবন্ধন' থেকেই প্রচলিত হয়েছিল*রাখী কথাটি। শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে*এর*তাৎপর্য। রক্ষার বাঁধন। হিন্দু এবং শিখদের মধ্যে এই উৎসব ভাই-বোনেরা পালন করলেও জৈন ধর্মাবলম্বিরা আবার একটু অন্য ভাবে এই উৎসবে শামিল হন। তাদের মধ্যে আবার জৈন পুরোহিত ভক্তদের হাতে ধাগা বেঁধে দেন এই দিনে।

রাখী প্রচলনের নেপথ্য কাহিনি নিয়ে অন্য আরেকটি গল্প প্রচলিত আছে। সেখানে রয়েছে--- রাখী*বন্ধনের দিন গণেশের বোন গণেশের হাতে একটি রাখী*বেঁধে*দেন। এতে গণেশের দুই ছেলে শুভ ও লাভের হিংসে হয়। তাদের কোনও বোন*ছিল*না। তারা বাবার কাছে একটা বোনের জন্য বায়না ধরে।

গণেশ তখন তাঁর দুই ছেলের নাছোড়বান্দা বায়নার জন্য দিব্য আগুন থেকে একটি কন্যার জন্ম দেন। এই কন্যাই হলেন গণেশের মেয়ে সন্তোষী মা। সন্তোষী মা শুভ ও লাভের হাতে রাখী বেঁধে দেন।

তবে রাখীবন্ধন উৎসবের আগে শুক্লযজুর্বেদ মন্ত্র অনুসারে, শ্রাবণ পূর্ণিমার দগিন ব্রহ্মঋষিদের উদ্দেশে তর্পণ করার পরম্পরা চলে আসছে বহু দিন ধরে আর গুরু পরম্পরার এই প্রথা অনুযায়ী ওই দিন সনাতন ধর্মী মানুষজন এবং বৈদিক গুরুরা নিজের শিষ্যদের সঙ্গে সমুদ্র, নদী কিংবা সরোবরের পাশে বসে তাঁর আত্মশুদ্ধি করেন আর সেই সময় তাঁদের হাতে পরিয়ে দেন একটি পবিত্র সুতো সেই সুতোই পরবর্তিকালে সাধারণ লোকের কাছে রাখী হয়ে ওঠে।

শোনা যায়, গুজরাতের সুলতান বাহাদুর শাহ চিতোর আক্রমণ করলে চিতোরের বিধবা রানি কর্ণবতী অসহায় বোধ করেন এবং তিনি ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে নিজের ওড়নার একটু অংশ ছিঁড়ে রাখী হিসেবে পাঠিয়ে তাঁর কাছে সাহায্য চান।

কর্ণবতীর পাঠানো রাখী পেয়ে অভিভূত হয়ে যান হুমায়ুন এবং চিতোর রক্ষা করার জন্য তিনি বিপুল সৈন্য পাঠান। রাখী পাঠানোর এই মাহাত্ম্য দেখে এরপর থেকেই এই উৎসবের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। কিংবদন্তী আছে, আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করলে আলেকজান্ডারের স্ত্রী রাজা পুরুকে একটি পবিত্র সুতো পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, আলেকজান্ডারের যাতে কোনও ক্ষতি না করে। আলেকজান্ডারের স্ত্রীর সেই অনুরোধ পুরু রেখেছিলেন।

মহাভারতের কাহিনি অনুযায়ী, নিজের নাতি অভিমন্যুর রক্ষা কামনা করে রাখী বাঁধেন পঞ্চপাণ্ডবের মা কুন্তী।

কথিত আছে, ভাইফোঁটার মতোই এই রাখী উৎসবেও যম ও যমুনার একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। যমুনাও রাখী পরিয়েছিলেন যমের হাতে।

বাংলা ক্যালেন্ডার এবং পাঁজি অনুযায়ী প্রতি বছর শ্রাবণ পূর্ণিমার দিনেই এই উৎসব মহাধুমধাম করে পালিত হয়। শুধু ভারতেই নয়, রাখীবন্ধন উৎসব পালিত হয় নেপাল, পাকিস্তান এবং মরিশাসেও।

রাখি পূর্ণিমা কিভাবে শুরু হয়েছিল সেটা নিয়ে এরকম অজস্র নেপথ্য কাহিনী প্রচলিত আছে। যেগুলো বহুল প্রচারিত, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণে বা ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে আমি শুধু সেগুলিই বললাম। যার যেটা পছন্দ হবে কিংবা যেটাকে বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে, তিনি না হয় সেটাই বেছে নেবেন।

এ দিন ভাইয়ের কপালে কুমকুমের ফোঁটা দিয়ে হাতে রাখী বেঁধে দেন বোনেরা। রাখী পরানোর পর প্রদীপ ঘুরিয়ে ভাইয়ের আরতি করেন। তার পরে চলে মিষ্টিমুখের পালা। ভাইয়েরাও তার সাধ্য মতো বোনেদের হাতে তুলে দেয় উপহার।

এ ভাবেই রক্তের সম্পর্ক ও ভালবাসা নিবিড় হয়। দীর্ঘকাল থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে এই প্রথা। তবে বাঙালিদের কাছে রাখী কেবলই ভাই বোনের মধ্যে আবদ্ধ নয়। এখন তো বন্ধুরাও বন্ধুদের রাখী পড়ায়। সে ছেলেই হোক কিংবা মেয়ে।

আর এই রাখিবন্ধনের কথায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করতে রাখীকে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন তিনি। ওই বছরের ২০ জুলাই ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করে। জানানো হয়, এই আইন কার্যকরী হবে ১৯০৫-এরই ১৬ অক্টোবর, বাংলায় ৩০ আশ্বিন।

সেই সময়ে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় মানুষ সামিল হয়। ঠিক হয়, ওই দিন বাংলার মানুষ পরস্পরের হাতে বেঁধে দেবেন হলুদ সুতো।

এই কর্মসূচিতে সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য তাঁরা আমন্ত্রণপত্র দেন। সেই চিঠির বয়ানে লেখা ছিল —

বঙ্গচ্ছেদে রাখীবন্ধন।
আগামী ১৬ই অক্টোবর, ৩০, শেষ আশ্বিন, সোমবার আইন দ্বারা আমাদের বাঙ্গলা দেশ বিভক্ত হইবে। আসুন, ঐ দিনকেই আমাদের সমস্ত বাঙ্গালীর ঐক্যবন্ধনের দিন করি। ঐ দিনে আমরা পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সুতার ঘরে ঘরে অথবা প্রকাশ্যস্থলে সম্মিলিত হইয়া, রাখী-বন্ধন করিয়া, আমাদের অখণ্ড ভাতৃভাব সকল বাঙ্গালী মিলিয়া প্রকাশ করি। এই শুভ বন্ধনের দায়িত্ব কামনায় ঐ দিন আমরা সংযম গ্রহণ করিব। ঐ দিন সমস্ত বাঙ্গলা দেশের কোথাও কোন গ্রহে রন্ধন হইবে না। আমরা বাঙ্গালীরা সেদিন উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করিব না। বন-ভোজনের পারণের ন্যায় চিড়া মুড়কী, ফলাদি আহার করিয়া থাকিব। কেবল শিশুর জন্য দুগ্ধ জ্বাল দিতে অন্যত্র অগ্নি জ্বালিব চুল্লি জ্বালিব না। ঐ দিনকেই প্রতি বৎসর বাঙ্গালীর রাখী-বন্ধনের দিন করিয়া স্মরণীয় করিয়া*রাখিব। আশা করি, বঙ্গের জমিদার-সম্প্রদায় প্রজাগণকে, গ্রামের প্রধানেরা গ্রামবাসীদিককে, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাহাদের প্রতিবাসীদিককে এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া, যাহাতে বঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে জাতীয় ঐক্যবন্ধনোৎসব সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, অবিলম্বে তাহার আয়োজন করবেন।

নিবেদক,

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

চিঠির মাঝখানে ছিল নিবেদক শব্দটি। বাঁ দিকে ছিল প্রথম তিনটি নাম। বাকি তিনটি নাম ছিল ডান দিকে।

এই আবেদনের মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথই পালটে দিতে চেয়েছিলেন রাখী বাঁধার সংজ্ঞা। তিনিই এই দিনটিকে রাখী পরিয়ে মিলন দিবস হিসেবে পালন করার জন্য কলকাতা, ঢাকা ও সিলেট থেকে হাজার হাজার হিন্দু ও মুসলিম ভাইবোনেদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বাংলায় হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বকে ফুটিয়ে তুলতেই এই উদ্যোগ নেন তিনি।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে রাখীবন্ধন উৎসবের সঙ্গে কিন্তু চিরাচরিত শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার রাখী উৎসবের কিন্তু কোনও সম্পর্ক নেই। কারণ, ওই রাখীবন্ধন উৎসব শ্রাবণ মাসে বা পূর্ণিমায়, কোনওটাতেই হয়নি। ওই রাখীর মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানবিকতা, সম্প্রীতি এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্য একতা।

এই রাখীবন্ধন উৎসব নিয়েই রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছিলেন — বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল। পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।

কাজী নজরুলও থেমে থাকেননি। রাখীবন্ধন নিয়ে তিনিও লিখেছিলেন একটি অসামান্য কবিতা— রাখীবন্ধন।

রুদ্রাক্ষের মহাজাগতিক শক্তি: শ্রাবণের শিবশক্তি রুদ্রাক্ষে আছে কার্বন-জিঙ্ক-ক্লোরিন আয়রন অক্সিজেন-সহ এক চৌম্বকীয় শক্তি

বৈদিক পন্ডিত ইন্দ্রনীল মুখার্জী

শ্রী শিব রুদ্রাক্ষ।
মহা মৃত্যুঞ্জয় রুদ্রাক্ষ।
শ্রাবনী সোমবার ধারনে মানব শরীরে ব্রহ্মান্ডের চৌম্বকীয় শক্তি হয় জাগ্রত।

কিন্তু কেন বৈদিক ধর্ম রক্ষার্থে বিজ্ঞানের পরিভাষায়, একটি বনস্পতি রুদ্রাক্ষের মধ্যে রয়েছে কার্বন ৫০ শতাংশ, হাইড্রোজেন ১৭.৯, নাইট্রোজেন ০.৯৪, অক্সিজেন ৩০.৪৫, শতাংশ। সাথে থাকে ক্লোরিন - আয়রন - পটাশিয়াম- জিঙ্ক ও সিলিকন অক্সাইড। অতীতের গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল সহজ সরল উপায়ে মানব জীবনের প্রাথমিক মান উন্নয়নে সামিল হয়ে, অবিদ্যার অন্ধকার দূরিভূত করে, সত্য অন্বেষণে আলোকিত করা। গুরু কুল শিক্ষা ব্যবস্থা গবেষণা ধ্বংস করে , বহিরাগত মোঘল পাঠান তুর্কি রা , সোমনাথ মন্দির লুঠ করে একাধিক বার ভারতের গুপ্ত সম্পদ নষ্ট করার পরে ও হিন্দু ঋষি মুনিরা থেমে থাকেননি। তাদের প্রচেষ্টা আমাদের আজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছে।

মানব শরীরে ক্যাপাসিটান্স বা বৈদ্যুতিক চার্জ গঠন করে, শরীরের প্রায় ২০০ রকমের কোষ কে সজীব রাখা যায়। মানব শরীরের চৌম্বকীয় শক্তি কে ইন্ডাকট্যান্সের মতো পরিবর্তিত বৈদ্যুতিক চার্জ বা তরঙ্গ কে বাধা দেওয়া র ক্ষমতা রয়েছে বনস্পতি রুদ্রাক্ষ বীজে ।

হর হর মহাদেব। / হে রুদ্র আদেশ দাও। / শক্তি সাথে অটল কৈলাসে / ধূর্জটির ললাটের বহ্নিশিখা মাঝে, / জাগিছে যোগেশ্বরী, / মহাশক্তি রক্তচামুন্ডা রুপ ধরি / যেন রক্ত মহাসিন্ধু / সেই প্রলয়ের রক্ত সিন্ধু স্নান করি / উদিতেছে নব প্রভাতের সূর্য / শ্রী নারায়ণ / শশ্মানে আসে যেন / দলে দলে বিভূতি তিলক পড়ি।

হর হর মহাদেব। সত্য। বৈদিক সত্য তা আর অলৌকিকতার নিদর্শন আছে এই বনস্পতি র বীজ রুদ্রাক্ষ র মধ্যে। শিব নেত্র থেকে পড়া অশ্রু, আজ মহীরুহ রুদ্রাক্ষ।

এলিয়েকার্পাস গ্যানিট্রাস জাতীয় বনজ গাছের ফলে র দানা রুদ্রাক্ষ।

মানব শরীরের স্নায়ুতন্ত্র র ওপর বিশেষ প্রভাব পড়ে , একমুখী, দ্বীমুখী, সাতমুখী নয়- মুখী , দশমুখী, একাদশ মুখী রুদ্রাক্ষ র দ্বারা ।

আমাদের মনের মধ্যে যখন একটা নৈরাশ্য - হতাশা র ভাব থাকে। একরাশ ফেলে রাখা কাজ যখন করতে মন সায় দেয় না, যখন ট্রেস নিত্য সঙ্গী, তখন পন্ঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষে র মালা কম করে ১০৮ দানা , মাত্র একবার জপ করতে

পারলেই হলো। সমাধান। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ আর রুদ্রাক্ষ র শক্তি শরীরের স্নায়ুতন্ত্র কে অক্সিজেন দিয়ে চাঙ্গা করে ফেলবে। নানা রাসায়নিকে সমৃদ্ধ শক্তি মানবের কল্যাণে আজ এক বিস্ময়কর দ্রব্য।

- একমুখী রুদ্রাক্ষ ধারনে কর্ম সম্পাদন হয়। কর্ম সঠিক হয়ে আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি হয়।
- দ্বীমুখী রুদ্রাক্ষ ধারনে মানষিক চাপ মুক্ত হয়। অর্ধনারীশ্বর বলে পরিচিত এই রুদ্রাক্ষ র।
- তিনমুখী রুদ্রাক্ষ ধারনে বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়। অগ্নিদেব র প্রিয় । সোমবার অমৃত যোগে শ্রাবন মাসে ধারনে স্বপ্ন অধরাই থাকে না।
- চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষ ধারনে দেব ব্রম্ভার আশীর্বাদ পাওয়া যায়। গৃহ বাড়ি সমস্যা মুক্তি সম্ভব।
- পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ শ্রেষ্ঠ রুদ্রাক্ষ। একটি নয় । একশত আটটি ধারন বা মালা নিত্য ব্যবহারে অতি সুখ।
- ছয়মুখী রুদ্রাক্ষ ধারনে মানুষের অজান্তে ঘটে যাওয়া পাপ থেকে উদ্ধার। প্রতিদিনে র অনেক মিথ্যা পাপ দূর হয়।
- সাতমুখী রুদ্রাক্ষ ধারনে বিদ্যা, উচ্চ বিদ্যা য় সাফল্য লাভ হয় । আর্থিক দেনা সঙ্কট নিরসনে শুভ।
- আটমুখী রুদ্রাক্ষ ধারনে নানা সঙ্কট ও ব্যাধি মুক্তি সম্ভব।

এই ভাবে নানা রুদ্রাক্ষ দানা সমাজে মানুষের উপকারে আসে। দশমুখী। একাদশমুখী। দ্বাদশ- ত্রয়োদশ - চতুর্দশ মুখী দুষ্প্রাপ্য বীজ , ধারনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, চিকিৎসা জগতে সুনাম, কোন বিশেষ সাফল্য অর্জনে নিশ্চিত সাফল্য লাভ। ঐ সকল রুদ্রাক্ষ আজ দুষ্প্রাপ্য।

আধুনিক বিজ্ঞান আজ পরীক্ষা র পর স্বীকৃতি দিয়েছে, ঐ বনজ সম্পদের মধ্যে আছে বিস্ময়কর সব উপাদান। ধারনে মানুষের উপকার। বৈদিক বিশ্বাস ভগবান শ্রী রুদ্রের নেত্র অশ্রু থেকে, তৈরি হয় পঞ্চমুখী ৫ মুখী সহ সকল দুষ্প্রাপ্য রুদ্রাক্ষ ।

পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ বা একমুখী রুদ্রাক্ষ মালা শরীরবৃত্তীয় ,ধর্ম (ধার্মিকতা), অর্থ (ধন), কাম (কামনা) এবং মোক্ষ (মুক্তি) এই চারটি পুরুষার্থ অর্জন করা যায়।

জাগ্রত হয় মহাশক্তি মাতৃশক্তি সহ দেব শক্তি।
।। রুদ্রাক্ষত্ত্ব পাংক্তিপ্রাণায়ণ কৃত্বা।
পাশ্চাত ভামে জলপাত্রম ধৃতত্ব।। দক্ষিণাপাণিনা সহস্রজপণ কুর্যত।।
পুনস্তস্যোপরী জলশ ক্ষিপেত রুদ্রাক্ষ ধারয়েত।।
ইভাং সর্বত্র বিদ্যার্জনায়ঃ

সদাশিব শক্তি দেবদেব মহাদেব শক্তি,সকল মানুষের উচিত যে কোন অভিষ্টসিদ্ধ্যার্থে রুদ্রাক্ষ ধরণে জপ বিনিয়োগ কমপক্ষে ১০০৮ সদাশিবকালাগ্নি রুদ্রো দেবতা।

শ্রাবণের সকালে,এই প্রার্থনা বা মহামন্ত্র মন্ত্র জপ হল ভগবান শ্রী সদাশিবকাল্যাগ্নি রুদ্রকে আহ্বান করা এবং তাঁর মন্ত্র জপ করা, চারটি পুরুষার্থ ধর্ম (ধার্মিকতা), অর্থ (ধন), কাম (কাম) এবং মোক্ষ (মুক্তি) পূরণে তাঁর পূর্ণ কৃপা লাভ করা যায় এবং পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ বীজ র শক্তি ও সক্রিয় করা যায়।

ঋষি (ঋষিঃ) হলেন শ্রী ব্রহ্মা । মন্ত্রটির শক্তি হল গায়ত্রী চন্ডী এবং দেবতা কাল ভৈরব শ্রী সদাশিবকালাগ্নি রুদ্র। বীজ মন্ত্র হল ওম, মন্ত্রের শক্তি স্ব আ হা মন্ত্রের সাথে নিহত

আজ আমাদের উপমহাদেশে ব্রহ্মান্ডের শক্তি অবহেলিত। ঐ শক্তি র বিকাশ ঘটাতে সকল মানুষের উচিত একটি শিবরুদ্রাক্ষ ধরণ করে শ্রী শিব কল্পে শ্রাবন মাসে শারীরিক ও মানসিক শান্তি আনয়ন করে, মহাঋষি ভগবান আলম্বায়ন, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, গৌতম, শান্ডিল্য, ঘৃত কৌশিক গোত্রের মহা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে , একবার বলে উঠবো -- হর হর মহাদেব। শ্রী রুদ্র সহ দশমহাবিদ্যা য় নমহঃ। নমঃ রুদ্রাক্ষায় নমহঃ

সুপারি কিলার দিয়ে খুনের ছক কষার অভিযোগ তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সুপারি কিলার দিয়ে খুনের ছক মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের ডাক সাইডের তৃণমূল নেতাকে। এমনই অভিযোগ হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এবং পুলিশ সুপারের কাছে দায়ের হতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে মালদায়। শুক্রবার বিষয়টি জানাজানি হতেই জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক সমালোচনার ঝড়। যদিও এই ঘটনা নিয়ে পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচোল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সুলতাননগর গ্রামের বাসিন্দা রবিউল খান ওরফে বুলবুল খান। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই প্রথমে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি মালদা জেলা পরিষদের হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার নির্বাচিত সদস্যপদে রয়েছেন। এছাড়াও জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদকের পদে রয়েছেন বুলবুল খান। তিনি পুলিশকে লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, বিহারের দাগি অপরাধীদের দল তাঁকে খুন করার জন্য ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছে। এমনকি শার্প শুটার পাঠিয়ে বাড়ির সামনে রেইকি করা হচ্ছে। তাঁকে খুনের জন্য বিহারের কিছু মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল চক্রান্ত করছে। ভাড়া করা হয়েছে শার্প শুটার। সুলতাননগরে বাড়ির সামনে পাঠানো হয়েছে রেইকি করতে। কিছু সূত্রের মাধ্যমে তিনি সেটা জানতে পেরেছেন। তারপরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পাশাপাশি ই-মেইল মারফত জানিয়েছেন মালদার পুলিশ সুপারকে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে যদি অভিযোগ সত্যি হয়, তবে দাপুটে এই নেতাকে কারা খুনের চক্রান্ত করছে? কেনই বা চক্রান্ত করছে? তবে এর পেছনে দলের একাংশের যোগের কথা তিনি সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেন নি। চলতি বছরের শুরুতেই মালদা শহরে খুন হয়ে ছিলেন তৃণমূলের কাউন্সিলর তথা দাপুটে নেতা বাবরা সরকার। সেই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে ইংরেজবাজার শহর তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি। হরিশ্চন্দ্রপুরেও মন্ত্রী তাজমুলের সঙ্গে বর্তমান সময়ে বারবার বুলবুল খানের সংঘাত প্রকাশ্যে এসেছে। এই ঘটনাগুলোকে হাতিয়ার করেই বিরোধীদের অভিযোগ এটা টিকিট নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। যদিও বুলবুল খান বলেন, এই চক্রান্ত নিয়ে ভয় পেতে নারাজ। পুলিশের উপর এখনো তিনি ভরসা রাখছেন। তবে পরিবার আতঙ্কে রয়েছে সেই কথাও জানিয়েছেন। দক্ষিণ মালদা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ী বলেন, 'মালদা জেলায় তৃণমূলের গোষ্ঠী মানলো আমরা প্রথম থেকেই দেখতে পাচ্ছি সরকারি আসার সময় থেকে। সেটা বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় গিয়েছে যে একজন নেতা আরেকজন নেতাকে খুন করার জন্য বাইরে থেকে শুটার ভাড়া করছে। বছরের শুরুতেই আমরা দেখলাম বাবলা সরকারের খুন। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতেই পারে। আমরা এখানে দেখলাম বিভিন্ন মিটিং মিছিলে বুলবুল খানের সঙ্গে মন্ত্রী তাজমুল হোসেন প্রকাশ্যে দ্বন্দ্ব।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, 'গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কোনও বিষয় এখানে জড়িত নয়। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাইরে থেকে দুষ্কৃতী ভাড়া করে এলাকায় সন্ত্রাস কায়েম করার চেষ্টা করছে বিজেপি।'

পথদুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু ঘিরে উত্তপ্ত কাঁকসা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শুক্রবার সকালে সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কাঁকসা। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে গ্রামে পুলিশ ঢুকতেই পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়তে থাকে উত্তেজিত জনতা। ইটের আঘাতে পুলিশের ৪টি গাড়ি ভাঙচুর হয়। বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী আহত হন। মাথা ফাটে কাঁকসার আইসি প্রসূন খাঁ-এর। অল্পের জন্য রক্ষা পান কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল। ভাঙচুর করা হয় তাঁরও গাড়িও বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে সাইকেলে করে বাজার করতে যাচ্ছিলেন কাঁকসার সিলামপুরের কাটা বাগান এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ বাউড়ি। বেহাল রাস্তার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর পড়ে যান তিনি। সেই সময় পাশ দিয়ে যাওয়া একটি লরির পিছনের চাকা তাঁর মাথার ওপরে দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় যুবকের। মৃতের নাম কৃষ্ণ বাউড়ি (২৪)। উত্তেজিত জনতা ঘাতক লরি ও একটি ডাম্পার ভাঙচুরের পাশাপাশি রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। লরির চালককে মারধর শুরু হয়। পরে তাঁকে একটি মন্দিরেই স্টোর রুমে আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছালে পুলিশকে ইট নিয়ে তেড়ে যায় জনতা। বাধ্য হয়ে পুলিশ গ্রাম ছেড়ে গ্রামের বাইরে চলে যায়। অন্যদিকে আহত চালক দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকার ফলে অচৈতন্য হয়ে পড়লে গ্রামের কয়েকজন তাঁকে টোটো করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় টোটো থেকে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠায়। সকাল গড়িয়ে বিকেল হয়ে যাওয়ায় অবশেষে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি ইস্ট অভিষেক গুপ্তা বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কমব্যাট ফোর্স নিয়ে গ্রামে ঢুকে গ্রামবাসীদের সঙ্গে ও পরিবারের সঙ্গে কথা বলে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ উঠিয়ে নেয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, কাছেই রয়েছে দামোদর নদ। বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু লরি বালি ঘাট থেকে বালি নিতে আসে। একদিকে বেপরোয়া ভারী যানবাহন চলাচল, তার ওপর বেহাল রাস্তা। যার কারণে নিত্যদিন দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। হুঁশ নেই প্রশাসনের। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি ইস্ট অভিষেক গুপ্তা জানিয়েছেন, গ্রামে উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন থাকবে কয়েকদিন।

বাইশে শ্রাবণ পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বিগত ৩০ বছর ধরে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবসে নিজের উদ্যোগে বাড়িতে অনুষ্ঠান করে বিশ্ব কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছেন ঝাড়গ্রামের বনবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিট অফিসার গৌরচন্দ্র বেরা। শহরের বাছুরডোবার বাড়িতে গড়ে তুলেছেন রবীন্দ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নামে একটি গ্রন্থাগার। সেখানে রয়েছে এক হাজারেরও বেশি বই। রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের বইও রাখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে শুক্রবার শহরের রবীন্দ্র অনুরাগীদের নিয়ে তাঁর বনছায়া ভবনে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন গৌরবাবু। বিষয় ছিল, শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ। আলোচনায় অংশ নেন পুরাতত্ত্ববিদ সুশীল বর্মন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অমৃত নন্দী, গুণধর মাহাতো, সুধাংশু মাহাতো-সহ শতাধিক রবীন্দ্রপ্রেমী নাগরিক। স্থানীয় শিল্পীরা সঙ্গীত ও কবিতা পরিবেশন করেন। গৌরবাবু বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের সমাজ ভাবনাকে তুলে ধরতে ৩০ বছর ধরে আমি এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

ডানকুনি পুরসভায় কংগ্রেসের স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন চণ্ডীতলা: বিধানসভা কেন্দ্রের যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে একগুচ্ছ দাবি নিয়ে ডানকুনি পুরসভার চেয়ারপার্সনের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হল। এরপর ডানকুনি পুরসভার সামনে যুব কংগ্রেসের তরফে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন চণ্ডীতলা বিধানসভা কেন্দ্রের যুব কংগ্রেস সভাপতি আশিস হুদুক, হুগলি জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্য কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের ভাইস চেয়ারম্যান আবু আব্বাসউদ্দীন, হুগলি জেলা মহিলা কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন মিঠু নাগ, রাজ্য কিষাণ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিত দেব, উত্তরপাড়া টাউন কিষাণ কংগ্রেসের সভাপতি মিলন চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব কংগ্রেস ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। তাঁদের দাবি, ডানকুনি পুরসভার বেশ কিছু ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে জল জমে থাকায় সমস্যায় বাসিন্দারা। ওয়ার্ডগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর ডানকুনি পুরসভার চেয়ারপার্সন হাসিনা শবনম দুপুর সাড়ে তিনটের পরে পুরসভায় আসার পর নেতৃত্ববৃন্দ তাঁর কাছে ডেপুটেশন জমা দেন। যদিও ডানকুনি পুরসভার চেয়ারপার্সন হাসিনা শবনমের বক্তব্য, 'দুর্গাপুর রোড অর্থাৎ ন্যাশনাল হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে না। তাই অনেক কাজ পেন্ডিং রয়েছে।'

সংশোধনী

এই বিজ্ঞাপন ০৬.০৮.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে কিছু ভুল ছিল।
এই ভুলের জন্য দুঃখিত সঠিক বিষয় নিম্নোক্ত মতে :

সম্পদ বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
সেফ কার্গো মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
(২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখের মাননীয় এনসিএলটি আদেশের মাধ্যমে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীনে একটি কোম্পানি)
কোম্পানির অফিস : ৭/১১/এ, বিজয়গড় কলোনি, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২, পশ্চিমবঙ্গ
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে সম্পদের বিক্রয়

সাধারণ বিজ্ঞপ্তির তারিখ : ৬ আগস্ট ২০২৫
আবেদন এবং তথ্যাদি জমা দেবার শেষ তারিখ : ২৮ আগস্ট ২০২৫
ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ : ২৮ আগস্ট ২০২৫
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ৩০ আগস্ট ২০২৫
ব্লক অফিস স্পেস সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত
(প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)

কলকাতার মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর দ্বারা লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ সেফ কার্গো মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) মালিকানাধীন সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রি। ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে: https://ibbi.baanknet.com

বিক্রয়ের জন্য সম্পদ এবং সম্পত্তির প্রাথমিক বিবরণ

সম্পদ/স্থান	ঠিকানা/এরিয়া	ব্লক নং	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
অফিস স্পেস	অফিস স্পেস ২য়তলে পরিমাণ আনুমানিক ৫৩৬ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া ৬৪৩ বর্গফুট এসবিএ স্বত্বাধিকারী কোম্পানি উত্তর দিকে প্রেমিসেস নং ৭/১১/১এ, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৮৫/৭/২০ মিনা পাড়া রোড, বিজয়গড়, পো : যাদবপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৫, কলকাতা- ৭০০০৩২, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা।	১	২১.৪৭	২.১৪৭

দ্রষ্টব্য :
১. এই ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিটি শুধুমাত্র আগ্রহী দরদাতাদের জন্য ইস্যু করা হয়েছে।
২. ইলেকট্রনিক নিলামে অংশগ্রহণের জন্য নিয়ম এবং শর্তাবলী, সময়সীমা ইত্যাদি ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে দেওয়া আছে।
৩. সেফ কার্গো মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেডের (লিকুইডেশনে) কোনও কার্যকর ওয়েবসাইট না থাকায়, ই-নিলাম প্রক্রিয়ার সময়সীমা, বিজ্ঞপ্তি, আপডেট এবং অন্যান্য বিবরণ https://baanknet.com/eauction-psb ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।
৪. দরপত্র জমা দিতে ইচ্ছুক দরদাতাদের ই-নিলাম পোর্টাল https://baanknet.com/eauction-psb-এ তাদের দরপত্র জমা দিতে হবে।
৫. কোম্পানির সম্পত্তি এবং সম্পদ "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**", "**যে অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" ভিত্তিতে বিক্রি করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং কোম্পানির প্রস্তাবিত সম্পদ বিক্রয়ের ফলে অন্য কোনও মালিকানা হস্তান্তর করা হবে না, হস্তান্তরের তারিখে কোম্পানির সম্পত্তিতে যে মালিকানা ছিল তা ব্যতীত। লিকুইডেটর কোম্পানির স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিতে কোনও ঘাটতি বা ত্রুটি বা ত্রুটির জন্য কোনও দায় গ্রহণ করবেন না।
৬. ই-নিলামের সময় লিকুইডেটর যেকোনো সময় যেকোনো শর্তাবলী পরিবর্তন করতে পারবেন।
৭. লিকুইডেটর যেকোনো সময় ই-নিলাম বাতিল করার অধিকার রাখেন।

ই-নিলামের বিস্তারিত শর্তাবলী এবং সম্পত্তির অন্যান্য বিবরণ https://ibbi.baanknet.com ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। যেকোনো ইচ্ছুক এবং আগ্রহী ক্রেতা এটি পরীক্ষা করে দেখতে এবং এর জন্য একটি দর জমা দিতে পারেন।

লিকুইডেটরের পক্ষে যোগাযোগকারী ব্যক্তি : সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
ইমেল আইডি cirp.scmpl@gmail.com টেলিফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর +৯১ ৯৮৩০৫৮১৫৭৫/ ৭০০৩৬৬০৮৫৪

স্বা/-
সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
সেফ কার্গো মুভারস প্রাইভেট লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্থ - লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P00825/2017-18/11401
এএফএ বৈধ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত
ঠিকানা : ভবানী এনক্লেভ, ৩ডি, ৯৯সি, গিরিশ ঘোষ রোড, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ
surendraca@gmail.com, cirp.scmpl@gmail.com

তারিখ : ৬ আগস্ট ২০২৫
স্থান : হাওড়া

লা ওপালা আরজি লিমিটেড
CIN : L26101WB1987PLC042512
রেজি. অফিস : ইকো সেন্টার, ৯ম তল, ইএম - ৪, সেক্টর - V, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন নং : +৯১ ৭৬০৪০ ৮৮৮১৪/৫/৬/৭, ইমেল : info@laopala.in, www.laopala.in

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি
১০০ দিনের প্রচারণা- "সক্ষম নিবেশক"

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষ এবং ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) কর্তৃক শুরু হওয়া **১০০ দিনের প্রচারণা "সক্ষম নিবেশক"** এর অংশ হিসেবে, **লা ওপালা আরজি লিমিটেডের** শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে এবং **তাদের কেওয়াইসি বিবরণ, ব্যাঙ্কের বিবরণ, যোগাযোগের তথ্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবরণ আপডেট করতে** উৎসাহিত করা হচ্ছে যাতে লভ্যাংশের নির্বিঘ্ন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়, যেকোনো অপ্রদত্ত বা দাবিহীন লভ্যাংশ দাবি করা যায় এবং লভ্যাংশ এবং অন্তর্নিহিত শেয়ার আইইপিএফ-তে স্থানান্তর এড়ানো যায় যেখানে লভ্যাংশ টানা সাত (৭) বছর ধরে অপ্রদত্ত বা দাবিহীন রয়েছে। উপরোক্ত উদ্যোগটি বিশেষভাবে সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের জন্য যাদের ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত দাবি করা হয়নি অথবা যারা এখনও তাদের কেওয়াইসি এবং সম্পর্কিত বিবরণ আপডেট করেননি।
এই বিষয়ে, আমরা শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করছি যে তারা তাদের কেওয়াইসি বিবরণ, ব্যাঙ্কের বিবরণ, যোগাযোগের তথ্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবরণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপডেট করুন, যদি ইতিমধ্যেই করা না হয়ে থাকে, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ফোন ০৩৩ ২২৪৩-৫০২৯ অথবা ই-মেইল mdpldc@yahoo.com এর সাথে। এছাড়াও, শেয়ারহোল্ডাররা আরও যেকোনো সহায়তার জন্য info@laopala.in এ সরাসরি কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
লা ওপালা আরজি লিমিটেড শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা এবং বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

লা ওপালা আরজি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
জিৎ রায় চৌধুরী
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ : ৮ আগস্ট, ২০২৫
স্থান : কলকাতা

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৪, বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউজ,
কক্ষ নং ৫, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন: (০৩৩) ২২৩০১১৫৩ CIN NO : L63090WB1989PLC099645
ই-মেল : cs.legal.frontline@gmail.com, www.frontlinecorporation.com

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত তথ্য এবং বুক ক্লোজারের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড ("কোম্পানি") এর সদস্যদের **৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার, বিকাল ৩.০০ টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") অথবা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে ("ওএভিএম") ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুষ্ঠিত হবে, যা ২ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং তালিকাভুক্তি বিধিমালার প্রযোজ্য বিধান মেনে, ৮ এপ্রিল, ২০২০ এবং ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ এবং ১৭/২০২০ যথাক্রমে, ১৫ জুন, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২২/২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ৩৩/২০২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯/২০২০, ২৩ জুন, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২১ এবং ৫ মে, ২০২২ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ৩/২০২২, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলার" নামে পরিচিত) এবং সার্কুলার নং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ মে, ২০২০, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারী, ২০২১ এবং SEBI /HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২) (সম্মিলিতভাবে "সেবি সার্কুলার" নামে পরিচিত)। সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলার, সর্বশেষটি ৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, ("এমসিএ সার্কুলার') এবং আইন এবং সেবি (তালিকাবদ্ধকরণ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ("তালিকাবদ্ধকরণ প্রবিধান") এর বিধান মেনে, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। সুবিধা, যার জন্য এমসিএ সার্কুলার, সেবি সার্কুলার, আইন এবং তালিকাভুক্তি বিধি অনুসারে সদস্যদের একটি সাধারণ স্থানে শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত পরিচালিত। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি (স্বতন্ত্র এবং একীভূত) সহ বার্ষিক প্রতিবেদন, শুক্রবার, ৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (গণ) এর সাথে নিবন্ধিত এবং ১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ধারণকারী। বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, যেমন https://www.frontlinecorporation.org/_files/ugd/77758d_2fc7d336470348b98616f785a3 b44ab4.pdf এবং কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে, যেমন, www.bseindia.com এবং https://www.cse-india.com/। বিজ্ঞপ্তিটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থার ই-ভোটিং ওয়েবসাইট, evoting@nsdl.co.in-এও পাওয়া যাবে। উপরোক্ত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, ভৌত অনুলিপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে।
সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত সেবি তালিকাভুক্তি বিধি ৪৪ এর বিধান মেনে, কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত এবং এনএসডিএল এর মাধ্যমে প্রদত্ত ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করা যেতে পারে।

ক) ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সমস্ত ব্যবসা দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে পরিচালনা করা যেতে পারে।
খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সোমবার সকাল ৯০০ টা (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বুধবার সন্ধ্যা ৫০০ টা (আইএসটি) এ শেষ হবে।
গ) বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং এবং/অথবা ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানের যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হবে ২৯ আগস্ট, ২০২৫, শুক্রবার, কার্যকালের শেষ তারিখ। উক্ত কাট-অফ তারিখের বাজার সময়ের শেষ তারিখে ভৌত বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে ইক্যুইটি শেয়ারধারী সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং অথবা বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। যে কোনও ব্যক্তি যিনি বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পর শেয়ার কিনেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে ইক্যুইটি শেয়ার ধারণ করেছেন, তিনি বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের bssahd@bigshareonline.com ঠিকানায় অথবা বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, এ-৮০২, সমুদ্র কমপ্লেক্স, ক্লাসিক গোল্ড হোটেলের কাছে, গিরিশ কোল্ড ড্রিঙ্ক, সি জি রোড, নবরঙ্গপুরা, আহমেদাবাদ গুজরাত - ৩৮০০০৯ ফোন নম্বর -০৭৯-৪০০২৪১৩৫-তে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ইস্যু করার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন।
ঘ) সদস্যরা মনে রাখবেন যে :
১) উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং এর পরে কোনও রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না;
২) বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে;
৩) বার্ষিক সাধারণ সভায় যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না; এবং
৪) যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ তারিখের বাজার ঘন্টা শেষ হওয়ার পরে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্যদের নিবন্ধন বা সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ থাকবে কেবল তিনিই বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট দেওয়ার পাশাপাশি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।
ঙ) ভিসি/ওএভিএম মোডের মাধ্যমে সভায় যোগদানের জন্য কোনও প্রশ্ন এবং/অথবা সহায়তার প্রয়োজন হলে, সদস্যরা https://www.evoting.nsdl.com/ এর ডাউনলোড বিভাগে সহায়তা এবং প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং এজিএম ভিসি/ওএভিএম দেখতে পারেন অথবা ইমেল আইডি sachink@nsdl.co.in এ শ্রী শচীন কারেলিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আরও স্পষ্টীকরণ/প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ নম্বরে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অভিযোগগুলি frontlinecorplimited@gmail.com এ ইমেল পাঠিয়ে কোম্পানির কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসারের কাছেও পাঠানো যেতে পারে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং সেবি তালিকাভুক্তি প্রবিধানের ৪২ নং প্রবিধান অনুসারে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে, কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শনিবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৫ থেকে বৃহস্পতিবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদশেক্রমে
ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সুরেশ কুমার বর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
সদস্য নং : এফ৩৭২৫

তারিখ: ২ আগস্ট ২০২৫
স্থান: আমেদাবাদ

রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড
CIN : L17125WB1996PLC081382
রেজিস্টার্ড অফিস: ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০০৭৩
ই-মেল: financeho@reliancejute.com ওয়েবসাইট: www.reliancejute.com

৩০.০৬.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকা লাখে)

ক্র নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১২,০৬৬.৫১	৫,৪৯৮.৪২	৩৪,৬৯৯.৩৯
২.	সময়কালের নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	১০০.০৩	(১৯৯.২০)	২৮৮.৬৭
৩.	কর পূর্ববর্তী সময়কালের নিট লাভ/ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	১০০.০৩	(১৯৯.২০)	২৮৮.৬৭
৪.	কর পরবর্তী সময়কালের নিট লাভ/ (ক্ষতি)	১০০.০৩	(১৯৯.২০)	৫৫.৩৪
৫.	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৫৮.৯৫	২৫৮.৯৫	২৫৮.৯৫
৬.	মোট ব্যাপক আয় এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়	১০০.০৩	(১৯৯.২০)	৭০৯.১১
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি যা নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিত			
৮.	শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের) (চলতি ও অচলতি কার্যক্রমের জন্য) - মূল ও মিশ্রিত (টাকা)	৩.৮৬	(৭.৬৯)	২.১৪

দ্রষ্টব্য-
১) উপরেরটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ যা স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট **www.reliancejute.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.cse-india.com** -এ।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
চেয়ারম্যান

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৮ অগস্ট, ২০২৫

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার : L27100WB2010PLC144405
রেজিস্টার্ড অফিস: বিকানির বিল্ডিং, ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা পঃবঃ-৭০০০০১, ভারত
ই-মেল : info@malcoindia.co.in, ওয়েবসাইট : www.manaksiaaluminium.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৪
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৩৪৪১.৪৪	৫০,৯১৪.৭৫	৮১৭১.৬৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	২০৪.৬৫	৮০৬.৭৩	১০২.৭১
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	১৫৫.৭৭	৬০৪.৫৮	৭১.২৯
সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	১৫৫.৭৭	৫৯৭.৫৭	৭১.২৯
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)			
(ক) মৌলিক (টা.)	০.২৪	০.৯২	০.১১
(খ) মিশ্রিত (টা.)	০.২৪	০.৯২	০.১১

দ্রষ্টব্য-
(ক) ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ০৮ অগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন এবং ফলাফলটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অনুযায়ী প্রকাশিত হল।
(খ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiaaluminium.com -তেও পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড
সুনীল কুমার আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00091784

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৮ অগস্ট, ২০২৫

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

দ্য গ্রোব টি কোং লিঃ
CIN : L15494WB1895PLC000963
রেজিঃ অফিস: "হাউটি স্ট্রিট" ১০তম তল, ৮৬এ, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬; **ফোন নং.** +৯১-৩৩-৪০০৩-১৩২৫/২৬,
ই-মেল: grobtea@rawalwasia.co.in, **ওয়েবসাইট :** www.grobtea.com

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ (উল্লেখ্য নীচের দ্রষ্টব্য)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	১৯৯৭.৯৫	১৮৯৫.৯০	২৫৩৭.৯৯	১২৫৮৬.৭৯
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফাপূর্ব)	১৩৫.৩৯	(১৭০৬.৫২)	৫১২.১৩	১২১৩.৭৫
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য করপূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	১৩৫.৩৯	(১৭০৬.৫২)	৫১২.১৩	১২১৩.৭৫
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	১৩৫.৩৯	(১৯১৪.৬৪)	৫১২.১৩	১০০৫.৬৩
৫	অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের নিট)	৩.০১	(১৫২.৭৪)	৬০.৫৬	(৭৪.৩৩)
৬	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	১৩৮.৪০	(২০৬৭.৩৮)	৫৭২.৬৯	৯৩১.৩০
৭	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩
৮	অন্যান্য ইক্যুইটি	–	–	–	৮৬৫৯.৫১
৯	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (অতিরিক্ত দফা পূর্ব এবং পরবর্তী) (ত্রৈমাসিক অর্থাঙ্কের জন্য বার্ষিকীকৃত নয়)				
	ক) মৌলিক	১১.৬৫	(১৬৪.৭৩)	৪৪.০৬	৮৬.৫২
	খ) মিশ্রিত	১১.৬৫	(১৬৪.৭৩)	৪৪.০৬	৮৬.৫২

দ্রষ্টব্য :
১) উপরের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি নিরীক্ষা কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তারপরে ৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ (সংশোধিত) এর ৩৩ নং বিধি অনুসারে বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক এই ফলাফলগুলি পর্যালোচনা করেছেন।
২) কোম্পানির আর্থিক ফলাফল কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধি, ২০১৫ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ইন্ড এএস -এর স্বীকৃতি এবং পরিমাপের নীতির আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে।
৩) পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলিকে বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানগুলির সাথে তুলনীয় করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে সেগুলিকে পুনরায় দলবদ্ধ/পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
(প্রদীপ কুমার আগরওয়াল)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN : 00703745)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৮ অগস্ট, ২০২৫

এজিআই গ্রীনপ্যাক লিমিটেড
CIN : L51433WB1960PLC024539
রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন: +৯১-৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮
ইমেল: agiinvestors@agigreenpac.com
ওয়েবসাইট: www.agigreenpac.com

৬৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যগণের ৬৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, (এজিএম) শুক্রবার ২৯/০৮/২০২৫ তারিখ বেলা ১২.৩০ টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস (ওএভিএম) সুবিধা মাধ্যমে ২১/০৭/২০২৫ তারিখের এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য, ২০১৩ সালের (আইন) কোম্পানি আইন সংস্থান এবং রুলস অধীনে এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) তৎসহ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯/০৯/২০২৪, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ সার্কুলার)কর্তৃক জারিকৃত এবং সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৪/১৩৩ তারিখ ০৩/১০/২০২৪-সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি সার্কুলর) এবং তৎসহ পঠিত পূর্বের এমসিএ এবং সেবি কর্তৃক জারি করা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সার্কুলার অনুযায়ী। এমসিএ সার্কুলারগুলি এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে ৬৫তম এজিএম -এর নোটিস এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক রিপোর্ট কেবল ইমেল-যোগে সেইসব সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে ০৭.০৮.২০২৫ তারিখে যাঁদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস ('ডিপি') নথিভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও এই তথ্য পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.agigreenpac.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড('সিডিএসএল') www.evotingindia.com -তে।
আরও অবগত করা হচ্ছে যে, যেসকল সদস্য কোম্পানির নিকট তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি লিস্টিং রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) সংস্থান অধীনে তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন, সঠিক পথ সহ জানার জন্য ওয়েব -লিঙ্ক সহ পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে।
কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (সংশোধিত মতো) -র রুল ২০ এর সঙ্গেপঠিত অ্যাক্টের সেকশন ১০৮ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি, সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার বন্দোবস্ত করবে সমগ্র রেজিলিউশন অনুযায়ী, কোম্পানি এই উদ্দেশ্যে সিডিএসএল-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন যার দ্বারা কোম্পানির সভ্যগণ ই-ভোটিং প্রদান করতে পারে ৬৫তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত রেজোলিউশনে।
সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ৯১ এবং লিস্টিং রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪২ অধীনে সদস্যগণের রেজিস্টার এবং কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর বই ২৩.০৮.২০২৫ থেকে ২৯.০৮.২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
এজিএমের পূর্বে, রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে মঙ্গলবার, ২৬.০৮.২০২৫ সকাল ৯.০০টায় (আইএসটি) এবং বৃহস্পতিবার, ২৮.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। এই সময়ে কোম্পানির সভ্যগণ যারা কোম্পানির শেয়ার ফিজিক্যাল অথবা ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার ২২.০৮.২০২৫ তারিখ ধরে রেখেছেন তারা তাদের ভোট প্রদান করতে পারেন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। তারপর এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। যেসব সদস্য ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজুলেশনগুলিতে ভোট দেননি তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। যে সদস্যরা এজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছিলেন তারা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-তে অংশ নিতে/ উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে তাদের আর ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে না। যেসকল সভ্যগণ কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তারা এই বিজ্ঞপ্তি কেবলমাত্র জানবার জন্য গ্রহণ করুন। যদি কোনও ব্যক্তি এজিএমের বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পরে সংস্থার সদস্য হন তবে ই-ভোটিংয়ের জন্য কাট-অফ তারিখে বা তার আগে তিনি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ অনুযায়ী ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।
এজিএম-এর সময় রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া, এজিএম-এ যোগদান এবং ই-ভোটিংয়ের বিশদ নির্দেশাবলী এজিএম-এর নোটিশে দেওয়া হয়েছে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে অংশ নেওয়া সদস্যদের উপস্থিতি আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।
যে সকল সদস্যগণ ই -মেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর কোম্পানি/ডিপজিটরিগুলি-তে রেজিস্ট্রি না করিয়ে থাকেন তা পাওয়ার জন্য ই-ভোটিং-এর জন্য বিবরণ লগ ইনের জন্য ই-মেল আইডি নথিভুক্তির জন্য নিচের নির্দেশাবলি অনুসরণ করুন :-
১. **ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ারধারী সদস্যদের জন্য** : আপনারে অনুরোধ করা হচ্ছে যথাযথ ভাবে পূরণ করা আইএসআর ১, আইএসআর ২ এবং পছন্দের নমিনেশন (https://mdpl.in/form) শেয়ারধারীর স্বাক্ষর ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রত্যয়িত, একটি বাতিল চেকের পাতা আপনার নাম সম্বলিত, অ্যাকাউন্ট নং এবং আইএফএসসি কোড যেমন ছাপা রয়েছে পাঠান। কোনও কারণে চেকের পাতায় আপনার নাম ছাপা না থাকলে অতিরিক্ত ভাবে ব্যাঙ্কের পাসবুক/ ব্যাঙ্ক প্রতিবেদনে আপনার নাম উল্লেখকারী নথি অতিরিক্তভাবে অ্যাকাউন্ট নং এবং আইএফএসসি কোড সহ পাঠান। কোনও কারণে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে কোম্পানির আরটি এ-এর কাছে ই-মেল করতে পারেন mdpldc@yahoo.com
২. **ডিম্যাট ফর্মে শেয়ারধারী সদস্যদের জন্য** : সদস্যরা অনুগ্রহ করে আপনার ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(ডিপি)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং আপনার ডিপি-র পরামর্শমতো প্রক্রিয়া অনুযায়ী আপনার ডিম্যাটঅ্যাকাউন্টেআপনার ই-মেল অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করুন।
ই-ভোটিং প্রক্রিয়া স্বচ্ছ এবং সুষ্ঠুভাবেপরিচালনার জন্য কোম্পানি শ্রী প্রবীন কুমার ড্রোলিয়া, সর্বক্ষণের কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত, কলকাতা (মেম্বারশিপ নং এফ ২৩৬৬, সিপি নং ১৩৬২), কোম্পানির সেক্রেটারিকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছে।
স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ ঘোষিত ফলাফলগুলি স্টকএক্সচেঞ্জেসমূহর ওয়েবসাইটঅর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেwww.agigreenpac.com এবং সিডি এসএল ওয়েবসাইটে www.evotingindia.com তে স্থাপন করা হবে চেয়ারম্যান বা তর দ্বারা লিখিতভবে অনুমোদিত কোনও ব্যক্তির দ্বারা ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই।
এজিএমে যোগদান এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত প্রশ্ন/অভিযোগ থাকলে শেয়ারহোল্ডারগণ দেখুন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন ("এফএকিউএস") এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল -এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com -এর হেল্প সেকশন অধীন থেকে অথবা ইমেল করুন helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা যোগাযোগ করুন শ্রী রাকেশ দালভি, সিনিয়র ম্যানেজার (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফৎলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশি মার্গ, লোয়ার প্যারেল (ইস্ট) মুম্বই-৪০০০১৩ বা ০২২-৬২৩৪৩৬১১/২৪/২৬ বা নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০ ২১ ০৯৯১১।
১৪.০৫.২০২৫ তারিখ কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের সভায়, ২০২৪-২৫ আর্থিক বর্ষে প্রতিটি ২ টাকা ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য ৭ টাকা করে ডিভিডেন্ড প্রদানের অনুমোদন করেছে প্রযোজ্য টিডিএস এবং আসন্ন ৬৫তম এজিএমে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে। কোম্পানি ঠিক করেছে শুক্রবার, ২২.০৮.২০২৫ 'রেকর্ড তারিখ' হিসাবে নির্ধারণের জন্য উল্লিখিত লভ্যাংশের সদস্যদের যোগ্যতা এবং যদি এজিএমে অনুমোদিত হয় শুক্রবার, ০৫.০৯.২০২৫ এর মধ্যে উপযুক্ত সদস্যদের অর্থ প্রদান করা হবে।

পরিচালন পর্ষদের আদেশক্রমে
এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
ওমপাল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং A30926

স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ০৮.০৮.২০২৫

গৌড় কলেজের অধ্যক্ষকে ঘেরাও, বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

সাংবাদিকতা বিভাগে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লক্ষাধিক টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে গৌড় কলেজের অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন পড়ুয়ারা। তাঁদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট কলেজের জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের একাধিক আর্থিক দুর্নীতি করা হয়েছে। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন এই বিক্ষোভ দেখানো হয়। বৃহস্পতিবার বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত অধ্যক্ষকে ঘেরাও বিক্ষোভের ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট কলেজে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংবাদ পরিবেশন যাদের আগামী দিনের পেশা, তারাই এদিন সংবাদের শিরোনামে চলে এসেছে। সংশ্লিষ্ট কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিভিন্ন অভিযোগ নিয়েই কলেজের জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন বিভাগের একাধিক পড়ুয়ারা অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক বিভাগীয় অধ্যাপিকার বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তোলা

হয়েছে। এদিন বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের অভিযোগ, গুগল পে'র স্ক্রিনশট এডিট করে দেখানো টাকা হয়ে গেছে ১৫ হাজার টাকা। সেই বিল পাস হয়েছে। কখনও আবার কলকাতার চোরাবাজার থেকে কমদামী ক্যামেরা কিনে ভুয়ো জিএসটি বিল বানিয়ে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে মোটা অঙ্কের টাকা। গাড়িপার্কিং করার ফি বা এক্সটার্নাল পরীক্ষকদের খাওয়া-দাওয়া ফি বলেও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করা হয়েছে টাকা। বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের আরও অভিযোগ, মালদা জেলার একটি নামী প্রতিষ্ঠানের নকল সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি নেওয়া হয়েছে। তেমনি আবার অধ্যক্ষের নাম করে নানা অছিলায় টাকা চাওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা সংশ্লিষ্ট কলেজের ওই অধ্যাপিকার কাছে টিউশন না পড়লে পরীক্ষায় ফেল করানো হয় বা কম নম্বর দেওয়া হয়। বছর তিনেক ধরে এই ঘটনা ঘটে চলেছে পুরাতন মালদার গৌড় কলেজে জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টে। বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের অভিযোগের আঙুল এক বিভাগীয় অধ্যাপিকার দিকে। ওয়াকিবহাল মহলের একটা বড় অংশের অনুমান, অধ্যক্ষ এবং একশ্রেণির অসৎ অধ্যাপকের মদতে পরপর এমন দুর্নীতির ঘটনায় অসহায় ছাত্রছাত্রীরা। অভিযোগের আঙুল উঠছে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কোঅর্ডিনেটরের তথা অধ্যাপকের বিরুদ্ধেও। তারা সব জেনেও কোন ব্যবস্থা নেননি। এমনকী অভিযোগ করলেও দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে তাদের। বিভাগের পড়াশোনা শিকেয় উঠেছে। গত ১৩ জুলাই থেকে পরীক্ষা আরম্ভ হলেও শেষ হয়নি সিলেবাস। এ নিয়েই এদিন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গৌড় কলেজ চত্বর।যদিও এই ঘটনা প্রসঙ্গে গৌড় কলেজের অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, ওই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা যে অভিযোগ করেছে সেটি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে এবিষয়ে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোনও ত্রুটি থাকলে অবশ্যই সেটি আইনগতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। অধ্যক্ষের এই আশ্বাসের পর এদিন রাত নটা নাগাদ ঘেরাও বিক্ষোভ তুলে নেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের পড়ুয়ারা।

রানিগঞ্জে বিজেপির থানা ঘেরাও ঘিরে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: বিজেপির থানা ঘেরাও কর্মসূচি ঘিরে তুলকালাম-কাণ্ড রানিগঞ্জ থানা এলাকায়। শুক্রবার বেলা প্রায় ১২টা নাগাদ রানিগঞ্জের ডলফিন ময়দান থেকে মিছিল করে রানিগঞ্জ বাজার এলাকায় ঘুরে রানিগঞ্জ থানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। এদিন রানিগঞ্জ শহরের মণ্ডল সভাপতি শ্যামসের সিং ও গ্রামীণ মণ্ডলের পরিমল মাজির নেতৃত্বে, বিজেপির জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য, অরিজিৎ রায়-সহ জেলার একাধিক বিজেপির শীর্ষ নেতা এদিন থানার সামনে ব্যারিকেট বাধা অংশে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ফলে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের তুমুল বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি এমন হয়ে ওঠে যে বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী, বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন। যদিও মুহূর্তে পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ। এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচির কারণ হিসেবে বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য জানান, 'রাজ্যে উন্নয়ন থমকে আছে, আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছুই নেই, রানিগঞ্জ এলাকায় উন্নয়নের খাতে যে টাকা আসছে, শাসকদলের নেতাদের পকেটে চলে যাচ্ছে।' একই সঙ্গে এলাকায় অবৈধ কয়লা, বালিবোঝাই ট্রাক চালানোর অভিযোগও তোলেন বিক্ষোভকারীরা। সেই সঙ্গে আইন- শৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে বলেও দাবি করেছেন নেতৃত্বরা। এই দিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শীর্ষ বিক্ষোভকারীরা, রানিগঞ্জ থানার ইন্সপেক্টর বিকাশ দত্তের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেন।

বীরভূম জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আয়োজনে সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস পালন। গানে, কবিতায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন শিল্পীদের।

ফলের বীজ দিয়ে পরিবেশ-বান্ধব রাখি তৈরি খানাকুলের পড়ুয়াদের

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

আজ পবিত্র রাখি বন্ধন উৎসব। এই উৎসবে অভিনব উদ্যোগ নিলেন খানাকুলের রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ বাঁচাতে উদ্যোগ নেয় তারা। ফলের বীজ দিয়ে রাখি তৈরি করেলেন তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এই সব রাখিকে পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মাটি পুঁতে, নতুন চারা গাছ তৈরির সংকল্প নেয় পড়ুয়ারা।

'একটি রাখি, একটি প্রাণ। গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান।' এই সংকল্পকে পাথেয় করে এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা রাখি বন্ধন উৎসবে সামিল হয়েছে। খানাকুলের রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অভিনব পরিবেশবান্ধব রাখি তৈরিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা। জানা গেছে, প্রত্যেকটি রাখি তৈরি করা হয়েছে একাধিক ফলের বীজ দিয়ে। আম, জাম, আপেল, লেবু, কুল, কাঁঠাল, কুমড়ো, লিচু, লাউ, সবেদা, আতা ইত্যাদি ফলের বীজ দিয়ে এই পরিবেশবান্ধব রাখিগুলো তৈরি করা হয়েছে। এই রাখিগুলি দেখতেও সুন্দর হয়ে উঠেছে। আসলে এই রাখি বন্ধনের পর এই বীজগুলি মাটিতে রোপন করলে সৃষ্টি হবে নতুন প্রাণের স্পন্দন। অথবা কেউ এই রাখিকে ফেলে দিলেও সেখান থেকে সৃষ্টি হবে নতুন চারা গাছ। সাম্প্রতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকৃতির রুদ্ররূপ আমরা দেখেছি। এই রুদ্রমূর্তি ধারণ করা প্রকৃতির কাছে আমরা সকলেই অসহায়। সবুজই একমাত্র প্রকৃতির রুদ্র রূপকে শান্ত করতে পারে। তাই সবুজের প্রতি আমাদের আরও সংবেদনশীল হওয়ার প্রয়োজন আছে। এই বার্তা নিয়েই রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের সম্প্রীতির রাখি বন্ধন উৎসব। এমনটাই জানান ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমিত কুমার আঢ্য।

SBI

এসবিআই এইচএলসি, কল্যাণী (৬৪২২০)
বি-৯/১৩৯, সিভিক সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, পো. এবং থানা - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫
ইমেল : sbi.64220@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি কল্যাণী অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর আইন ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৪.০৬.২০২৫ তারিখে **ঋণগ্রহীতা প্রত্যুষ প্রসন্ন দাস, পিতা প্রদ্যোত কুমার দাস (ক) সম্পত্তির ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ৩সি, ২য় তল, প্রসাদ অ্যাপার্টমেন্ট, প্লট নং এ-২/১২০, ব্লক - এ, কল্যাণী টাউনশিপ, পো - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫ এবং (খ) বসবাসের ঠিকানা - ২১/২বি, পানপাড়া চতুর্থ লেন, তালপুকুর, ব্যারাকপুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২৩** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪০,০১,৬৩৩.০০ টাকা** (চল্লিশ লাখ এক হাজার ছশো তেত্রিশ টাকা) টাকা **০৩.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি কল্যাণী ৪০,০১,৬৩৩.০০ টাকা** (চল্লিশ লাখ এক হাজার ছশো তেত্রিশ টাকা) টাকা **০৩.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ ঢাকা এরিয়া **১০৫০ বর্গফুট, "প্রসাদ অ্যাপার্টমেন্ট"**, ২বিএইচকে **ফ্ল্যাট নং ৩সি**, ২য় তল, দক্ষিণ-পশ্চিম মুখী অবস্থিত প্লট নং এ-২/১২০, পো এবং থানা : কল্যাণী, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২৩৫, **দলিল নং ১-৫০৮৩/২০২৩।**
সম্পত্তি প্রত্যুষ প্রসন্ন দাস, পিতা প্রদ্যোৎ কুমার দাস এর নামে।

তারিখ - ০৫.০৮.২০২৫
স্থান - কল্যাণী, নদিয়া

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া / Central Bank of India

হলদিয়া শাখা
হলদিয়া মঞ্জুশ্রী কমপ্লেক্স, পো - খানজানচক হলদিয়া
থানা - দুর্গাচক, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত, প্রতীকী দখলীকৃত (সম্পত্তির নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণ চিহ্ন) এবং **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে** নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। অনুমোদিত অফিসারের প্রাপ্ত তথ্য এবং জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দখলদারি নেই, যাইহোক ইচ্ছুক দরদাতা তাদের নিজ স্বার্থে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নিতে পারেন সংশ্লিষ্ট দখলদারি, নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে ডাক দাখিলের পূর্বে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) নিম্নে বর্ণিত মতে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত (ফ্ল্যাট/দোকান/জমি/বিল্ডিং ইত্যাদি) (সম্পত্তির আইডি)	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১	**মেসার্স অলোকা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী : শ্রী সন্দীপ করণ,** পিতা প্রয়াত শক্তিপদ করণ, **শ্রীমতি অমৃতা খুটিয়া করণ,** স্বামী সন্দীপ করণ। **জামিনদাতা(গণ) : শ্রী আকাশ করণ,** পিতা প্রয়াত শক্তি পদ করণ, **শ্রী অলোকা করণ,** পিতা প্রয়াত শক্তি পদ করণ, **শ্রীমতি অলোকা করণ।** **শাখা : হলদিয়া।**	বসবাসের জমি এবং ভবন, **শ্রীমতি অলোকা করণ**, স্বামী শক্তি পদ করণ এর নামে, সাকিন গ্রাম : রামপুর কেশবপুর, পো : চৈতন্যপুর, থানা : সুতাহাটা,হলদিয়া, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬৪৫, প্লট নং ৫৪৫, এলআর খতিয়ান নং ১৬/১, মৌজা : কেশবপুর, জেএল নং ৪৪, সম্পত্তির এরিয়া : ২.২৫ ডেসিমেল, বাস্তু। স্বত্ব দলিল নং ১-৫৫০৪/১৯৮৯। এবং বসবাসের জমি এবং ভবন- **শ্রী সন্দীপ করণ,** পিতা প্রয়াত শক্তি পদ করণ; **শ্রী আকাশ করণ,** পিতা প্রয়াত শক্তি পদ করণ; **শ্রীমতি অলোকা করণ** এর নামে, গ্রাম : রামপুর কেশবপুর, পো চৈতন্যপুর, থানা : সুতাহাটা, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, হলদিয়া, পিন : ৭২১৬৪৫, প্লট নং ৫৪৫, ৫৪৬/৮০১, এলআর খতিয়ান নং ১২২৬, ১২৭ এবং ১২২৮, জেএল নং ৪৪, মৌজা : কেশবপুর, স্বত্ব দলিল নং ৮৪৩২/১৯৮৬; ৪.০ ডেসিমেল, ১-৬৫৩/১৯৮৮; ১ ডেসিমেল ১-৫৫০৫/১৯৮৯; ০.৭৫ ডেসিমেল। সম্পত্তির এরিয়া ৮ ডেসিমেল বাস্তু জমি। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অরবিন্দ হাইত এর সম্পত্তি; দক্ষিণে : বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়; পূর্বে : সাধারণ চলার পথ; পশ্চিমে : বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়। **সম্পত্তি আইডি : সিবিআইএনব্যাহক১৫০০করণ।**	ক) ০২.০৬.২০২২ খ) ২৬.৯০ লাখ টাকা গ) ০৬.০৯.২০২২ (প্রতীকী দখলীকৃত)	আরপি : ৩৪,৩৭,৭৮২.০০ টাকা ইএমডি : ৩,৪৪,০০০.০০ টাকা বিআইএ : ২০,০০০ টাকা

ই-নিলাম	পর্যবেক্ষণের তারিখ	নিলাম পরিমাণের জন্য ইএমডি জমার তারিখ এবং সময়	ইএমডি জমার শেষ তারিখ এবং সময়	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়
সমস্ত সম্পত্তির জন্য	৩০.০৮.২০২৫	৩০ আগস্ট ২০২৫, সকাল ১০টায়	১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকেল ৪টে পর্যন্ত	১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার মাধ্যমে নিলাম পরিচালিত হবে : ই-নিলাম সংস্থার ওয়েবসাইট : https://baanknet.com/ ই-নিলাম এজেন্সির সহিত যোগাযোগের বিস্তারিত : পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং : +৯১ ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল : support.baanknet@psballiance.com
ডাকদাতার নথিভুক্তি এবং ইএমডি প্রদান/ ফেরত সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে : ই-মেল : support.baanknet@psballiance.com । অনুগ্রহ করে কাজের দিন কাজের সময়ে হেলপডেস্ক অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে নিম্নোক্ত শর্তপূরণ যথেষ্ট পূর্বেই সম্পাদন করতে।
পদক্ষেপ ১ : ডাকদাতা/ক্রেতার নথিভুক্তি : ডাকদাতাকে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নথিভুক্তি করতে হবে **https://baanknet.com/** নিজের মোবাইল নং এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে।
পদক্ষেপ ২ : কেওয়াইসি যাচাই : ই-কেওয়াইসি এর ক্ষেত্রে নথিগুলি সিস্টেম দ্বারা যাচাই হবে। অনুগ্রহ করে অবগত হোন পদক্ষেপ ১ এবং ২ ডাকদাতাকে যথেষ্ট পূর্বেই সম্পাদন করতে হবে।
পদক্ষেপ ৩ : ইএমডি পরিমাণ : আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাকে অনলাইন মোডের মাধ্যমে ইএমডি দাখিল করতে হবে (এনইএফটি/ট্রান্সফার/ইউপিআই/নেট ব্যাঙ্কিং) গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেট থেকে যথেষ্ট পূর্বে/নিলাম চলাকালীন সময়ে। কোনও কারণে গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ না পাওয়া গেলে, সিস্টেম ডাক দিতে দেবে না। নথিভুক্তি, কেওয়াইসি নথি যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর যথেষ্ট পূর্বে সম্পাদিত হতে হবে, নিলামের সময়ের পূর্বে। ডাকদাতারা একটি বা সকল সম্পত্তির জন্য ডাক দিতে পারেন। ওয়ালেটে যথেষ্ট পরিমাণ ইএমডি থাকলে তবেই ডাকদাতারা নিলামের দিন ডাক দিতে পারবেন। ডাকদাতার গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট অর্থ থাকতে হবে (>=ইএমডি পরিমাণ) ডাকের সময়ে। একাধিক সম্পত্তির জন্য ডাক দিতে চাইলে প্রতিটি সম্পত্তির জন্যই ইএমডি দাখিল করতে হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ায় জন্য কিছু সময় লাগতে পারে, ফলে ডাকদাতাদের নিজের স্বার্থে শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট পূর্বে প্রাক-ডাক ইএমডি পরিমাণ দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
নিলাম প্রক্রিয়াকালে ডাক/ ইএমডি দাখিলের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com/** থেকে প্রাপ্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করুন।
পদক্ষেপ ৪ : ডাকের প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফল : আগ্রহী নিবন্ধিত ডাকদাতারা পদক্ষেপ ১, ২ এবং ৩ সম্পূর্ণ করার পর ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে ডাক দিতে পারবেন। কোনও কারণে কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে কেবল একজনই ডাকাদাতা থাকেন তবে তিনি ই-নিলামে অংশ নেবেন এবং সারণিতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির জন্য বর্ধিত পরিমাণের সমতুল পরিমাণ ডাক পরিমাণ দেবেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে তিনি সফল ডাকদাতা হিসেবে ঘোষিত হবেন না।
অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com/** প্রাপ্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করতে হবে ইএমডি দাখিল /নিলামের সময়ে ডাক দিতে।
বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.centralbankofindia.co.in** লিঙ্ক উল্লেখ করুন।

তারিখ : ০৭.০৮.২০২৫
স্থান : হলদিয়া

অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank / ইলাহাবাদ ALLAHABAD

স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ (এসএএমএল)
কলকাতা শাখা,১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় তল,
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, কলকাতা , ৭০০ ০০১
ই-মেইল: samlkolkata@indianbank.co.in
ফোন নং: (০৩৩) ২২৩১১৪৭১

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট -৪-এ [রুল ৯(১) ও ৬(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১) ও ৬(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকিকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তিগুলির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএএম লার্জ কলকাতা শাখার (সুরক্ষিত পাওনাদার) অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ০২.০৯.২০২৫ তারিখে ৪,৫৮,৫৭,৩৯৬.০০ টাকা (চার কোটি আটান্ন লক্ষ সাতান্ন হাজার তিনশো ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র) ৩০.১২.২০২৩ অনুযায়ী সেইসঙ্গে ৩১.১২.২০২৩ থেকে তার উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, **এসএএম লার্জ কলকাতা শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর পাওনা মেটানোর জন্য **মেসার্স গ্রিন গার্ডেন অ্যাগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড,** ফ্ল্যাট নং ১০৫, প্রথম ফ্লোর, ১২৩, নেতাজি সুভাষ অ্যাভিনিউ, শ্রীরামপুর, হুগলি, পিন - ৭১২ ২০১- এর কাছ থেকে।

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বর্ধিত রাশি ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. মেসার্স গ্রিন গার্ডেন অ্যাগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড,** ফ্ল্যাট নং ১০৫, প্রথম তলা, ১২৩, নেতাজি সুভাষ অ্যাভিনিউ, শ্রীরামপুর, হুগলি, পিন - ৭১২ ২০১। **২. জনাব সাইফুল মল্লিক, পিতা - কে. এন. মল্লিক,** ফ্ল্যাট নং ১০৫, প্রথম ফ্লোর, ১২৩, নেতাজি সুভাষ অ্যাভিনিউ, শ্রীরামপুর, হুগলি, পিন - ৭১২ ২০১। **৩. জনাব সেখ সিরাজ আলী,** পিতা - শেখ আহমেদ আলী, ডুমুরদহ, ডুমুরদহধাম, থানা - বলাগড়, হুগলি, পিন - ৭১২ ৫১৫। **৪. শ্রী সুভাষ মজুমদার,** পিতা - রাধিকা রঞ্জন মজুমদার, কাঁটাপুকুর, ত্রিবেণী রোড, পুরাতনপোতা, ঝাপানতলার কাছে, মিনাজপুর, থানা ও ডাকঘর - মগরা, হুগলি, পিন - ৭১২ ১৪৮। **৫. শ্রীমতী জেসমিন মল্লিক,** প্রযত্নে - মানুয়ারা খাতুন, চক্রবর্তী পাড়া, বান্দিপুর, হরিপাল, হুগলি, পিন - ৭১২ ৪০৭। **খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা ব্রাঞ্চ।**	**জমি এবং বাড়ি- (মূল্য- ৩৪২.০০ লক্ষ টাকা)** ১) **মেসার্স গ্রীন গার্ডেন এগ্রো প্রাঃ লিঃ** এর নামে থাকা ৫১ ডেসিমেল (কমবেশি) পরিমাপের রাইস মিল জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার অবস্থান- মৌজা - ধনজিপুর, জেএল নং. ২২, আরএস ও এলআর দাগ নং. ২৬৬,২৭৪,২৭৫ এবং ২৭৬ এলআর খতিয়ান নং ১৪৪ এবং ১৪৬, থানা-দাদপুর, ব্লক- পোলবা, গোস্বামী মালিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিধির এলাকার মধ্যে, জেলা- হুগলী, ৭১২৩০৫। ২০২১ সালের ০৮.০৩.২০২১ তারিখের উপহারের দলিল নং আই-১৬৪৬ এর মাধ্যমে সম্পত্তিটি নিবন্ধিত হয়েছে বই নং- ১, ভলিউম নং ০৬০২-২০২১, পৃষ্ঠা নং ৬৫৪৪৫ থেকে ৬৫৪৭৭ পর্যন্ত ১৩.০৪.২০২১ তারিখে ডিএসআর-২, হুগলিতে নিবন্ধিত। **সম্পত্তির তফসিল নিম্নরূপ:** **(ক)** আরএস ওএলআর দাগ নং ২৭৪-এ প্রায় ১৩ ডেসিমেল সমন্বিত রাইস মিল জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। দলিল অনুসারে সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- দাগ নং ২৭৫ দ্বারা, চালের কল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৬১ নং রাইস মিল দ্বারা, পূর্ব দিকে- ১২' ফুট মেটাল রোড, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭৩ ,রাইস মিল দ্বারা। **(খ)** প্রায়১০ ডেসিমেল পরিমাপের 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস ও এলআর দাগ নং ২৭৫ । দলিল অনুসারে সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- দাগ নং ২৭৭ রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৭৪ নং রাইস মিল দ্বারা, পূর্ব দিকে- ১২' ফুট মেটাল রোড, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭৬ নং রাইস মিল দ্বারা। **(গ)** প্রায় ২০ ডেসিমেল পরিমাপের 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল । আরএস ও এলআর দাগ নং ২৭৬ । দলিল অনুসারে **সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- দাগ নং ২৭৭ নং দ্বারা, রাইস মিল , দক্ষিণে- দাগ নং ২৭৩ নং রাইস মিল দ্বারা, পূর্ব দিকে- দাগ নং ২৭৫ নং রাইস মিল দ্বারা, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭১ ও ২৭২ নং রাইস মিল দ্বারা। **(ঘ)** 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ প্রায় ০৮ ডেসিমেল যার আরএস ও এলআর দাগ নং ২৬৬। দলিল অনুসারে সীমানা- উত্তরে- দাগ নং ২৬৮ নং রাইস মিল, দক্ষিণ- অন্যের জমি, পূর্বে- দাগ নং ২৭২ নং রাইস মিল, পশ্চিমে- অন্যের জমি। **(২) মেসার্স গ্রীন গার্ডেন এগ্রো প্রাঃ লিঃ** এর নামে থাকা ৫১ ডেসিমেল (কমবেশি) পরিমাপের রাইস মিল জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার অবস্থান- মৌজা - ধনজিপুর, জেএল নং. ২২, আরএস ও এলআর দাগ নং. ২৬৫,২৭০,২৭১, ২৭২ এবং ২৭৩ এলআর খতিয়ান নং ১৪৪ এবং ১৪৬, থানা-দাদপুর, ব্লক- পোলবা, গোস্বামী মালিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিধির এলাকার মধ্যে, জেলা- হুগলী, ২০২১ সালের ০৮.০৩.২০২১ তারিখের উপহারের দলিল নং আই-১৬৪৫ এর মাধ্যমে সম্পত্তিটি নিবন্ধিত হয়েছে বই নং-১, ভলিউম নং ০৬০২-২০২১, পৃষ্ঠা নং ৬৫৪৭৮ থেকে ৬৫৫১২ পর্যন্ত ডিএসআর-২, হুগলী ১৩.০৪.২০২১তারিখে নিবন্ধিত । সম্পত্তির তফসিল নিম্নরূপ- **(ক)** ২৭ ডেসিমেল পরিমাণ রাইস মিল জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৬৫। দলিলের বিবরণ অনুযায়ী **সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- দাগ নং ২৬৮ এবং ২৭২ এর রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৬৪ এর রাইস মিল, পূর্বে- দাগ নং ২৬১ এর রাইস মিল, পশ্চিমে- অন্যদের জমি। **(খ)** ৪৯ ডেসিমেল পরিমাণ 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৭০। দলিলের বিবরণ অনুযায়ী **সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- দাগ নং ২৭৮ এবং ২৮০ এর রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৬৮ এর রাইস মিল, পূর্বে- দাগ নং ২৭১ এবং ২৭২ এর রাইস মিল, পশ্চিমে- দাগ নং ২৬৯ এর রাইস মিল। **(গ)** ১৫ ডেসিমেল পরিমাণ 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৭১। দলিলের বিবরণ অনুযায়ী **সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- দাগ নং ২৮০ এর রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৭০ এর রাইস মিল, পূর্বে- দাগ নং ২৭৬ এবং ২৭৭ এর রাইস মিল, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭০ এর রাইস মিল। **(ঘ)** ৩২ ডেসিমেল পরিমাণ 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৭২। দলিলের বিবরণ অনুযায়ী **সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- দাগ নং ২৭১ এর রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৬৫ এর রাইস মিল, পূর্বে- দাগ নং ২৭৬ এবং ২৭৩ এর রাইস মিল, পশ্চিমে- দাগ নং ২৬৮ এবং ২৭০ এর রাইস মিল। **(ঙ)** ৩৭ ডেসিমেল পরিমাণ 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৭৩। দলিলের বিবরণ অনুযায়ী **সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- দাগ নং ২৭৬ এর রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৬১ এর রাইস মিল, পূর্বে- দাগ নং ২৭৪ এর রাইস মিল, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭২ এর রাইস মিল। **প্ল্যান্ট ও মেশিনারি: (মূল্য- ২০৮.০০ লক্ষ টাকা)** ধান প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের সমস্ত প্ল্যান্ট ও মেশিনারি যা মৌজা - ধঞ্জিপুর, থানা - দাদপুর, ব্লক - পোলবা দাদপুর, গোস্বামী মালিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাভুক্ত, জেলা - হুগলিতে অবস্থিত।	**৪,৫৮,৫৭,৩৯৬.০০ টাকা** (চার কোটি আটান্ন লক্ষ সাতান্ন হাজার তিনশো ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র), **৩০.১২.২০২৩** তারিখ অনুযায়ী। তদুপরি এর সাথে যুক্ত হবে ৩১.১২.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং অন্যান্য চার্জ ও ব্যয়।	**ক) ৫,৫০,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ৫৫,০০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা মাত্র) **গ) ৫,০০,০০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50392147921** ঙ) অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা প্রাপ্ত তথ্য এবং জ্ঞান অনুযায়ী, সম্পত্তির উপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই। **চ) বাস্তবিক দখল**

যোগাযোগের ব্যক্তি: কুনওয়ার জিতেন্দ্র সিং (অনুমোদিত অফিসার), মোবাইল নং ৯৩২৪১ ৬৮৪৬৬।

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মুল্য হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ: ১১.০৮.২০২৫ থেকে ০১.০৯.২০২৫ সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৩.০০ টের মধ্যে
ই-অকশনের তারিখ ও সময় : তারিখ: ০২.০৯.২০২৫ সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্লাটফর্ম, https://baanknet.com

অংশগ্রহণকারী বিডারদের অনলাইন বিড করার জন্য আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর হেল্পডেস্ক নম্বর** ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে নিবন্ধন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতি জানতে, অনুগ্রহ করে support.BAANKNET@psballiance.com-এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিবরণ, ছবি এবং নিলামের শর্তাবলী জানতে, অনুগ্রহ করে https://baanknet.com ওয়েবসাইট দেখুন। এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, **হেল্পডেস্ক নম্বর** ৮২৯১২ ২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি খোঁজার সময় উপরে উল্লেখিত প্রপার্টি আইডি নম্বরটি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এর ও প্রতি।

তারিখ: ০৮.০৮.২০২৫,
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank / ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ -এ [রুল ৮(৬) এর বন্দোবস্ত দেখুন]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতিকী দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চৌরঙ্গী, কলকাতা শাখা, (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", এবং "সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী ১০.০৯.২০২৫ তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চৌরঙ্গী**, কলকাতা শাখার (সুরক্ষিত ঋণদাতা) প্রাপ্য ৪৩,৯৮,১৩৬.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার একশো ছত্রিশ টাকা মাত্র) ০৫.০৮.২০২৫ অনুযায়ী এর সঙ্গে ০৬.০৮.২০২৫ থেকে কার্যকর সুদ, খরচ এবং অন্যান্য চার্জ সহ ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা ভোয়াল (দত্ত)**, স্বামী-প্রয়াত সুমন ভোয়াল এবং পিতা-কার্তিক দত্ত, ঠিকানা- গোপাল বিহার, বাড়ি নং এফডি-৪৯/৪, স্ট্রিট-১ লেন-বিদ্যাসাগর পল্লী, দেশবন্ধু নগর, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০ ০৫৯। এছাড়াও আরেকটি ঠিকানা- বাতাইগোল বাজার, মন্দিরপাড়া, ডাকঘর ও থানা-মাল, জেলা-জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৫ ২২১ এর থেকে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বর্ধিত পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা ভোয়াল (দত্ত),** স্বামী- প্রয়াত সুমন ভোয়াল এবং পিতা-কার্তিক দত্ত ঠিকানা- গোপাল বিহার, বাড়ি নং এফডি-৪৯/৪, স্ট্রিট-১ লেন-বিদ্যাসাগর পল্লী, দেশবন্ধু নগর, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০ ০৫৯। এছাড়াও আরেকটি ঠিকানা- বাতাইগোল বাজার, মন্দিরপাড়া, ডাকঘর ও থানা-মাল, জেলা-জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৫ ২২১ **২. শ্রীমতী সুচিত্রা ভোয়াল প্রয়াত সুমন ভোয়ালের** মাতা ও আইনি উত্তরাধিকারী বাতাইগোল বাজার, মন্দিরপাড়া, ডাকঘর ও থানা-মাল, জেলা-জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৫ ২২১ **৩. শ্রীমতী সুদিতি ভোয়াল প্রয়াত সুমন ভোয়ালের** কন্যা ও আইনি উত্তরাধিকারী তার স্বাভাবিক ও আইনি অভিভাবক শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা ভোয়াল প্রতিনিধিত্ব করেছেন ঠিকানা- বাতাইগোল বাজার, মন্দিরপাড়া, পোস্ট ও থানা - মাল, জেলা - জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৫২২১ ৪. মেসার্স হিমাঙ্গ মার্কেন্টাইলস প্রাঃ লিঃ এর ডিরেক্টর শ্রী রৌনক **ঝুনঝুনওয়ালা** পিতা-সুশীল কুমার ঝুনজুনওয়ালা মাধ্যমে ঠিকানা- পি-৮২৯/এ, লেক টাউন ব্লক এ, পোস্ট - লেক টাউন, থানা - লেক টাউন, কলকাতা- ৭০০০৮৯। **শাখা : চৌরঙ্গী, কলকাতা**	ষষ্ঠ ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং - ডি-৬০২ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার কার্পেট এরিয়া ৬৮১ বর্গফুট (ব্যালকনি এরিয়া প্রায় ৩৭ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া কার্পেট এরিয়া বাদে), যার মধ্যে রয়েছে ২টি শোবার ঘর, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা, একটি যান্ত্রিক গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ, ব্লক নং - ডি, ভবানী কোর্টইয়ার্ড এবং সেইসঙ্গে ৮ বিঘা ৩ কাঠা ১০ ছটাক ৩ বর্গফুট (কমবেশি) জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার, যার আরএস দাগ নং - ৪৪৩, ৪৪৭,৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০ এবং ৪৬২ সংশ্লিষ্ট এলআর দাগ নং- ৭৪৭, ৭৫০, ৭৫১, ৭৫২, ৭৫৩ এবং ৭৫৭, এলআর খতিয়ান নং- ৩০৫২, সমস্তই বাস্তু শ্রেণীবদ্ধ মৌজা - সাহারা, জেএল নং- ৪৬, আরএস নং - ৩, তৌজি নং - ১৪৬, উত্তর ২৪ পরগণা, পোস্ট - গঙ্গানগর, থানা - এয়ারপোর্ট, জেলা -উত্তর ২৪ পরগণা, প্রেমিসেস নং - ৯১/১ যশোর রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০১৩২, মধ্যম গ্রাম পৌরসভার ওয়ার্ড নং - ২৬ এর **অধীনে অবস্থিত।** উত্তরে- কমপ্লেক্সের ব্লক - সি এর প্রস্তাবিত স্থান, দক্ষিণে- কমপ্লেক্সের ব্লক ই, পূর্বে- অভ্যন্তরীণ পথ, তারপরে সীমানা প্রাচীর, পশ্চিমে- প্রস্তাবিত অভ্যন্তরীণ উদ্যান এলাকা এবং তারপরে ব্লক জি।	৪৩,৯৮,১৩৬.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার একশো ছত্রিশ টাকা মাত্র) ০৫.০৮.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি এর সঙ্গে ০৬.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর সুদ, খরচ এবং অন্যান্য চার্জ যুক্ত হবে।	**ক) ৫২,০৬,৫০০.০০ টাকা (*)** (বাহান্ন লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) **খ) ৫,২০,৬৫০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ কুড়ি হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা মাত্র) ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের আগে পোর্টালে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB07220433035** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল**

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

পরিদর্শনের তারিখ: ০২.০৯.২০২৫ থেকে ০৬.০৯.২০২৫, সময়: সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১০.০৯.২০২৫, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম , (১) https:// www.baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - support.BAANKNET@psballiance.com এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- https://baanknet.com
এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী (গণ)- এর ও প্রতি

তারিখ: ০৫.০৮.২০২৫
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

চাম্বায় খাদে গাড়ি পড়ে মৃত ছয়
শোকপ্রকাশ হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রীর

চাম্বা, ৮ অগস্ট: হিমাচল প্রদেশের চাম্বায় ৫০০ ফুট গভীর খাদে গাড়ি পড়ে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে চাম্বা জেলার তিসা মহকুমার চানওয়াস এলাকায় গাড়ির চাকা পিছলে যাওয়ায় তা খাদে পড়ে। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন হিমাচলপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখ্খু।

তিনি জানান, 'চাম্বা জেলার তিসার চানওয়াসে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় ৬ জনের মৃত্যুর খবর অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই। আমি মৃতদের আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে।'

উল্লেখ্য, গাড়ি চালাচ্ছিলেন স্থানীয় এক স্কুলের শিক্ষক। তিনি তাঁর স্ত্রী ও শ্যালককে সঙ্গে নিয়ে ছেলেমেয়েকে বোর্ডিং স্কুল থেকে আনতে গিয়েছিলেন। মৃত্যু হয়েছে শিক্ষক, তাঁর স্ত্রী, শ্যালক, ছেলে, মেয়ে ও গাড়িতে থাকা অন্য এক আরোহীর।

সপ্তাহের শেষে পড়ল শেয়ার বাজার সূচক

মুম্বই, ৮ অগস্ট: ভারতের শেয়ার বাজারে ধস। শুক্রবার দিনের শেষে প্রায় এক শতাংশ পড়েছে সেনসেক্স। ৮০ হাজারের নীচে নেমেছে এই সূচক। নিফটি এবং ব্যাঙ্ক নিফটিও প্রায় এক শতাংশ পড়েছে।

সপ্তাহের শেষে এদিন ব্যাপক ধাক্কা লাগে শেয়ার বাজারে। শুক্রবার সেনসেক্স ও নিফটি ৫০, দুটি সূচকেই পতন দেখা যায়। তিনটি সূচকেই প্রায় ১ শতাংশ পতন হয়েছে। এদিন দিনের শেষে সেনসেক্স ৭৯,৮৫৭.৭৯ (-৭৬৫.৪৭), নিফটি ৫০ ২৪, ৩৬৩.৩০ (-২৩২.৮৫), ব্যাঙ্ক নিফটি ৫৫, ০০৪.৯০ (-৫১৬.২৫) হয়। উল্লেখ্য, শুক্রবার বাজার খোলার পর থেকেই পতন দেখা গিয়েছে শেয়ার সূচকে। সকাল ১১টা নাগাদ সেনসেক্স পড়ে প্রায় সাড়ে পাঁচশো পয়েন্ট। ওই একই সময়ে ১৬০ পয়েন্ট নেমে যায় নিফটি। প্রবল ধাক্কা লেগেছে ব্যাঙ্ক নিফটিতেও। সকাল ১১টা বেজে ১২ মিনিটে ৩১২ পয়েন্টেরও বেশি পড়ে ৫৫, ২০৬-এর স্তরে ছিল ওই সূচক।

গাজা দখলে নেতানিয়াহুর প্রস্তাবে অনুমোদন ইজরায়েলের নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রিসভার

তেল আবিব, ৮ অগস্ট: গাজার সম্পূর্ণ দখল চান ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তাঁর প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে সেখানকার নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রিসভা। এই সিদ্ধান্তের ফলে প্যালেস্তাইনে উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। নেতানিয়াহুর দফতর থেকে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে থাকা সাধারণ মানুষের প্রতি মানবিকতা দেখিয়ে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ) গাজা শহর দখলের প্রস্তুতি নেবে। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে গাজার চারভাগের মধ্যে তিনভাগের দখল নিয়েছে ইজরায়েল। কিন্তু নিরাপত্তার স্বার্থে সম্পূর্ণ দখলদারি চান নেতানিয়াহু। সূত্রের খবর, সে দেশের নিরাপত্তা বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি ইতিমধ্যে এ প্রস্তাবে ছাড়পত্র দিয়েছে।

একই সঙ্গে সিকিউরিটি ক্যাবিনেট যুদ্ধ বন্ধের জন্য নেতানিয়াহুর পাঁচটি প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৬৫, তারিখ ০৬.০৮.২০২৫। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/টেলি/টি/০৮/২৫-২৬/সিএপি, অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে সংশ্লিষ্ট ইক্যুইপমেন্ট সহ ড্যুয়াল বিএপিসি এবং ইউএফএসবিআই-এর জন্য মিডিয়া রিডানডেন্সি, ডাটা লগারের মাধ্যমে এসএমএস অ্যালার্ট, ফেইল্ড মিডিয়া ইন্ডিকেশনের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭,৮৯,৭৫,৯৪৩.৭৩ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ৫,৪৪,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ২১.০৮.২০২৫। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ০৪.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখঃ** ০৪.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২.৩০টায়। বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in কারিগরী যোগ্যতার শর্তাবলী ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত, সর্বশেষ ০৭ (সাত) বছরের মেয়াদে, টেন্ডারদাতাকে কাজের নিম্নলিখিত ক্যাটিগরির কোনও একটি কাজ সফলভাবে সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে বা বাস্তবে শেষ করে থাকতে হবে ঃ (১) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের তিনটি অনুরূপ ধরনের কাজ, বা (২) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের দুটি অনুরূপ কাজ, বা (৩) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর সম পরিমাণের নিচে নয় এরূপ মূল্যের একটি অনুরূপ কাজ। **আর্থিক যোগ্যতার শর্ত ঃ** টেন্ডারদাতার, ভি/এন বা 'ভি' যেটা কম হবে, ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে; যেখানে ভি=কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান, এন=যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হচ্ছে সেই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে, 'মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্ট'-এর গড় হিসাবে, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাব করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট তৈরি/ নিরীক্ষিত না হলে, সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাবের জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসিত নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট দ্বারা সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে প্রাপ্ত শংসাপত্রের কপি সমেত, জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জমা করতে হবে (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)। **অন্যান্য নথিপত্র যা জমা করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লেখিতমতো। **অনুরূপ ধরনের কাজ ঃ** সিগন্যালিং অথবা টেলিকম কেবলের জন্য খনন, বিছানো এবং পরীক্ষণ সমন্বিত সিগন্যাল অথবা টেলিকমের যে কোনো কাজ। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতাকে, টেন্ডার নথিতে উল্লেখিত মতো যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণে তাঁর/তাঁদের দাবির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র, টেন্ডার অফারের সঙ্গে জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতার জমা করা, শংসাপত্রের সমর্থনে নথিপত্রের/শংসাপত্রের কপির প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্ব-প্রত্যয়িত/টেন্ডারদাতার বা টেন্ডার প্রদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধির ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।

(SDAH-156/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Quotation Notice

Ayodhya Co-operative Housing Society Ltd. intends to build one G+4 storied building on Premises No. 21-0568, Plot No. AA-IIB/1158, Action Area : IIB, New Town, Kolkata, for which the said society is inviting sealed quotation to appoint one bonafide, experienced Architect and Developer for building construction as per rules and regulations of West Bengal Housing Co-operaative Society and HIDCO.

Sealed quotation must be sent to the following mailing address within 10 (ten) days from publication date.

Sd/- Secretary
Ayodhya Co-operative Housing Society Ltd.
Flat E-401, Peerless Kunja, Jugipara, P.S. Dumdum
21, S.S.S. Sarani, Kolkata, North 24 Parganas, Pin-700028.

Quotation Notice

Red Tulip Co-operative Housing Society Limited intends to build one G+4 building on Premises number 31-0584, Plot No. 1217, in AA-IIB of Newtown, Kolkata for which the said society is inviting sealed quotation to appoint one bonafide, experienced Architect and Developer for building construction, as per rules and regulations of West Bengal Housing Co-operaative Society & HIDCO.

Sealed quotation must be sent to the following mailing address within 10 (ten) days from publication date.

Sd/- Secretary
Red Tulip Co-operative Housing Society Limited.
Debnibas, P.O.- Debnibas, P.S.- Freserganj Costal, Dist.- South 24 Parganas, Pin-743357.
Mobile : 9433328351

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

সার্কেল অফিস - মুর্শিদাবাদ, জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার, পো. এবং থানা - বহরমপুর জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১, www.pnbindia.in

সংশোধনী

গত ইং ০৬.০৮.২০২৫ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'লিজে প্রেমিসেস এর জন্য প্রস্তাব আহ্বায়ক বিজ্ঞাপন' শীর্ষক বিজ্ঞাপনে খাম নং -২ অনুচ্ছেদে "উক্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে" এর পরিবর্তে **"উক্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৭ দিনের মধ্যে"** পড়তে হবে । বাকি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। মুদ্রণ ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

SANCHARI CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

[Regd. No. 199/RTAH/MIG of 2004 dated 21.09.2004]
Registered Office : Plot No.-BA-20, Premises No. 01-0112, Street No. 0112, Action Area-IB, P.O. & P.S. - New Town. New Town, Kolkata-700156

PUBLIC NOTICE

I, Sankar Sinha Roy being the secretary of Sanchari Co-operative Housing Society Ltd., hereby inform all that society after scrutiny and verification of papers transferred the membership of Amal Chatterjee in favour of intending member namely Subhajit Nag, if anyone has any objection please contact the undersigned within 7 days, after that no objection will be entertained in any manner.

Sd/-
Secretary
Sanchari Co-operative Housing Society Ltd.
Mobile : 9123641670

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - ই-টেন্ডার

সংশোধনী

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/করিয়েন্ডাম/২০২৫/০৫, তারিখঃ ০৮.০৮.২০২৫। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত পূর্ববর্তী **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/২৪, তারিখঃ** ০১.০৭.২০২৫-এর সাপেক্ষে সংশোধনী। **টেন্ডার নম্বর ৫২২৫৩০০১এ**-এর ক্ষেত্রে **টেন্ডার খোলার তারিখ** ০৮.০৮.২০২৫-এর পরিবর্তে ১৮.০৮.২০২৫ পড়তে হবে।

(PR-499/C)

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

2nd Call 2nd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 19/WS/Eng/25 Dt. 20-05-25
1st Call 2nd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 33/WS/Eng/25 Dt. 08-07-25

Bid Submission period: 18.08.25 instead of 07.08.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

BHADURA HARIDAS GRAM PANCHAYET

Diamond Harbour-II Dev.Block. Vill-Pana, P.O-Panarhat, P.S-Ramnagar, Dist-South 24 PGS. Pin-743504,
E-Mail:-Pradhan.bharidas @gmail.com

Notice of Inviting E-Tender.

E-Tenders are invited by the undersigned for :-
1.BHGP/E-TENDER/2025-2026/05 Date-07/08/2025 **Tender ID 2025_ZPHD_888255_1 to 4,**
2. BHGP/E-TENDER/2025-2026/06 Date-07/08/2025 **Tender ID 2025_ZPHD_888321_1,**
3. BHGP/E-TENDER/2025-2026/07 Date-07/08/2025 **Tender ID 2025_ZPHD_888270_1 to 3,**
4. BHGP/E-TENDER/2025-2026/08 Date-07/08/2025 **Tender ID 2025_ZPHD_888325_1 to 2,**
5. BHGP/E-TENDER/2025-2026/09 Date-07/08/2025 **Tender ID 2025_ZPHD_888333_1,**
6. BHGP/E-TENDER/2025-2026/10 Date-07/08/2025 **Tender ID 2025_ZPHD_888340_1 to 2**
Have been invited. Contact the office of the u/s & Visit **www.wbtenders.gov.in** for Details. Last Date of applicaton is **18/08/2025, 5.00 P.M.**

Sd/-Pradhan
Bhadura Haridas.G.P

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

SHORT NIQ NOTICE
NABADWIP MUNICIPALITY

e-NIQ are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
NIQ No: NM/PHCT/NIQ-1e/2025-26. Date 08.08.2025.
ID: 2025_MAD_889252_1.
Last Date of receiving EOI On 23.08.2025 at 06.00 PM.
N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**

Sd/- **Chairman**
Nabadwip Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- **NIT No:-NM/PWDT/NIT-025e(2nd Call)/2025-2026.Tender ID-2025_MAD_889160_1.Type of Work:-** Purchase of Ambulance for Nabadwip Municipality. Bid Submition End Date:- **23-08-2025 at 05:00 PM.** Bid Open Date:-**26-08-2025 at 10:00 AM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**

S/D Chairman,
Nabadwip Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Quotation are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 1237, Dt. 05/08/2025** for Purchased of Slake Lime and Bleaching Powder of this Municipality, **Tender ID: 2025_MAD_887880_1 to 2,** Last Date of Bid Submission **21/08/2025 at 17.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- **NIT No:-NM/PWDT/NIT-041e/2025-2026.Tender ID-2025_MAD_889159_1.Type of Work:-** Construction of Car shed for SWM Vehicles at Nabadwip Municipality. Bid Submition End Date:- **23-08-2025 at 05:00 PM.** Bid Open Date:-**26-08-2025 at 10:00 AM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**

S/D Chairman,
Nabadwip Municipality

NIT No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB /RSM/ 206/ 25-26/ 2nd Call Dated 07.08.2025	Construction of Soling road at Sitala Mandir to H/O Gopal Karmokar via H/O Sadhan Roy(Lenin Nagar),in Ward No-32,under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.5,80,769.00

Bid Submission end date: **18.08.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 223 to 232/2025-2026 Dated- 08-08-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Jhargram, Burdwan, Jalpaiguri, Coochbehar, Hooghly, Nadia, Purba Medinipur, North 24 Parganas and Bankura District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **09-08-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **25-08-2025 upto 3.00 pm**

Date: 08.08.2025 **Sd/- Executive Engineer**

DUKE COMMERCE LIMITED

CIN : L51909WB1982PLC035425
Registered Office : Hongkong House, 1st Floor, 31 B. B. D. Bagh (S), Kolkata - 700001
Phone : (033) 22488891/92, **E-mail :** duke.commerce@yahoo.com

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June 2025 (Rs In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30-06-2025 (Unaudited)	Quarter ended 31-03-2025 (Audited)	Quarter ended 30-06-2024 (Unaudited)	Year Ended 31-03-2025 (Audited)
1	**Income from operations**				
	Revenue from Operations				
	Interest Income	16.28	18.25	10.18	60.90
	Dividend Income	-	-	-	108.82
	Net gain on fair value changes	5.87	6.95	8.55	26.46
	Total Revenue from Operation	**22.15**	**25.20**	**18.74**	**196.18**
	Total Income from operations	**22.15**	**25.20**	**18.74**	**196.18**
2	**Expenses**				
	a) Finance Costs	-	-	-	-
	b) Impairment on Financial Instruments (Reversal of Provisions)	(1.00)	-	0.98	1.35
	c) Employees benefit expenses	3.72	2.93	0.36	8.33
	d) Depreciation and amortisation expense	0.32	0.41	0.25	1.46
	e) Other expenditure	2.50	1.20	1.11	3.56
	Total expenses	**5.54**	**4.54**	**2.69**	**14.70**
3	**Profit/(Loss) before tax (1-2)**	**16.61**	**20.66**	**16.05**	**181.48**
4	**Tax Expenses**	**(1.55)**	**48.57**	**-**	**48.57**
5	**Profit/(Loss) for the period (3-4)**	**18.16**	**(27.91)**	**16.05**	**132.91**
6	**Other Comprehensive Income**				
	(i) Items that may be reclassified to profit or loss (net of tax)	-	-	-	-
	(ii) Items that will not be reclassified to profit or loss (net of tax)	2,616.64	(1,011.96)	11,115.60	4,760.16
	Total comprehensive income/ (loss) for the period (net of tax)	**2,616.64**	**(1,011.96)**	**11,115.60**	**4,760.16**
7	**Total Comprehensive Income/(loss) for the period**	**2,634.80**	**(1,039.87)**	**11,131.65**	**4,893.07**
8	**Paid up Equity Share Capital of Rs. 10/- each**	**95.66**	**95.66**	**95.66**	**95.66**
9	**Other Equity**	-	-	-	32,272.17
10	**Earnings/ (loss) per Equity Share of face value of Rs. 10/- each**				
	(a) Basic	**1.90**	**(2.92)**	**1.68**	**13.89**
	(b) Diluted	**1.90**	**(2.92)**	**1.68**	**13.89**
		(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Annualised)

NOTES:
1 The Company is engaged primarily in the business of Investing and accordingly there are no separate reportable segments as per Ind AS 108 dealing with Operating Segments.
2 The results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under section 133 of Companies Act, 2013 read with companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and relevant amendment rules there after.
3 The results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 08th August, 2025.
4 The Limited Review for the quarter ended 30th June 2025 has been carried out by the Statutory Auditors, as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation 2015.
5 Figures for the quarter ended 31st March, 2025 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and the published unaudited year to date figures upto the third quarter of that financial year.
6 The provision for current tax, if any will be provided at the year end.
7 The figure of the previous periods has been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to the classification for the quarter ended 30th June 2025.

For and on behalf of the Board of Directors
DUKE COMMERCE LIMITED
Sd/-
GAURAV AGARWALA
MANAGING DIRECTOR
DIN : 00201469

Place : Kolkata
Date : 8th August, 2025

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- **NIT No:-NM/PWDT/NIT-042e/2025-2026 to NM/PWDT/NIT-048e/2025-2026.Tender ID-2025_MAD_889163_1, 2025_MAD_889164_1, 2025_MAD_889178_1, 2025_MAD_889181_1, 2025_MAD_889183_1, 2025_MAD_889187_1, 2025_MAD_889189_1.Type of Work:-** Construction of Road work at Nabadwip Municipality. Bid Submition End Date:-**23-08-2025 at 05:00 PM.** Bid Open Date:-**26-08-2025 at 10:00 AM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https:// wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**

S/D Chairman,
Nabadwip Municipality

ABRIDGED NIT
(Dakshin Gangadharpur Gram Panchayat)

On behalf of **Dakshin Gangadharpur Gram Panchayat** of **Patharpratima Block** under south 24 parganas dist. invites bids through e-tendering process for const. of **Eighteen (18) nos Civil works** within the GP area. Tender **IDs are 2025_ZPHD_888466_1 to 8, 2025 ZPHD_888591_1 to 5, 2025_ZPHD_888774_1 to 5** respectively. The last Date of submission of Bid (online) is **16/08/2025 up to 02:30 PM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in.** Gram Panchayat. For details please visit to our GP Office.

Sd/- Pradhan,
Dakshin Gangadharpur G.P.

NIT No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/199/25-26/2nd Call Dated 07.08.2025	Construction of Surface Drain and Culvert At Uttam Gas to H/O Ratan Lal Dey Udyan Pally In Ward No-32 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 3,13,621.00
WBMAD/ULB/RSM/177/ 25-26/2nd Call Dated 07.08.2025	Renovation of Health Centre at Nowapara Burobottala, Ward No. 10, Under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 1,40,125.00

Bid Submission end date: **18.08.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১,
ফোন: (০৩৩)২২৪৮-৯৮০৮, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪৩-০০২১
ইমেল : Jaibalaji@jaibalajigroup.com, ওয়েবসাইট www.jaibalajigroup.com
CIN: L27102WB1999PLC089755

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(কোটি টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,৩৭৩.১২	১,৬০০৮.২৩	১,৭২৭.৮১	৬,৪১৮.৪৬	১,৩৭৩.১২	১,৬০৮.২৩	১,৭২৭.৮১	৬,৪১৮.৪৬
২	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	৯৪.৬৮	১০৮.৩৪	২৮৭.২৯	৭৭৭.৯৯	৯৪.৬৮	১০৮.৩৪	২৮৭.২৯	৭৭৭.৯৯
৩	নিট লাভ /(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৯৪.৬৮	১০৮.৩৪	২৮৭.২৯	৭৭৭.৯৯	৯৪.৬৮	১০৮.৩৪	২৮৭.২৯	৭৭৭.৯৯
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৭০.৫৫	৭৫.৪৮	২০৮.৮২	৫৫৭.৮৮	৭০.৫৫	৭৫.৪৮	২০৮.৮২	৫৫৭.৮৮
৫	বর্তমান সময়ের মোট ব্যাপক আয় {সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)	৭০.৫৫	৭৫.৯২	২০৮.৮২	৫৫৮.৩২	৭০.৫৫	৭৫.৯২	২০৮.৮২	৫৫৮.৩২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৮২.৪৫	১৮২.৪৫	১৭৭.৪৫	১৮২.৪৫	১৮২.৪৫	১৮২.৪৫	১৭৭.৪৫	১৮২.৪৫
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	–	–	–	১,৯৪২.৩৯	–	–	–	১,৯৪২.৩৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ২/- টাকার) (বার্ষিকীকৃত নয়)								
	(ক) মৌলিক (টাকায়)	০.৭৭	০.৮৩	১২.১০	৬.২৫	০.৭৭	০.৮৩	১২.১০	৬.২৫
	(খ) মিশ্রিত (টাকায়)	০.৭৭	০.৮৩	১১.৭৬	৬.১৮	০.৭৭	০.৮৩	১১.৭৬	৬.১৮

দ্রষ্টব্য:
ক) উপরোক্ত বিষয়টি হল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে প্রথম ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ যথাক্রমে www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
খ) ২০২৫ সালের ৩১ মার্চে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের সংখ্যাটি হলো ৩১ মার্চ, ২০২৫ -এ সমাপ্ত সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ -এ সমাপ্ত নয় মাসের অনিরীক্ষিত প্রকাশিত পরিসংখ্যানের মধ্যেকার পার্থক্য।
গ) উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ০৮.০৮.২০২৫ তারিখের পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত।
ঘ) বিগত বর্ষের রাশিসমূহকে চলতি সময়কালের রাশির সঙ্গে সমতুল করতে পুনর্সজ্জিত/ পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
আদিত্য জাজোদিয়া
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00045114

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৮ অগস্ট, ২০২৫

জয়শ্রী নির্মাণ লিঃ

রেজিঃ অফিস: কক্ষ নং ৫০৩, ১ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯
সিআইএন নং : L45202WB1992PLC054157
ইমেল আইডি : jayshreenirmanlimited@gmail.com

৩০ জুন, ২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ থেকে তারিখ ০১/০৪/২০২৫ থেকে ৩০/০৬/২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)
		টাকা '০০০ -তে		
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১,৬০,৪৮২.৮৬	১,৬০,৪৮২.৮৬	৩,৫৪,৫৯৫.১৫
২.	কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি)	-৩,৭৭২.৩৮	-৩,৭৭২.৩৮	৬৭,৭৮৩.২২
৩.	কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে লাভ / (ক্ষতি)	-৩,৭৭৩.৪৬	-৩,৭৭৩.৪৬	৪৬,৯৪৮.১৯
৪.	সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) মোট ব্যাপক আয় (লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)	৩৭,৩৩৯.২৯	৩৭,৩৩৯.২৯	৩,০৮,৬৪৮.৬৩
৫.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫০,৬১২.০০	৫০,৬১২.০০	৫০,৬১২.০০
	ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতিটি	১০.০০	১০.০০	১০.০০
৬.	ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত সংরক্ষণ	৩১,৭৪,৮৩০	৩১,৭৪,৮৩০	৩১,৩৭,৪৯০
৭.	নিট মূল্য	৩২,২৫,৪৪২	৩২,২৫,৪৪২	৩১,৮৮,১০২
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (মূল এবং মিশ্রিত) -	-০.০৭৫	-০.০৭৫	৯.২৮

দ্রষ্টব্য :
উপরোক্তটি এসইবিআই (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।
ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.jayshreenirmanlimited.com -তে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড -এর পক্ষে
অঙ্কিত মাহেনসারিয়া
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
DIN : 07334059

তারিখ : ০৮/০৮/২০২৫
স্থান : কলকাতা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার ● ৯ অগাস্ট ২০২৫ ● পেজ ৮

নারীর শুধুমাত্র প্রাণে বেঁচে থাকা বনাম ক্ষমতায়নের অধিকার

দেশের সমস্ত সংবাদমাধ্যমে শুধুমাত্র ঠাঁই পায় সেসব নারীদের কাহিনী যাঁরা তুলনামূলক ভাবে 'স্বচ্ছল' এবং সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। কিন্তু কেন্দ্র বা রাজ্য কোথাও কোন আলোচনা সভায় বা প্রকল্পে ঠাঁই পায়না দেশের বৃহত্তম অংশের অসংগঠিত ক্ষেত্রের অবহেলিত নারীদের মাতৃত্বকালীন করুণ অবস্থা এবং তা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। রাজ্য সরকারের 'বিশ্বমঞ্চে' ঠাঁই পাওয়া কন্যাশ্রী'-প্রকল্পের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ে শিক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী পূর্ব মেদিনীপুরে সর্বাধিক নাবালিকা প্রসূতির সংখ্যা যখন প্রকাশ পায়। এছাড়া আর এক ধরনের হাঁটতে চলতে না পারা বঞ্চিত প্রতিবন্ধী নারীদের করুণ কাহিনি গত কয়েকমাস রাজ্যের সংবাদ শিরোনামে এসেছে, যা আধুনিক সমাজের লজ্জা।

নিকুঞ্জবিহারী ঘোড়াই

মানুষ হিসেবে একজন নারী পরিপূর্ণ অধিকারের দাবিতে সুদীর্ঘকাল যে আন্দোলন করেছে, তারই স্বীকৃতিতে পৃথিবী জুড়ে ৮ মার্চ স্বাড়ম্বরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ভারতও তার ব্যতিক্রম নয় । বছরের পর বছর ধরে চিরাচরিত প্রথায় চলে যায় একটার পরে আর একটা নারী দিবস। কিন্তু প্রাণ ধারণে অক্ষম বঞ্চিত নারীরা সেই তিমিরেই থেকে যান। দেশের সমস্ত সংবাদমাধ্যমে শুধুমাত্র ঠাঁই পায় সেসব নারীদের কাহিনী যাঁরা তুলনামূলক ভাবে 'স্বচ্ছল' এবং সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন।

যেমন, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ভারতে নারীর ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কথা মনে করালেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মতে, জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনে প্রায় ১. ১৫ কোটি 'লাখপতি দিদি' তৈরি হয়েছেন। এ রাজ্যেও কন্যাশ্রী সহ নারীদের কল্যাণে হরেকরকম সুবিধা দেওয়ার কথা নতুন করে আলোচনা সভায় স্থান পায়। কিন্তু রাজ্য বা কেন্দ্র কোনও দেশ-শাসকের কোন আলোচনা সভায় বা প্রকল্পে কোথাও ঠাঁই পায়না দেশের বৃহত্তম অংশের অসংগঠিত ক্ষেত্রের অবহেলিত নারীদের মাতৃত্বকালীন করুণ অবস্থা এবং তা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।

প্রকৃত সমস্যা ছেড়ে উদযাপনের আতিশয্য কেন, এ প্রশ্নও ওঠে না কোনও দিন। নারী দিবস শুধুমাত্র কৃতি মহিলাদের সাফল্যের জয়গানের আড়ালে চাপা পড়ে যায় প্রাণধারণ করতেই অপারগ এধরণের নারীদের কাহিনি এবং তা প্রতিকারের উপায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহিলা কর্মচারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ১৮০ দিন। মাতৃত্বকালীন ১৮০ দিন ছুটি ছাড়াও সন্তান প্রতিপালনের জন্য ধাপে ধাপে আরও ৭৩০ দিন সবেতন ছুটি পান তাঁরা। সন্তানের বয়স ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত এই ছুটি নেওয়া যায়। এছাড়া চাকুরীরত সন্তানের পিতাও পিতৃত্ব কালীন ছুটি পান ১৫ দিন, সন্তানের ওই একই বয়সসীমার মধ্যে। ধাপে ধাপে বিভিন্ন রাজ্যে এবং অসরকারি বহুজাতিক সংস্থার চাকুরীতেও প্রায় একই ধরণের মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে দেশের অন্যতম বৃহৎ বহুজাতিক ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা জ্র ষ্ট তাঁদের মূল প্রতিষ্ঠানের

মহিলা কর্মীদের জন্য একদিনের সবেতন 'ঋতুকালীন ছুটি' নীতি চালু করেছে। গত বছর সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে এবিষয়ে একটি নীতি প্রণয়নের পরামর্শ দিয়েছিল, কয়েকটি রাজ্যে তা কার্যকরও হয়েছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মতোই পুরুষদের নির্দিষ্ট সময় কাজের দাবিতে ১মে 'মে দিবস' পালন শুরু হয়েছিল। ওইদিন দেশজুড়ে প্রায় সমস্ত কর্মক্ষেত্রে 'ছুটি' থাকে। কিন্তু একই ধরণের দাবিতে বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক নারীদিবস পালন হলেও কোথাও ছুটি থাকে না ওইদিন। যদিও 'ছুটি' দেওয়া বাস্তব সম্মত কিনা, তা বিতর্কের বিষয়, তবুও অনুরূপ ঘটনায় নারী- পুরুষ বৈষম্য চলছেই।

'জন্তু-জানোয়ার' প্রায় জন্মের পর থেকেই স্বাবলম্বী হতে শুরু করে। কিন্তু মানব শিশুর ক্ষেত্রে জন্মের পরে দীর্ঘদিন তাদেরকে রক্ষনাবেক্ষন করতে হয়, 'মানুষ' করে গড়ে তুলতে। চাকুরীজীবি মায়ের সন্তানেরা প্রধানত আয়া বা 'কাজের মেয়ে'-দের তত্ত্বাবধানেই বড়ো হতে থাকে, সন্তানের মা সবেতন ছুটি পেয়ে বাড়িতে থাকলেও। আবার স্বচ্ছল পরিবারের মায়েরা চাকরি না করে বাড়িতে থাকলেও তাঁদের সন্তানের দেখভাল করা, বিছানা-পোশাক পরিবর্তন করা, জল-দুধ গরম করা ইত্যাদি কাজের জন্য বেতনভুক আয়া বা কর্মী রাখা হয়। এখন নিজের শিশু সন্তানকে স্তন্যপান করাতেও এধরণের অনেক মায়ের অনীহা। অপরপক্ষে, দরিদ্র পরিবারের সমস্ত মায়েরাই পেটে-কোলে সন্তান নিয়েই 'কর্মরতা'। অনেক পরিবারের পুরুষ এবং নারী সদস্য সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন, যেমন সবজি বিক্রি, কুলিগিরি, ট্যাক্সি-ক্যাব চালনা, টোটো চালনা, অন্যের বাড়িতে বাসন মাজা, ঘর মোছা, রান্না করা ইত্যাদি। অনাগত সন্তানের ভবিষৎ গড়তে পিঠে সন্তান, মাথায় জ্বালানি কাঠের বোঝা নিয়ে সন্তান-সম্ভবা এসব মায়ের লড়াই আধুনিক সমাজের লজ্জা। দুর্ভাগ্য, এসব সমস্ত শ্রেণির মায়েদের কোনও মাতৃত্বকালীন 'ছুটি' নেই, সন্তান প্রতিপালনের ছুটি তো দুর-অস্ত। কেন্দ্র এবং রাজ্যে-রাজ্যে বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন শ্রেণির নাগরিকদের জন্য হরেকরকম 'খয়রাতি'-র প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। নির্দিষ্ট বয়সে অবসরের পরেও অনেক পেনশনভোগী সরকারি কর্মী হরেক-নামে বাড়তি 'খয়রাতি'-ও পেয়ে থাকেন। কিন্তু এসব দরিদ্র, অসংগঠিত সন্তান-সম্ভবা মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন এবং সন্তান প্রতিপালনের জন্য ভাতা দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা বা উদ্যোগও নেই রাজ্য-কেন্দ্র কোনও শাসক দলের। নারীকল্যানে কেবল মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত নারীদের সমানাধিকারের দাবি, যাঁরা সংগ্রাম করে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁদের কাহিনি বা রাজনীতির অঙ্গনে মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং আসন সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি নিয়ে আলোচনা সভা হয়, কিন্তু এসব 'কাঠ-কুড়ুনি'-রা ব্রাত্য-ই থেকে যান বছরের পর বছর।

আর এক ধরনের হাঁটতে চলতে না পারা বঞ্চিত প্রতিবন্ধী নারীদের করুণ কাহিনি গত কয়েকমাস রাজ্যের সংবাদ শিরোনামে এসেছে, যা আধুনিক সমাজের লজ্জা । সমাজে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রতিবন্ধী নারী আছেন, তাঁদের মধ্যে আবার অনেকে নিজে থেকে হাঁটতে চলতেও পারেন না। অভিভাবকের তথা মা-বাবার মৃত্যুর পরে তাঁদের ওই কন্যা সন্তানের অসহনীয় অবস্থার প্রতিকার করতে কোনও প্রকল্প গ্রহণ করা হয় না , মহিলা রাষ্ট্রপতি বা মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠেও তা উচ্চারিত হয় না। এরকম একটি মর্মান্তিক ঘটনায় সম্প্রতি কলকাতায় প্রতিবন্ধী কন্যা সহ পিতা আত্মহত্যা করেছেন, কন্যার ভবিষ্যতের করুণ অবস্থার কথা চিন্তা করে। এধরণের অজস্র ঘটনা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাজ্য তথা দেশজুড়ে ঘটলেও, শহর কলকাতার ঘটনা বলেই তা সংবাদ শিরোনামে এসেছে। নারীদের কল্যানে রাজ্যে রাজ্যে 'খয়রাতি'-র প্রতিযোগিতায় এসব নারীদের শুধুমাত্র বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। দুর্ভাগ্য, কোথাও এধরণের বিপুল সংখ্যক অবহেলিত প্রতিবন্ধী নারীদের শুধুমাত্র বেঁচে থাকার মতো প্রাপ্য অধিকার নিয়ে দেশ বা রাজ্যের কোনও স্তরে সংবাদ শিরোনামে বা আলোচনা সভায় স্থান পায় না!

লেখক: প্রাক্তন সরকারি আধিকারিক ও নিবন্ধকার

যে শিক্ষার অভাবে অভয়া-কাণ্ড হয়, ক্ষতি হয় দেশের

শুভজিৎ বসাক

দেখতে দেখতে এসে গেল অভিশপ্ত সেই ৯ই আগস্ট যেদিন কলকাতার নামজাদা এক প্রাচীন সরকারি হাসপাতাল থেকে উদ্ধার হয় নৃশংসভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত মহিলা চিকিৎসকের দেহ, যা নিয়ে তোলপাড় হয় রাজ্য রাজনীতি এবং এর সাথে উঠে আসে বহু চিকিৎসক ও তাদের তাবেদারদের নাম। উঠে আসে দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসা মৃতদেহ পাচার, চিকিৎসা বর্জ্য পাচার, মর্গে লাশের সাথে যৌন ক্রিয়াকলাপ চালানোর মতো নানা চাঞ্চল্যকর ঘটনা যা মানবিক সত্ত্বার অসভ্য ও বর্বর দিককে তুলে ধরে শিহরিত করে তোলে সভ্য সমাজকে। এসব হয়তো সামনেও আসত না যদি হাসপাতালে সেই নৃশংস ঘটনা ঘটত যাকে কেন্দ্র করে বিপুল বর্বরতার উন্মোচন ঘটে।

উক্ত বর্বরোচিত ঘটনা মধ্যযুগীয় ও উগ্র অমানবিক ভাবনাকে প্রকাশ করে যেখানে মহিলারা ন্যূনতম সম্মানের অধিকারী হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, আর যোগ্য হলেও তাকে নানাভাবে নির্যাতিত করে লাঞ্ছিত করা হয়। যে বা যারা সেই নৃশংসতা ঘটিয়েছে তাদের কাছে মহিলারা শুধুই ভোগ্যপণ্য ছাড়া কিছু নয়, তাদের কাছে আধুনিক সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের অগ্রগতি প্রাধান্য পায় না, পায় শুধু বাহ্যিক রূপের প্রতি তীব্র লালসাপূর্ণ চাহিদা। সেজন্য পার পায় না মর্গের লাশও! অর্থাৎ নারীশরীর দিয়েই নারী বিশ্লেষিত হলে নারীদের নিরাপত্তা যথেষ্ট চিন্তার উদ্রেক করে। একইসাথে আধুনিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সকল পুরুষদের এক সন্দেহের তালিকায় ফেলে দেওয়া হয়, সবাই হয়ে যায় লোলুপ দৃষ্টিধারী যা সামাজিক পরিসরে খারাপ বার্তা বয়ে নিয়ে যায়। প্রশ্ন রেখে যায় নির্যাতনকারী নিচ মনোবৃত্তিদের প্রতি আর তার পরিবারের প্রতি ঠিক কি শিক্ষায় আর কি উদ্দেশ্যে প্রতিপালন করে সমাজে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যেখানে হিংস্র পশুও এতটা উন্নাসিকতা দেখায় না! এই লজ্জা সেই নির্যাতনকারীদের সমগ্র বংশের। এমন বর্বরতায় সামাজিক ক্ষতি বিস্তর হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে নারীরা প্রতিটি পরিসরে আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে কাজে ন্যস্ত হয়ে দেশীয় বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে, রাষ্ট্রীয় পরিষেবায় জনগণের করের টাকা ব্যয় করে প্রশাসন তাদের চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ারের মত মহৎ পেশায় নিয়োগে সহায়ক হয় অথচ তাদের ওপরে আসুরিক নিবৃত্তিচারণ করা হলে সেই ক্ষতি দেশের সমস্ত মানুষের ওপরে প্রভাব ফেলতে বাধ্য। উল্টে আসুরিক নিবৃত্তিচারণকারীরা এতটাই ঘৃণ্য মানসিকতার যে মৃতদেহ পাচার করেও অর্থোপার্জনে বহুবার ভাবে না অর্থাৎ মানবকল্যাণে সহায়ক কোনও কাজই এই নিকৃষ্টরা না করে মানুষের ক্ষতিতেই এরা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ভাবে। সামাজিক ক্ষতিতে সামিল এইসকল আসুরিক প্রবৃত্তিধারীদের সাথে তাদের নিকৃষ্ট অভিভাবকেরা, স্বজনেরা, বন্ধু পরিজন সকলেই এতে সামিল থাকে যে দুর্ভোগ দেশের নিজের হয়। এই শিক্ষাটা দেশের ঘরে ঘরে দেওয়া হোক তাতে আরেকটা অভয়া কাণ্ড দেশের ইতিহাসকে যেন কলঙ্কিত না করে।

যে বা যারা সেই নৃশংসতা ঘটিয়েছে তাদের কাছে মহিলারা শুধুই ভোগ্যপণ্য ছাড়া কিছু নয়, তাদের কাছে আধুনিক সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের অগ্রগতি প্রাধান্য পায় না, পায় শুধু বাহ্যিক রূপের প্রতি তীব্র লালসাপূর্ণ চাহিদা। সেজন্য পার পায় না মর্গের লাশও! অর্থাৎ নারীশরীর দিয়েই নারী বিশ্লেষিত হলে নারীদের নিরাপত্তা যথেষ্ট চিন্তার উদ্রেক করে। একইসাথে আধুনিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সকল পুরুষদের এক সন্দেহের তালিকায় ফেলে দেওয়া হয়, সবাই হয়ে যায় লোলুপ দৃষ্টিধারী যা সামাজিক পরিসরে খারাপ বার্তা বয়ে নিয়ে যায়। প্রশ্ন রেখে যায় নির্যাতনকারী নিচ মনোবৃত্তিদের প্রতি আর তার পরিবারের প্রতি ঠিক কি শিক্ষায় আর কি উদ্দেশ্যে প্রতিপালন করে সমাজে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যেখানে হিংস্র পশুও এতটা উন্নাসিকতা দেখায় না! এই লজ্জা সেই নির্যাতনকারীদের সমগ্র বংশের। এমন বর্বরতায় সামাজিক ক্ষতি বিস্তর হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে নারীরা প্রতিটি পরিসরে আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে কাজে ন্যস্ত হয়ে দেশীয় বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে, রাষ্ট্রীয় পরিষেবায় জনগণের করের টাকা ব্যয় করে প্রশাসন তাদের চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ারের মত মহৎ পেশায় নিয়োগে সহায়ক হয় অথচ তাদের ওপরে আসুরিক নিবৃত্তিচারণ করা হলে সেই ক্ষতি দেশের সমস্ত মানুষের ওপরে প্রভাব ফেলতে বাধ্য।

যৌনকর্মী শব্দটা মহিলাদের সম্মান ক্ষুণ্ণ করছে

শুভজিৎ বসাক

এখনও সংবাদপত্র বা নানা লেখায় এখনও নিষিদ্ধ যৌনকর্মী শব্দটি ব্যবহৃত হয় যা নিয়ে যথেষ্ট সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। প্রসঙ্গত, 'সেক্স ওয়ার্কার' বা যৌনকর্মী- এই শব্দবন্ধ নিয়ে বেশ কিছু মহলে আপত্তি আগে থেকে থাকলেও এই শব্দ ব্যবহার করা যাবে না এমন কোনও স্পষ্ট নির্দেশ কখনওই ছিল না। গত ২০২৪ সালের আগস্টে সুপ্রিম কোর্ট প্রকাশিত ' হ্যান্ডবুক অন কমব্যাটিং জেন্ডার স্টিরিওটাইপ '-এও এই শব্দবন্ধ স্থান পেয়েছিল যা বদল করার কথা বলা হয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয় যে আর যৌনকর্মী বা সেক্স ওয়ার্কার নয়, বলতে হবে- ১) ট্র্যাফিকড ভিক্টিম বা সারভাইভর (পাচার হওয়া মহিলা), ২) ওম্যান এনগেজড ইন কমার্শিয়াল সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি (যে মহিলা স্বেচ্ছায় ব্যবসায়িক ভাবে যৌন ক্রিয়ায় যুক্ত) এবং ৩) ওম্যান ফোর্সড ইনটু কমার্শিয়াল সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন (যে মহিলাকে জোর করে ব্যবসার করার জন্য যৌনকর্ম করতে বাধ্য করা হচ্ছে)- সম্প্রতি শীর্ষ কোর্টের- ডেপুটি রেজিস্টারের সূত্রে জানা যায় যে হ্যান্ডবুকে 'সেক্স ওয়ার্কার' শব্দবন্ধ বদল করার ক্ষেত্রে সম্মতি জানিয়েছিলেন খোদ তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়।

এর আগে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দাবী ছিল যে সেক্স ওয়ার্কার বললেই লোকে বোঝে যারা নিজের ইচ্ছায় যৌনপল্লিতে থাকে আর সেজেগুজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্বল্প পোশাকে খদ্দের খোঁজে। যারা স্বেচ্ছায় এই পেশা বেছে নিচ্ছেন বা নেন, তা নিয়ে কোনও আপত্তি বা বক্তব্য না থাকলেও 'সেক্স ওয়ার্কার' শব্দবন্ধ যদি সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়, সেক্ষেত্রে মনে হতেই পারে সব মহিলাই স্বেচ্ছায় এই কাজ বেছে নিয়েছেন। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিলাদের জোর করে, ভয় দেখিয়ে, অপহরণ করে, পাচার করে, প্রতারণা করে, ফাঁদে ফেলে এই কাজে নামতে বাধ্য করা হয়। অর্থাৎ এই শব্দবন্ধ বাস্তব পরিস্থিতিকে অস্বীকার করছে। তাই 'সেক্স-ওয়ার্কার' এর বদলে অন্য শব্দ ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।

এই শব্দবন্ধ বাস্তব পরিস্থিতিকে অস্বীকার করছে। তাই 'সেক্স-ওয়ার্কার' এর বদলে অন্য শব্দ ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। এরপরে সম্প্রতি গত ১২ই নভেম্বর শীর্ষ কোর্টের ডেপুটি রেজিস্টার সদস্য- স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে ই-মেল মারফৎ তাদের পরামর্শ অনুযায়ী 'সেক্স ওয়ার্কার' শব্দবন্ধ হ্যান্ডবুকে বদল করা হয়েছে জানিয়ে তাদের এই প্রবল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরায় মহামান্য প্রধান বিচারপতি প্রত্যেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন তাও উল্লেখ্য এক্ষেত্রে।

এরপরে সম্প্রতি গত ১২ই নভেম্বর শীর্ষ কোর্টের ডেপুটি রেজিস্টার সদস্য- স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে ই-মেল মারফৎ তাদের পরামর্শ অনুযায়ী 'সেক্স ওয়ার্কার' শব্দবন্ধ হ্যান্ডবুকে বদল করা হয়েছে জানিয়ে তাদের এই প্রবল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরায় মহামান্য প্রধান বিচারপতি প্রত্যেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন তাও উল্লেখ্য এক্ষেত্রে।

প্রশাসনিক স্তরেও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে এটা খুব ইতিবাচক পদক্ষেপ। সেক্স ওয়ার্কার শব্দ যেভাবে হামেশাই ব্যবহার করা হয়, তার অনেক নেতিবাচক দিক রয়েছে। তাঁদের অভিজ্ঞতানুযায়ী সাধারণত পুলিশি ধরপাকড়ের সময়ে যদি কোনও যৌনপল্লি বা অন্য জায়গা থেকে কোনও মহিলাকে পাওয়া যায়, তাঁরা 'স্বেচ্ছায় এসেছেন'- একথা তেমন শোনা যায় না। পরিস্থিতির শিকার বা ভয় দেখানোয় বাধ্য হয়ে এই কাজে এসেছেন, এটাই বলেন তাঁরা। তাঁদের জন্য এই বদলটা খুব দরকার। তাঁদের অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও যেভাবে এই কাজের জন্য তাঁদের কলঙ্কিত করা হয়, সেটা মূলস্রোতে ফেরার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। সমাজের অভ্যাসেই দাঁড়িয়েছে নিজেদের সুবিধামতো যে কাউকে সেক্স ওয়ার্কার বলে দেওয়া। সামাজিক স্বচ্ছতার জন্যই এর পরিবর্তন বিশেষভাবে প্রয়োজন। বাস্তবে যখন এটা প্রয়োগ করা হবে তা সব ক্ষেত্রেই স্টিরিওটাইপ ভাঙতে সাহায্য করবে।

সমাজকর্মীদের মতে, এই ধারণা সেক্স ট্র্যাফিকিং সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতেও সহায়ক হবে। পাশাপাশি, অ্যান্টি ট্র্যাফিকিং বিল যা মূলত 'সেক্স ওয়ার্কার' প্রশ্নেই বারবার আটকে গিয়েছে, তার পথ প্রশস্ত করবে। নারী পাচার ও তাদের সম্মান রক্ষার্থে শীর্ষ আদালতের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে নতুন দিককে তুলে আনবে।

অতএব শীর্ষ আদালতের নির্দেশকে মাথায় রেখে এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয় প্রায়ই উপেক্ষিত রয়ে গিয়েছে যা নিয়ে বিশেষ মহলগুলিতে আরও দায়বদ্ধতা দেখানো প্রয়োজন তাতে সামাজিক ভুলের প্রতি সচেতন হবে সমগ্র প্রজন্ম।